উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৬ কার্তিক ১৪৩০ সোমবার ৪.০০ টাকা 13 November 2023 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

পাঁচের পাতায়

সাতের পাতায়

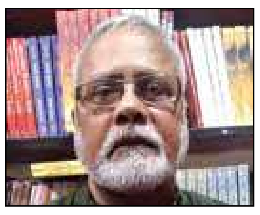

## মহুয়ার আপাতত হারানোর কিছু নেই

**রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

এথিকস কমিটির লোকসভা থেকে মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কারের সুপারিশে চমৎকৃত বা বিস্মিত হওয়ার অবকাশ নেই। একটি পূর্বপরিকল্পিত চিত্রনাট্য অনুযায়ী যেমনটি হওয়ার কথা ছিল, ঠিক তেমনটি হয়েছে। বহিষ্কার এবং মহুয়ার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থাকে (সম্ভবত ইডি-সিবিআইয়ের কথা বোঝাতে চেয়েছে) দিয়ে তদন্ত করানোর জন্য এথিকস কমিটির সুপারিশ নিয়ে লোকসভার অধ্যক্ষ কী করেন, তা দেখার জন্য ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ অবধি অপেক্ষা করতে হবে।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে লোকসভার অধ্যক্ষ এথিকস কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু করবেন- এমন সম্ভাবনা নেই। কেননা, পূর্বপরিকল্পিত চিত্রনাট্য অনুযায়ী এরপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহুয়া মৈত্রকে লোকসভা থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তই ঘোষণা করবেন। যদিও মহুয়ার দাবি, শীতকালীন অধিবেশনে তাঁকে সহজে বহিষ্কার করা যাবে না।

সামনের বছর এপ্রিল মাস নাগাদ লোকসভার ভোট। তার আগে অন্তর্বর্তী বাজেট পাশ করানোর জন্য সংসদের সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হতে পারে। সেদিক দিয়ে দেখলে শীতকালীন অধিবেশনে মহুয়াকে বহিষ্কার করা হলেও (সেই সম্ভাবনাই বেশি) মহুয়ার প্রথমবারের সংসদীয় জীবনের খুব একটা ক্ষতি হবে না। বরং একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, গাজোয়ারির রাজনীতি করতে গিয়ে বিজেপি নিজের ক্ষতি নিজেই করে বসেছে। বিজেপির এই গাজোয়ারি রাজনীতিতে জাতীয় স্তরে আরও গুরুত্ব বাড়বে মহুয়ার।

কাজেই মহুয়ার হারানোর কিছুই নেই। বরং তাঁর সামনে জয় করার জন্যে পড়ে রয়েছে অনেক কিছু। নরেন্দ্র মোদির ভাবমূর্তিকে কলুষিত করতে তাঁর সঙ্গে শিল্পপতি আদানির নাম জড়িয়ে অন্য একটি শিল্পগোষ্ঠীর থেকে অর্থ নিয়ে মহুয়া সংসদে প্রশ্ন করেছেন বলে মহুয়ার বিরুদ্ধে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের অভিযোগটি এথিকস কমিটিতে পাঠিয়েছিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ।

মহুয়া অবশ্য অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন তোলার অভিযোগটি প্রথমাবধি অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, মোদি এবং আদানির বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ চলবে এবং প্রতিদিনই আদানির উদ্দেশে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে কিছু না কিছু প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছেন মহুয়া। লোকসভায় আদানি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে তীব্রতর আক্রমণ করেন দুজন সাংসদ। একজন কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি, অন্যজন তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্র। এই দুজনের তোলা কোনও প্রশ্নেরই উত্তর প্রধানমন্ত্রী বা আদানি গোষ্ঠী অদ্যাবধি দেননি।

বরং রাহুল গান্ধিকে অন্য একটি ছুতোয় লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আদালতের দ্বারস্থ হয়ে বিজেপির মুখে ঝামা ঘষে রাহুল আবার লোকসভায় ফিরেছেন।

এরপর দশের পাতায়

শিলিগুড়ির উল্কা ক্লাবের কালীপুজোর মণ্ডপে ঢল দর্শনার্থীদের। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

# রাত বাড়তেই জমজমাট শিলিগুড়ি

**ভাস্কর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর :** সন্ধ্যায় ফাঁকা। রাত বাড়তেই অবশ্য রাস্তা ভিড়ে জমজমাট।

শনিবারই শহর শিলিগুড়ির বেশির ভাগ কালীপুজোর উদ্বোধন হয়ে গিয়েছিল। মাঝারি মাপের যে ক'টা পুজোর উদ্বোধন বাকি ছিল রবিবার সেগুলি মেয়র গৌতম দেব ও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের হাতে উদ্বোধন হল। দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ নানা মণ্ডপে ঘুরে পুজো উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললেন।

সন্ধ্যার দিকটায় বাসিন্দাদের অনেককেই পুজো অথবা দীপাবলিকে কেন্দ্র করে নিজেদের বাড়ি সাজাতে দেখা গিয়েছে। রাত গড়াতেই অবশ্য রাস্তায় মানুষের ভিড়। দিনেরবেলায় চড়া রোদ। রাতে বেশ ঠান্ডা। তাই অনেকের গায়েই গরম পোশাক। রাত ৮টা নাগাদ শিলিগুড়ির জিটিএস ক্লাবের সামনে গিয়ে দেখা গেল পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে ভুটিয়া মার্কেটের সামনের রাস্তা দিয়ে বড় গাড়ির যাতায়াত বন্ধ করেছে। দু'পাশ দিয়ে অবশ্য দু'চাকার যানবাহন অবাধে চলাচল করল। হাকিমপাড়ার জিটিএস ও আশ্রমপাড়া তরুণ সংঘের পুজোয় গ্র্যান্ড লিসবোয়ার আদলে মণ্ডপ দেখতে রাতে ভিড় বাড়তে থাকে। পাকুড়তলা মোড় যুবকবৃন্দের পুজোমণ্ডপে শনিবারের মতো রবিবারও বেশ কিছুটা ভিড় দেখা গেল।

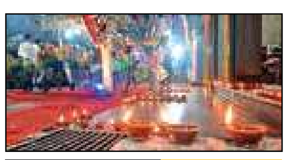

### উৎসবের আলো

- শনিবারই বেশির ভাগ কালীপুজোর উদ্বোধন হয়ে গিয়েছিল
- বাকি পুজোগুলির উদ্বোধন হয় রবিবার, ব্যস্ত থাকলেন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র
- সাংসদ রাজু বিস্ট ও বিধায়ক শংকর ঘোষ এদিন মণ্ডপে ঘুরে জনসংযোগ চালান
- সন্ধ্যায় ভিড় না থাকলেও রাত বাড়তেই শিলিগুড়ির রাস্তা ভিড়ে জমজমাট

স্বামীজি ক্লাবের পুজোর এবারের থিম 'মাটির টান'। সাংসদ সন্ধ্যায় সেখানে হাজির হয়েছিলেন। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে তিনি সেখানে সবার কাছে আবেদন জানান। বিধায়ক শংকর ঘোষেরও একই আর্জি।

শিলিগুড়ির বিধান স্পোর্টিংয়েও এদিন দর্শনার্থীরা প্রচুর সংখ্যায় ভিড় জমিয়েছিলেন। আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা নিবেদিতা কর্মকার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এই পুজো দেখতে এসেছিলেন। তিনি বললেন, 'সোমবার প্রচুর ভিড় হবে। তাই এদিনই ঠাকুরদর্শন সেরে নিলাম।' পুজো কমিটির পক্ষে বাবলু তালুকদার বলেন, 'আমাদের এখানে তামার মাধ্যমে মণ্ডপসজ্জা হয়েছে। তা দেখতে অনেকেই ভিড় করছেন।' অভিনেত্রী পদ্মিনী কোলাপুরি শনিবার শিলিগুড়ির বিবেকানন্দ ক্লাবের পুজোর উদ্বোধন করেন। এদিন এখানে খুব একটা ভিড় হয়নি। শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ার মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোয় ২৫ ফুট উচ্চতার নৈহাটির বড়মার আদলে মূর্তি রয়েছে। প্রতিমা দেখে আপ্লুত কলেজ ছাত্রী মধুরিমা ভৌমিকের কথায়, 'নৈহাটিতে গিয়ে প্রতিমা দর্শন করতে পারিনি। তাই এখানে বাড়ির কাছেই বড়মার দর্শন করতে পারলাম।'

ভিড় সামাল দিতে শহরের রাস্তায় পুলিশকর্মীরা এদিন খুবই সজাগ ছিলেন। বিবেকানন্দ ক্লাব, জিটিএস, তরুণ সংঘের মতো বড় ক্লাবগুলির পুজোমণ্ডপে ঢোকার সময় পুলিশকর্মীরা দর্শনার্থীদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। বড় ক্লাবগুলির পাশাপাশি এদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি, সূর্যনগরের ভুবনেশ্বরী কালী মন্দির, ফুলেশ্বরী দক্ষিণ ভারতনগর স্পোর্টিং ক্লাব, সুকান্তনগর জনকল্যাণ আশ্রমেও নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো হয়।

তারাপীঠে মা তারার দুপুরের অন্নভোগের আয়োজন। রবিবার। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

## দুপুর থেকে শব্দদানবে জব্দ শহর

**সানি সরকার**

**শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর :** আশঙ্কাই সত্যি হল। বাজি বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের মিছিল থেকে চিকিৎসকদের সচেতনতার বার্তা, প্রশাসনের কড়া নজরদারির আশ্বাস, কোনও কিছুই কাজে এল না। শিলিগুড়ি থাকল শিলিগুড়িতেই। কালীপুজোকে কেন্দ্র করে যথারীতি শব্দদানবের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হতে হল শহরবাসীকে। কান ঝালাপালা করে দেওয়া বাজির আওয়াজ শোনা গেল শহরের প্রায় প্রতিটি প্রান্ত থেকেই। যা নিয়ে কার্যত প্রশ্নের মুখে প্রশাসনের ভূমিকা। যদিও সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক কর্তাদের দাবি।

সবুজ বাজি ছাড়া বাকি সমস্ত বাজির ক্ষেত্রেই আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু সেই বজ্র আঁটুনি যে আদতে ফসকা গেরো, সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল শিলিগুড়ি। শহরবাসীর একটা অংশ সবুজ বাজিকে অগ্রাধিকার দিলেও, অধিকাংশ মানুষই তা ধর্তব্যের মধ্যে রাখেননি। ফলে কালীপুজোকে কেন্দ্র করে শহর শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন এলাকায় সন্ধে থেকেই শোনা গিয়েছে বাজির আওয়াজ। রাত বাড়তেই সেই আওয়াজের দাপট বেড়েছে। গভীর রাত, ধারাবাহিকভাবে ফেটেছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি।

শুরুটা অবশ্য হয়েছিল ভরদুপুর থেকেই। এদিন দুপুর হতে না হতেই বেশ কয়েকটি জায়গায় বাজির শব্দ শোনা যায়। তখনই আশঙ্কা করা গিয়েছিল, রাতে কী হতে পারে। দুপুরে বাজি ফাটানোর শব্দ নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সন্ধ্যার পর থেকে তা আর কোনও সীমারেখা মানেনি। ছড়িয়ে পড়ে পাড়ায় পাড়ায়। পাড়ার মাঠ বা বাড়ির ছাদ, অসচেতন উৎসাহীরা বাজি ফাটিয়েছেন বিনা বাধাতেই। সূর্যনগর থেকে হায়দরপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া থেকে খালপাড়া, শহরের প্রতিটি এলাকায় সাধারণ মানুষের কান ঝালাপালা হয়েছে। হাসপাতাল, নার্সিংহোমগুলির আশপাশ এলাকাতেও বাজি ফেটেছে বলে অভিযোগ।

ন্যাফ-এর কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলেন, 'বাজি বিরোধী প্রচারের পাশাপাশি নানাভাবে সাধারণকে সচেতন করার চেষ্টা হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

## জেল হেপাজতে পাঠাল আদালত

# কোম্পানি-যোগ 'স্বীকার' বালুর

**কলকাতা, ১২ নভেম্বর :** নির্দিষ্ট দিনের আগে হঠাৎ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে আদালতে তোলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। অথচ তাঁকে ফের হেপাজতে চাওয়া হয়নি। বনমন্ত্রীর তরফেও জামিনের আবেদন করা হয়নি। বরং চিকিৎসার জন্য কোনও সরকারি হাসপাতালে পাঠানোর আর্জি জানানো হয়েছিল। আদালত অবশ্য তাঁকে বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠিয়েছে। ফলে আপাতত তাঁর ঠাঁই হল সংশোধনাগারে।

তবে সংশোধনাগারে যাওয়ার পথে জ্যোতিপ্রিয়র মুখে (ঘনিষ্ঠ মহলে বালু নামে যাঁর পরিচিতি) 'ইডি থেকে মুক্তি পেলাম' মন্তব্য ঘিরে জল্পনা ছড়িয়েছে। জল্পনার কারণ, আদালতে ইডি'র বিস্ফোরক দাবি। স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদে তিনটি কোম্পানিতে তাঁদের যুক্ত করার পিছনে তাঁর হাত ছিল বলে কবুল করেছেন বালু। ব্যাংকশাল আদালতে ইডি'র পক্ষ থেকে রবিবার একথা জানানো হয়।

কালো টাকা সাদা করার জন্য ওই তিনটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি খোলা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ইডি'র দাবি, বালু প্রথমে স্বীকার না করলেও স্ত্রী ও মেয়েকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করার সময় তিনি ওই তিন কোম্পানির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্বীকার করেছেন। জেরায় মন্ত্রী বলেছেন, তাঁর নির্দেশেই গ্রেসিয়াস ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড, গ্রেসিয়াস ইনোভেশন প্রাইভেট লিমিটেড ও শ্রীহনুমান রিয়েলকন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে স্ত্রী ও মেয়েকে ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল।

এই স্বীকারোক্তিতে বনমন্ত্রীর বিড়ম্বনা বাড়ল বলে মনে করা হচ্ছে। সে কারণে ইডি হেপাজত থেকে মুক্তিতে তিনি খুশি বলে আইনজীবীদের ধারণা। ১৪ দিনের ইডি হেপাজত শেষে সোমবার তাঁকে আদালতে পেশ করার দিন ছিল। কিন্তু একদিন আগে রবিবার তাঁকে আদালতে তোলা হয়। বিচারক বালুকে জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

### কোর্টে তথ্য ইডি'র

- স্ত্রী ও মেয়ের মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হয়েছিল জ্যোতিপ্রিয়কে
- বনমন্ত্রী কবুল করেন, তিনটি কোম্পানিতে স্ত্রী ও মেয়েকে যুক্ত করেন তিনিই
- তাঁকে আর হেপাজতে চায়নি ইডি
- তবে প্রয়োজনে জেলে গিয়ে জেরার অনুমতি চেয়ে রেখেছে আদালতের
- জামিনের আবেদন করেননি বনমন্ত্রী
- জেল হেপাজতের নির্দেশে মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া, ইডি থেকে মুক্তি মিলল

নির্ধারিত দিনের আগে বালুকে আদালতে তোলায় আইনজীবীদের একাংশের ধারণা, প্রাইভেট কোম্পানিগুলির সঙ্গে যোগসাজশ স্বীকার করায় ইডি মনে করছে, এই মুহূর্তে তাঁকে জেরা করার প্রয়োজন নেই। যদিও জেলে গিয়ে তাঁকে জেরা করার আবেদন আদালতে জানিয়ে রেখেছে ইডি। তবে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে, শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে ইডি তাঁকে আর হেপাজতে রাখার ঝুঁকি নিতে চাইছে না। সেজন্যই তড়িঘড়ি আদালতে তোলা হয়।

জ্যোতিপ্রিয়কে অবশ্য রবিবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নেওয়ার সময় অসুস্থই মনে হয়েছিল দেখে। একা ঠিকমতো হাঁটতে পারছিলেন না। দু'পাশে দুই ইডি অফিসার তাঁকে ধরে গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যান। গাড়িতে ওঠার আগে ক্ষীণ কণ্ঠে বনমন্ত্রীকে বিড়বিড় করে বলতে শোনা যায়, 'আমি মরে যাব। আমার অবস্থা খুব খারাপ।' গাড়িতে উঠে শরীর এলিয়ে দেন। মাথা তুলে বসতে পারেননি। হাসপাতাল থেকে ফিরে সিজিওতে ঢোকার সময় অবশ্য একজন অফিসারের সাহায্য নিয়ে হেঁটে লিফটে ওঠেন।

তখনও তিনি বলেন, 'আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ। প্রায় মৃত্যুশয্যায়। শরীরের একদিক প্যারালাইসিস হয়ে গিয়েছে।' পরে আদালতে যাওয়ার সময় আবার বলেন, 'আমার বাঁদিক গিয়েছে। বাঁদিকে প্রায় সবটাই গিয়েছে।' ধীরগতিতে হাঁটার সময় তাঁর শারীরিক দুর্বলতা ফুটে উঠছিল। বাঁহাত নড়তে দেখা যায়নি। জামিনের আবেদন না জানিয়ে বালুর আইনজীবী মূলত তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি নিয়ে সওয়াল করেন।

আইনজীবী আদালতকে জানান, 'ইডি হেপাজতে থাকাকালীন আমার মক্কেলের শারীরিক অবস্থার অনেক অবনতি হয়েছে। এরপর দশের পাতায়

### একনজরে

## প্যালেস্তাইনের পাশে ভারত

**আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফের প্যালেস্তাইনের পক্ষ নিল ভারত। শনিবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় হওয়া এক ভোটাভুটিতে প্যালেস্তাইনের সমর্থনে ভোট পড়েছে ভারতের। প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের অবৈধ বসতিস্থাপনের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব এনেছিল খোদ রাষ্ট্রসংঘ। ভারত সহ অধিকাংশ সদস্য দেশ প্রস্তাবটির সমর্থনে ভোট দেয়। বিরোধিতা করে ইজরায়েল, আমেরিকা, কানাডা এবং আরও ৪টি দেশ। ১৮টি দেশ ভোটাভুটিতে অংশ নেয়নি। এর আগে যুদ্ধবিরতি চেয়ে জর্ডনের প্রস্তাবে রাষ্ট্রসংঘের ভোটাভুটিতে অংশ নেয়নি ভারত।**

বিস্তারিত সাতের পাতায়

# কালীপুজোয় খুশির রোশনাই ব্যবসায়ীদের

আলোর উৎসবে আলোকিত শিলিগুড়ির সেবক রোড। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর :** সকাল থেকেই ভিড় বাজিমেলায়। আর পাড়ায় পাড়ায় মিষ্টির দোকানে ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত অর্ণব দাস, বিশ্বজিৎ প্রসাদরা। এরমধ্যেই ব্যবসা ভালো হওয়ায় মুখে হাসি বাজি ও মিষ্টি ব্যবসায়ীদের।

দীপাবলিকে কেন্দ্র করে এদিন বেলা গড়ানোর সঙ্গেই ব্যস্ততা নজরে পড়ল নয়াবাজার, সেবক রোডের মতন শহরের ব্যবসায়িক এলাকাগুলোতে। তবে সেই ব্যস্ততা কিন্তু কেবল ব্যবসাকে কেন্দ্র করে নয়। কলা গাছের ছাল দিয়ে দোকান সাজানোর মধ্যেই চলল দীপাবলির কুশলবিনিময়। মন্দিরগুলোতে আবার পুণ্যার্থীদের সামলাতে ব্যস্ত থাকলেন মন্দির কমিটির সদস্যরা। তারমধ্যেই নজরদারি চলল খিচুড়ি ভোগ তৈরির ওপর। মূল রাস্তা থেকে শুরু করে অলিগলি, শ্যামাসংগীতের সুরে উৎসবের আমেজ শহর শিলিগুড়িতে।

করোনার পরে ফের এবারেই শহরে বাজিমেলা বসেছিল। দীপাবলি এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মেলার প্রতি আকর্ষণ বাড়ছিল শহরবাসীর। ব্যবসাও হল এক কোটি টাকারও বেশি। ভিড় তো হচ্ছিলই। তবে শনিবার থেকে যেন ক্রেতাদের ঢল নামল। দোকানদাররাও তুমুল ব্যস্ত। ক্রেতাদের বাজি দেখানোর ফাঁকে ফাঁকেই সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির দার্জিলিংয়ের সভাপতি সুদীপ্ত ভৌমিকের মুখে একগাল হাসি। উৎসাহের সুরে বললেন, 'সেই করোনার আগে শেষবার বাজিমেলা হয়েছিল। মেলা না হওয়ায় গত কয়েকবছর শিলিগুড়িতে গড়ে ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকার বাজি ব্যবসা হচ্ছিল। এবারে এক জায়গায় একত্র হয়ে বিক্রি হওয়ায় ব্যবসাও বাড়ল।'

শুধু বাজির ব্যবসায়ীরাই নয়, দীপাবলির রোশনাই শহরের মিষ্টি ব্যবসায়ীদের মুখেও। অথচ এবারে দুর্গাপুজোর পর এই হাসিটাই কিন্তু তাঁদের মুখে দেখা যায়নি। মিষ্টি ব্যবসায়ীরা জানিয়েছিলেন, দুর্গাপুজোয় নাকি মিষ্টির আশানুরূপ ব্যবসা হয়নি। তবে কালীপুজো সেই দুঃখ ঘুচিয়ে দিয়েছে। মিষ্টির অর্ডার মেটাতে গিয়ে সারাদিন হাঁফ ছাড়ার সময় পাননি অনেক দোকানদার। ব্যবসার প্রসঙ্গ তুলতেই তাই সঞ্জীব ঘোষের গলায় সন্তোষের সুর। সঞ্জীব শিলিগুড়ি সুইটস শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক। তথ্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, 'দীপাবলিতে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকার ব্যবসা হয়েছে শহরে। অন্যবারও অনেকটা এরকমই হয়। তবে দুর্গাপুজোয় মিষ্টির ব্যবসা অন্যবারের তুলনায় ২০ শতাংশ কম হয়েছিল।' কেন? পাহাড়ে বিপর্যয়ের কারণে সেখান থেকে আসা মানুষজনের কাছ থেকে দুর্গাপুজোয় আশানুরূপ ব্যবসা মেলেনি, মনে করছেন সঞ্জীব। এরপর দশের পাতায়

# চিন্নাস্বামীতে রাহুল-শ্রেয়সের 'দীপাবলি'

ভারত-৪১০/৪
নেদারল্যান্ডস-২৫০

**ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

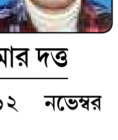

**সঞ্জীবকুমার দত্ত**

**কলকাতা, ১২ নভেম্বর :** আলোর উৎসব।

আলোর আবাহনে অন্ধকার দূরের প্রার্থনা। দীপাবলিতে মেতে আসমুদ্রহিমাচল। রোহিত শর্মা এবং তাঁর ব্রিগেডও ব্যতিক্রম নয়। তফাত শুধু চিন্নাস্বামীর বাইশ গজেই দীপাবলি পালন করল টিম ইন্ডিয়া।

বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল। আজ গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচ। নিয়মরক্ষার ম্যাচে সেমিফাইনালের প্রস্তুতিতে চোখ ছিল মেন ইন ব্লু-র। রোহিতদের প্রস্তুতির যে মেজাজ সুনামি হয়ে আছড়ে পড়ল নেদারল্যান্ডসের ওপর।

রানের বন্যা। ভারতীয় ব্যাটারদের রেকর্ড গড়ার অঘোষিত 'প্রতিযোগিতা'। জবাব ছিল না ডাচদের কাছে। আগ্রাসী মেজাজ, আতশি ব্যাটিংয়ে রান-উৎসব রোহিত, বিরাট কোহলি, শুভমান গিলদের। জোড়া সেঞ্চুরি, দ্বিশতরানের যুগলবন্দিতে মধ্যমণি শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুল।

সেঞ্চুরি জুটিতে রিংটোন সেট করে দেন রোহিত-শুভমান। সেই ভিতে দাঁড়িয়ে বিরাটের পর শ্রেয়স-লোকেশদের বাহারি শটের ফুলঝুরি। ৪ উইকেটে ৪১০। যে রান-এভারেস্টেই চাপা পড়ে প্রতিপক্ষ। সিব্র্যান্ড এঙ্গেলব্রেচট (৪৫), কলিন অ্যাকারম্যান (৩৫), ম্যাক্স ও'ডাউড (৩০), তেজা নিদামানুরুরা (৫৪) যার ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেননি। নিটফল ১৬০ রানে ডাচ-বধ। গ্রুপ লিগে ৯-০ স্কোরের আত্মবিশ্বাস নিয়েই শেষ চারের টক্করে ওয়াংখেড়েতে নামবে ভারত।

জয়ের সঙ্গে প্রাপ্তি বোলার বিরাট! ৩ ওভার বল করেন। পকেটে ৯ বছর পর ওডিআই উইকেট। লোকেশের দুরন্ত ক্যাচে খারাপ বলেও ডাচ দলপতি স্কট এডওয়ার্ডসের মূল্যবান উইকেট। মাঠে বিরাট, ভিআইপি বক্সে অনুষ্কা শর্মার উচ্ছ্বাসের যুগলবন্দি রং ছড়াল চিন্নাস্বামীতে। ম্যাচের শেষ ওভারে রোহিত-রীতিকার যুগলবন্দিতে তারই পুনরাবৃত্তি। বিপক্ষের সর্বাধিক স্কোরার তেজার উইকেট হিটম্যানের! হাত ঘোরালেন শুভমান, সূর্যকুমার যাদবও। সবমিলিয়ে বোলিংয়ে ৯ জন! যদি নক আউটে কোনও 'ইমার্জেন্সি' পড়ে। তারই আগাম প্রস্তুতি।

রাহুল দ্রাবিড় গতকাল বলেছিলেন, প্রথম এগারোই খেলবে। নক আউটের আগে উইনিং কম্বিনেশন ভাঙবেন না। ইঙ্গিতমাফিক দল অপরিবর্তিত। টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে রোহিতও জানান, টিম দারুণ ছন্দে, যা বজায় রাখাই পাখির চোখ।

ডাচ দলপতি এডওয়ার্ডসের দুই চোখে যেখানে স্বপ্ন। ভারতকে হারিয়ে বিশ্বকাপকে আরও স্মরণীয় করে রাখা। মেনেও নিলেন ভারত প্রায় নিখুঁত ক্রিকেট খেলছে। জিততে হলে নিজেদের সাধ্যের বাইরে কিছু করতে হবে। রোহিতরা অবশ্য সেই সুযোগই দেয়নি।

বোলিং ওপেন করেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্পিনার আরিয়ান দত্ত। স্ট্র্যাটেজি অবশ্য ধোপে টেকেনি। বাকি ডাচ বোলারদের হালও তথৈবচ। ছোট বাউন্ডারি আর ব্যাটিং সহায়ক পিচে ভারতীয় ব্যাটিং এদিন আরও বিপজ্জনক। ইনিংস যত এগিয়েছে, ঝড়ের গতি বেড়েছে।

এদিনও মিডল অর্ডারের জন্য মঞ্চ সাজান রোহিত (৬১), শুভমান (৫১)। এরপর দশের পাতায়

জয়ের জোড়া কারিগর। লোকেশ রাহুল ও শ্রেয়স আইয়ার। রবিবার বেঙ্গালুরুতে।

মঙ্গলকামনায়।। কালীপুজোর দিন কলকাতার করুণাময়ী কালীবাড়িতে কুমারীপুজো। ছবি ঃ রাজীব মণ্ডল

# গ্রাম দত্তক নিলেন তরুণ আইএএস

**গাজিপুর, ১২ নভেম্বর ঃ** মাত্র ৩০ বছর বয়সে গণতন্ত্রের চারটি স্তম্ভের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। মাত্র ২১ বছর বয়সে একটি গ্রাম অ্যাডপ্ট করেন বা দত্তক নেন তিনি। একজন সমাজকর্মী হিসেবে তিনি নকশাল-আক্রান্ত একটি গ্রামে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কয়েকমাস বসবাস করেন। তরুণ এই আইএএস অফিসার নবীন যাদবের জীবন শুরু হয় গাজিপুর জেলার বীরপুর গ্রাম থেকে।

বিটেক পড়ার সময়ই নবীন সমাজের উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ২০১৫ সালে গোরখপুরের তৎকালীন ডিএম, আইএএস রঞ্জন কুমারের নির্দেশনায়, তিনি গোরখপুর জেলার গ্রামীণ এলাকার যুবকদের জন্য গ্রামীণ যুব নেতৃত্ব কর্মসূচি করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ এলাকার যুবকদের মধ্যে নেতৃত্বের ক্ষমতা গড়ে তোলা। এই সময়ে নবীন গোরখপুরের তৎকালীন কমিশনার পি গুরুপ্রসাদের সঙ্গে খোরাবার ব্লকের মতিরাম আড্ডা

## প্রশংসিত নবীনের উদ্যোগ

গ্রাম দত্তক নেন। এই গ্রামের মানুষকে বিভিন্ন সরকারি পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন করেছেন। নবীনের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কোনও ডিগ্রি নেই। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর দখল এতটাই আশ্চর্যজনক যে তাঁকে বিভিন্ন রাজ্যের আধাসামরিক বাহিনী, পুলিশ, প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগীয় পরিষেবা প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমিতে অফিসার এবং বিচারকদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ডাকা হয়। এখনও অবধি নবীন আইআরএস, রাজ্য পুলিশ, প্রশাসনিক পরিষেবা এবং কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ফোর্সের হাজার হাজার অফিসার এবং বিচারকদের পরিচালনার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এছাড়াও, তিনি অনেক রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি কমিটির মনোনীত সদস্য যেখানে তিনি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরামর্শ দেন।

নবীন উত্তরপ্রদেশের চান্দৌলি জেলার সরকারি স্কুলে শিক্ষকদের সময়মতো হাজিরা নিশ্চিত করতে অ্যাটেনড্যান্স উইথ সেলফি প্রোগ্রামও শুরু করেছেন। চান্দৌলি জেলার তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কুমার প্রশান্তের সহযোগিতায় ২০১৭ সালে শুরু হওয়া এই উদ্যোগটি জেলার ১৫০০ সরকারি স্কুলে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এই উদ্যোগের সাফল্য দেখে, উত্তরপ্রদেশ সরকার রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুলে এটি কার্যকর করেছে। সামাজিক কাজের প্রতি নবীনের দৃঢ়সংকল্প এবং সাহসের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে নৌগড় তহশিলের উন্নয়নের জন্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরও মনোনীত করা হয়েছিল।

# শিশুদের জন্য জমি দান বৃদ্ধার

জ্যোতি সরকার

**জলপাইগুড়ি, ১২ নভেম্বর ঃ** ভারত ভূখণ্ডের ডাকেরকামাত থেকেই প্রতিবেশী বাংলাদেশের ভাউলাগঞ্জের মানুষের ডাক শোনা যায়। ডাকেরকামাতের মানুষের মুখে মুখেই এখন ৯৭ বছরের মেনকা রায়ের নাম শোনা যাচ্ছে। দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাকেরকামাত গ্রামে ১৫০টি পরিবারের বাস। সীমান্তের এই ভারতীয় গ্রামের শিশুদের ভরসা শিশুবিকাশ কেন্দ্র। সরকারের পক্ষ থেকে শিশুবিকাশ কেন্দ্র নির্মাণের প্রয়াস নেওয়া হলেও সরকারি নিজস্ব জমি না থাকাতে তার বাস্তবায়ন করা যায়নি দীর্ঘকাল। মেনকা রায়ের স্বামী সর্বানন্দ রায় প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষার প্রসারে সর্বানন্দ রায়ের ভূমিকার কথা সীমান্তের মানুষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। মেনকাদেবীর কানে

৯৭ বছর বয়সি মেনকা রায়।

আসে সরকার জমির অভাবে শিশুবিকাশ কেন্দ্র নির্মাণ করতে পারছে না। চার ছেলে নিত্যানন্দ রায়, হরিশ্চন্দ্র রায়, গোবিন্দ রায় এবং প্রেমানন্দ রায়ের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি নিজস্ব জমি দিলেন শিশুবিকাশ কেন্দ্রের জন্য। ছেলেরা মায়ের কাছে শিশুবিকাশ কেন্দ্রের জন্য জমি দেবার কথা শুনে সকলেই সম্মতি শুধু দেননি, মায়ের উদ্যোগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছেলেরা। শিশুবিকাশ কেন্দ্রের জন্য ২.৭৫ ডেসিমাল জমির দানপত্র দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের

> মেনকা রায়ের জন্য আমরা গর্ববোধ করি। আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে মেনকা রায় দৃষ্টান্তযোগ্য কাজ করলেন।
>
> – সুমিত্রা দেব অধিকারী
> *পঞ্চায়েত প্রধান*

প্রধান সুমিত্রা দেব অধিকারীর হাতে তুলে দেন মেনকা রায়। ৯৭ বছর বয়স হলেও মেনকাদেবী শিরদাঁড়া উঁচু করেই চলেন।

সীমান্তের গ্রাম ডাকেরকামাতে শিশুবিকাশ কেন্দ্রে শিশুদের পুষ্টিকর খাবার দেবার পাশাপাশি খেলাধুলোর মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। বর্তমানে মেনকাদেবীর জমিতেই ছোট্ট ঘরে শিশুবিকাশ কেন্দ্র চলছে। শিশুবিকাশ কেন্দ্রটি পাকা ভবন করবার জন্য প্রয়াস বারেবারে নেওয়া হলেও ধাক্কা খেয়েছে নিজস্ব জমি না থাকার বিষয়টি। মেনকাদেবী জমি দানপত্র করে দেবার পর সরকারের পাকা ভবন নির্মাণের আর কোনও বাধা রইল না। গ্রামপ্রধান সুমিত্রা দেব অধিকারী বলেন, 'মেনকা রায়ের জন্য আমরা গর্ববোধ করি। আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে মেনকা রায় দৃষ্টান্তযোগ্য কাজ করলেন।'

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা বলেন, 'প্রত্যন্ত সীমান্তের গ্রামের মহীয়সী নারী হলেন মেনকা রায়। তাঁর জন্য আমরা গর্ববোধ করছি।'

## জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ দশ পড়ুয়ার

# নেটবলে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন পলাশবাড়ির ছেলেমেয়েরা

সুভাষ বর্মন

**পলাশবাড়ি, ১২ নভেম্বর :** গত বছর নিজের বাড়ির পাশে রাজ্য স্তরের নেটবল খেলায় ছেলে ও মেয়ে উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির স্কুল পড়ুয়ারা। আর এবার বাইরের জেলায় খেলতে গিয়েও রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হল পলাশবাড়ির ছেলে ও মেয়েদের নেটবল টিম। মুর্শিদাবাদে অনূর্ধ্ব-১৬ রাজ্য নেটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে রবিবার সকালে বাড়িতে ফেরেন এখানকার কিশোর-কিশোরীরা। আগামী ডিসেম্বর মাসেই আবার জাতীয় স্তরের নেটবল খেলা ঝাড়খণ্ডে। পলাশবাড়ির ৫ জন ছেলে ও ৫ জন মেয়ে আবার জাতীয় স্তরে খেলারও সুযোগ পেয়েছে। ওই দশজন রাজ্য দলের হয়ে খেলতে যাবে। দীপাবলির উৎসবে এমন খবরে পলাশবাড়িতে আলোর রোশনাই আরও বাড়ল।

নেটবলের কোচ সরোজ বসুর কথায়, 'আলিপুরদুয়ার জেলার ক্রীড়া ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত খুশির খবর। বিশেষ করে এই জেলার প্রান্তিক এলাকা পলাশবাড়ি থেকে কিশোর-কিশোরীরা যেভাবে নেটবলে পরপর দু'বার রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হল তা অভাবনীয়। এবার জাতীয় স্তরেও এখানকার ছেলেমেয়েরা যাতে ভালোভাবে খেলে সেই চেষ্টা চলছে।' জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের হাতিনগরে গত ১০ ও ১১ নভেম্বর রাজ্য স্তরের নেটবল খেলা হয়। এই খেলার আয়োজক রাজ্য নেটবল অ্যাসোসিয়েশন। পলাশবাড়ির ছেলেমেয়েরা আলিপুরদুয়ার জেলার টিম হিসেবে খেলে। সেই টিমকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যান জেলা নেটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জীবন সরকার। জীবনবাবুর কথায়, 'প্রত্যন্ত এলাকার ছেলেমেয়েদের এই খেলার প্রতি আগ্রহ দেখে আমরাও খুশি। আগামী ২৪ ডিসেম্বর থেকে ঝাড়খণ্ডে এবারের জাতীয় স্তরের নেটবল প্রতিযোগিতা হতে চলেছে। সেখানেও ছেলের দলে পলাশবাড়ির পাঁচজন ও মেয়েদের দলে পাঁচজন খেলার জন্য নির্বাচিত হয়েছে।'

কয়েক বছর ধরেই আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের

রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফেরার পথে পলাশবাড়ির টিম। আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশনে।

পলাশবাড়িতে নেটবল খেলার অনুশীলন চলছে। আর এই খেলায় বেশি করে আগ্রহী স্কুল পড়ুয়ারা। এজন্য পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির যুব সংঘের মাঠে নিখরচায় পড়ুয়াদের খেলা শিখিয়ে চলেছেন কোচ সরোজ বসু ও সহকারী কোচ সহদেব বিশ্বাস। ২০২২ সালে এজন্য পলাশবাড়িতেই শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের মাঠে রাজ্য স্তরের নেটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তখন এখানকার ছেলে ও মেয়েদের টিম রাজ্য চ্যাম্পিান হয়। আর এবার বাইরের জেলায় খেলতে গিয়েও সাফল্য মিলল। সেই সঙ্গে ছেলে ও মেয়ে দুই দলের থেকেই আবার ৫ জন করে খেলোয়াড় জাতীয় স্তরে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। কিশোরীদের মধ্যে সেই সুযোগ পেয়েছে পায়েল বর্মন, কাজলি বিশ্বাস, বর্ষা সরকার, রুপালি বর্মন ও ভূমিকা ওরাওঁ। আর কিশোরদের মধ্যে অভিক বর্মন, কুশল বর্মন, রঞ্জন বর্মন, পবন বর্মন ও বিক্রম ওরাওঁ সেই সুযোগ পেয়েছে। এই কিশোর-কিশোরীরা সবাই শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া। আর অধিকাংশই কৃষক পরিবারের সন্তান। কোনও কোনও অভিভাবক আবার দিনমজুরিও করেন। সন্তানদের খেলায় এরকম সাফল্য মেলায় অভিভাবকরাও খুশি। যেমন পেশায় কৃষক পায়েলের বাবা সত্যনাথ বর্মন বললেন, 'মেয়ে জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছে। দীপাবলির উৎসবে এমন খুশির খবরে আমি ভীষণ আনন্দিত। মেয়ের জন্য গর্বিতও।' সন্তানরা এবার জাতীয় স্তরেও ভালো করে খেলুক এই আশা করছেন বিজয় ওরাওঁ, মিঠুন সরকারদের মতো বাকি অভিভাবকরাও।

# কোলের ছেলে নামিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে যুবককে উদ্ধার মহিলার

**ভোপাল, ১২ নভেম্বর :** এক যুবককে জলে ডোবার হাত থেকে রক্ষা করলেন এক মহিলা। তাঁর সাহসিকতার জন্যই কোনও মতে বেঁচে গিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা ২৫ বছরের রাজু আহিরওয়ার। কোলের ছেলেকে মাটিতে নামিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে রাজুকে উদ্ধার করেন ওই মহিলা। তবে চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেননি রাজুর এক সঙ্গীকে।

বন্ধু জিতেন্দ্রকে নিয়ে খেতে কীটনাশক ছড়াতে গিয়েছিলেন ভোপালের কড়াইয়াকলা গ্রামের বাসিন্দা রাজু। ফেরার পথে প্রচণ্ড বৃষ্টির মুখে পড়েন তাঁরা। মারাত্মক বৃষ্টিতে ততক্ষণে উপচে গিয়েছে খাল। বন্ধ হয়ে গিয়েছে চলাচলের রাস্তাটুকুও। তবে ঝুঁকির পরোয়া না করেই বাইক নিয়ে খাল পেরোনোর চেষ্টা করেছিলেন ওই দুই যুবক। ওপার থেকে বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও কানে তোলেননি তাঁরা। আর তাতেই হয় সর্বনাশ। আসলে ভারী বৃষ্টিতে জলের গভীরতা বুঝতে পারেননি তাঁরা। খালে নামতেই ব্যালেন্স হারিয়ে পড়ে যান তাঁরা এবং স্রোতের কারণে ডুবতেও শুরু করেন দুই বন্ধু। কোলে দশ মাসের ছেলেকে নিয়ে এ সমস্তটাই দেখছিলেন রবিনা কাঞ্জর নামে ওই মহিলা। বারবার খাল পেরোতে না-ও করেছিলেন তিনি। তবে যুবকদের ডুবতে দেখে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি রবিনা। দশ মাসের ছেলেকে কোনওমতে মাটিতে নামিয়ে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েন জলে। কোনওমতে রাজুকে টেনেটুনে পাড়ে নিয়ে আসেন। তবে চেষ্টা সত্ত্বেও বাঁচানো যায়নি জিতেন্দ্রকে। জলের তোড়ে ডুবে যান তিনি। পরদিন সকালে খালের কাছ থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ।

জিতেন্দ্রর মতোই অবস্থা হতে পারত রাজুরও। যদি না এগিয়ে আসতেন রবিনা। নিজের কোলের ছেলের কথা পর্যন্ত না ভেবে যেভাবে ওই যুবককে বাঁচিয়েছেন তিনি, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। রবিনা বলেন, 'রাজুর চিৎকার শুনে আর দ্বিতীয়বার ভাবিনি। সাঁতার জানি। তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।' এতকিছুর পরেও জিতেন্দ্রকে বাঁচাতে না পারার আক্ষেপ মিটছে না রবিনার। তবে যে সাহসিকতা সেদিন তিনি দেখিয়েছেন, তাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন সকলেই। পুলিশের তরফে অর্থ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে রবিনার হাতে। গোটা উদ্ধারকাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে রবিনার ভাইকেও।

# 'রত্নাকর' থেকে 'বাল্মীকি' হয়েছেন গোকুল

**ক্যানিং, ১২ নভেম্বর ঃ** কালীপুজোর দিন পুজো সেরেই বেরিয়ে পড়তেন ডাকাতি করতে। লুঠ করে আনা জিনিস কিছু নিজের জন্য রেখে বাকি বিলিয়ে দিতেন দরিদ্রের মধ্যে। প্রায় ৪৬ বছর আগে গোকুল নস্করকে এভাবেই চিনতেন সুন্দরবনের মানুষ। সুন্দরবনের সেই ত্রাস গোকুল যেন এখন 'বাল্মীকি'। ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে তিনি মানবসেবায় নিজেকে উজার করে দিয়েছেন। অতীতের ডাকাত সর্দার গোকুল এখন 'গোকুল মহারাজ'।

বিশাল চেহারার গোকুলের বয়স বর্তমানে ৮৬ ছুঁই ছুঁই। ২০০১ সালে গড়ে তোলা আশ্রমের কাজ নিয়েই কেটে চলেছে তাঁর দিন। আশ্রমের নাম শ্রীশ্রী ঠাকুর সত্যানন্দ কৃষ্ণকালী সেবাশ্রম। গোকুল জানিয়েছেন, তাঁকে মূলস্রোতে আনার পিছনে জয়নগর থানার তৎকালীন ওসি সোমদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় ভূমিকা রয়েছে। সোমনাথবাবুই প্রথম তাঁকে অপরাধ জগতের চক্রব্যূহ থেকে টেনে বের করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। গোকুলের কথায়, 'সোমনাথবাবু হাত না বাড়িয়ে দিলে অন্ধকার জগতেই শেষ হয়ে যেত আমার গোটা জীবন।'

নিজের অতীত সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোকুল জানান, ১১ জন ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন বড়। প্রথমে মাছ বিক্রি করতেন। কিন্তু সেই উপার্জনের টাকায় অভাব মিটত না। তাই অপরাধ জগতে পা রেখেছিলেন। এমন একটি দিন যেত না, যখন তাঁর খোঁজে পুলিশ গ্রামে আসেনি। তবে খুন, নারী পাচারের মতো কোনও অপরাধের সঙ্গে কোনওদিনই জড়াননি গোকুল।

এখন অবশ্য কালীসাধনা নিয়েই থাকেন ক্যানিংয়ের 'বাল্মীকি'। অনুদান পেলে দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ান। আয়লা, আমপানের মতো দুর্যোগে তাঁকে পাশে পেয়েছেন সাধারণ মানুষ।

# দিনমজুর জয়নাল গড়লেন লাইব্রেরি

**ঢাকা, ১২ নভেম্বর ঃ** কুড়িগ্রাম শহর থেকে সাতভিটা প্রায় ২০ কিলোমিটার। গ্রামের মেঠোপথ ধরে এগিয়ে গেলেই চোখে পড়ে আধপাকা ঘরটা। হালকা নীল রংয়ের দেয়াল। সামনে লোহার গ্রিল। গ্রন্থনীড়ের তিন দিকেই আবাদি জমি। ঝকঝকে চকচকে মেঝে। ঘরটার ভেতরে বড় একটি টেবিল। পাশে চেয়ার ও বেঞ্চ। দুটি কাঠের আলমারিতে থরে থরে সাজানো বই। মনোযোগী কয়েকজন পাঠক পড়ছিলেন। পাশের দেয়ালে টাঙানো বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছবি। আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সুফিয়া কামাল, শামসুর রাহমান ও সৈয়দ শামসুল হক। দিনমজুর জয়নাল আবেদিন নিজের চেষ্টায় এই লাইব্রেরি তৈরি করেছেন।

পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন জয়নাল। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। ছোট থেকেই বাবার সঙ্গে জমিতে কাজ করতেন।

## তিন হাজার বইয়ের সাতভিটা গ্রন্থনীড়

পূর্বপুরুষদের মতোই একসময় দিনমজুরি শুরু করেন। তবু আর দশজন সাধারণ দিনমজুরের সঙ্গে কোথায় যেন ব্যতিক্রম জয়নালের। জয়নাল আবেদিনের দিকে তাকাতেই তাঁর মুখে হাসি ফুটল। শোনালেন সাড়ে তিন হাজার বইয়ের এই সাতভিটা গ্রন্থনীড় প্রতিষ্ঠার গল্প। বছরের যে সময়টায় গ্রামে কাজ থাকে না, সেসময় আরও অনেকের মতো কাজের সন্ধানে গাজিপুরে যেতেন জয়নাল। কীভাবে যেন প্রথমবার এসেই ইটভাটায় কাজ পেয়ে যান তিনি। এরপর গাজিপুর এলে ইটভাটাতেই কাজ নিতেন। ইটভাটায় রাত দুটো কি তিনটের সময় শুরু হয় কাজ। সকাল হতেই শেষ। দুপুরে কোনও কাজ থাকত না। দুপুরে খেয়েদেয়ে অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে বিকেলে আশপাশের বাজারে আড্ডা দিতেন জয়নাল। কখনও চায়ের দোকানে বসে টেলিভিশন দেখতেন। একদিন ইটভাটায় কাজ শেষে ঘোরাঘুরি করছিলেন। ফুটপাথে বইয়ের দোকান দেখে থামেন। দুটি বই কেনেন। অবসরে বই দুটি পড়েন। ছোটবেলায় স্কুলের বই পড়তে নীরস লাগত আর এই বইগুলো পড়তে তাঁর আনন্দ লাগছে। তারপর আবার তিনি বই কেনেন। এভাবে দিন-দিন বইয়ের নেশা পেয়ে বসে তাঁকে।

এরপর কাজের সন্ধানে যখনই গাজিপুর গিয়েছেন, বই কেনার চেষ্টা করেছেন। বাড়তে থাকে বইয়ের সংগ্রহ। ভাবতেন, গ্রামে গিয়ে একটা পাঠাগার দেবেন। গ্রামের সবাইকে বই পড়াবেন। আবার নিজেই ভাবতেন, 'আমি দিনমজুর, পাঠাগার গড়ার কথা শুনে কী বলবে মানুষ।' নিজেই আবার নিজেকে সাহস দিতেন, 'যে যা বলে বলুক। পাঠাগার গড়বই।' গ্রামে ফিরে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললেন জয়নাল। গ্রামে একটি পরিত্যক্ত জায়গায় ঘর তোলার সিদ্ধান্ত হল। যাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁদের সবাই জয়নালের মতো খেটেখাওয়া মানুষ। খরচ বাঁচিয়ে সবাই টাকা দেবেন। পাঠাগারের নাম দেন সাতভিটা গণপাঠাগার। চালু হয় পাঠাগার।

কিন্তু কপাল মন্দ। চালুর কয়েকমাসের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষে বন্ধ হয়ে যায় লাইব্রেরিটি। ফের সংগ্রাম চালু জয়নালের। প্রতিবেশী একজনের কাছ থেকে এক কাঠা জমি কেনেন, এই শর্তে যে মাসে মাসে টাকা দেবেন। জমি এল। তারপর ঘর উঠল। নবকলেবরে চালু হল জয়নালের গ্রন্থনীড়।

অভিনব। গুয়াহাটির একটি পুজোমণ্ডপের থিম ক্রিকেট বিশ্বকাপ এবং তারকা ক্রিকেটাররা। রবিবার। -পিটিআই

# শিশুর দেহ ফিরিয়ে দিল কুমির

**বালি, ১২ নভেম্বর ঃ** কোনও মানুষকে টেনে নিয়ে যাওয়ার বদলে জলে ডুবে যাওয়া একটি শিশুকে ফিরিয়ে দিল কুমির। শিশুটি অবশ্য তখন আর বেঁচে ছিল না। জলে ডুবে আগেই মৃত্যু হয়েছিল। তার মৃতদেহও উদ্ধার করে দিয়েছে কুমিরটি। যে পশুটিকে প্রকৃতির হিংস্র খুনিদের অন্যতম বলে চিহ্নিত করে থাকি আমরা, তার এমন আচরণে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। ইন্দোনেশিয়ায় ঘটেছে এই আশ্চর্য ঘটনাটি। সে দেশের পূর্ব কালিমান্তান এলাকার একটি চার বছরের ছেলে দু'দিন ধরে নিখোঁজ ছিল। শেষ পর্যন্ত মাঝিরা দেখতে পান, একটি বিশাল আকারের কুমির সাঁতার কেটে আসছে তাঁদের দিকেই। আর তার পিঠে রয়েছে ওই খুদের দেহ। শিশুটির শরীরে কুমিরের দাঁত বসানোর কোনওরকম চিহ্ন ছিল না।


## কর্মখালি

L.I.C-তে এজেন্ট হিসেবে পার্টটাইম বা ফুলটাইম কাজে কর্মঠ 18+ পুরুষ/মহিলা চাই। যোগ্যতা ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ। (M) 7384328188. (U/D)



**Tender Notice**

E-tenders are invited for : **servicing of PSA plant Air Compressor**, Tender ID :- 2023_HFW_603082_1 (last date 18.11.2023) within 03.00 PM. For details visit : **www.wbtenders.gov.in**

**The CMOH Office, Kalimpong,**
**Email : cmohkalimpong1@gmail.com**

**Sd/-**
**CMOH & Member Secretary,**
**DH & FW Samiti, Kalimpong**



GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Abridged Notice Inviting Quotation
No. 01/MESD-II OF 2022-23

The Sub-Divisional Officer, Mahananda Embankment Sub-Division No.-II, Harishchandrapur, Malda, I&W Dte. on behalf of Hon'ble Governor of West Bengal invites offline quotation from eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for 1 (One) nos. work. Last date & time of submission is on 22.11.2023 upto 15.00 Hrs. Details may be had from office of undersigned or at website www.wbiwd.gov.in & URL https://wbtenders.gov.in Sd/- Sub-Divisional Officer, Mahananda Embankment Sub-Division No.-II, Harishchandrapur, Malda.

ICA-T23179(4)/2023



এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ


# ভারতের প্রেমে পড়ে হিন্দি শিক্ষা ইতালীয় দম্পতির

**কোভালাম, ১২ নভেম্বর :** কৃষ্ণপ্রেমে মজে এ দেশে এসেছিলেন। তারপর থেকে বেড়েই চলেছে এ দেশের প্রতি ভালোবাসা। থেকে গিয়েছেন এখানেই। এখন ভারতের নাগরিকত্ব চান ইতালীয় দম্পতি। তাই হিন্দি শিখেছেন। এবার হিন্দি পরীক্ষাও দিয়ে ফেললেন মোরো সারান্দ্রিয়া এবং মারিনা মাটিওয়োলি নামে এই ইতালীয় দম্পতি। কোভালামে নিজেদের একটি হোটেল খুলেছেন মোরো আর মারিনা। গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য হিন্দি ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। কাজ চালানোর মতো হিন্দি অনেক দিনই শিখে ফেলেছেন তাঁরা। এবার হিন্দি পরীক্ষাও দিলেন। কোনও বিদেশির এভাবে হিন্দিপ্রেম বিরল ঘটনা।

এবার হিন্দিটাকে আরও আয়ত্ত করতে চান ইতালীয় দম্পতি। তাই কটন হিল স্কুলে হিন্দি লেখা এবং পড়াও শিখছেন। কতটা শিখেছেন, তারই পরীক্ষা দিলেন সম্প্রতি। ইতালির বাসিন্দা। তাই স্বাভাবিকভাবেই পাস্তা খেতে পছন্দ করতেন। কিন্তু এখন রোজের খাওয়ারে পাস্তার জায়গা নিয়েছে রুটি, ভাত, চাটনি। মোরো জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী নাকি দারুণ রাঁধেন এই পদগুলি। মোরো জানিয়েছেন, ভারতের প্রাচীন এবং ধর্মীয় সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ থেকেই এ দেশকে ভালোবেসেছেন তাঁরা। তাঁর কথায়, 'আমার মনে হয় এখানকার প্রাচীন এবং ধর্মীয় সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রেই অবহেলিত।' মোরো এও জানিয়েছেন, তাঁর থেকে তাঁর স্ত্রী অনেক ভালো হিন্দি বোঝেন এবং বলতে পারেন। কারণ তিনি অতীতেও ভারতে ছিলেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত উত্তর ভারতের একটি আশ্রমে থাকতেন মারিনা। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বছর। সেই থেকে ভারতের প্রতি আগ্রহ মারিনার। এরপর দুজনে এ দেশে আসার পর স্থির করেন, হিন্দিটা ভালো করে শিখবেন। বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। তাই পড়াশোনা শুরু করে দেন ৬৩ বছরের মোরো। এ দেশের সাহিত্য, ভাষা, সংস্কৃতি, মানুষ, খাবার সবেরই প্রেমে পড়ে যান ইতালীয় দম্পতি। তাই ১৮ বছর আগে এ দেশে এসে থাকতে শুরু করেন। কৃষ্ণপ্রেমও এ দেশে বসবাস শুরুর অন্যতম কারণ বলে জানিয়েছেন তাঁরা। মোরো জানিয়েছেন, সাত বছর আগে একবার ইতালি গিয়েছিলেন। পাঁচদিন থেকেই হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কথায়, 'পাঁচদিন পর একে অপরকে বলেছিলাম, আমাদের এ বার ঘরে ফেরা উচিত।'

তিরুবনন্তপুরমে হিন্দি প্রচারসভার সম্পাদক মধু বি জানিয়েছেন, এর আগে ওই এলাকায় কোনও বিদেশি হিন্দি পরীক্ষা দিতে আগ্রহী হননি। মোরো আর মারিনাই প্রথম। মধু জানিয়েছেন, প্রথমে উত্তর ভারতীয় গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলার জন্যই হিন্দি শিখতে শুরু করেছিলেন মোরো এবং মারিনা। ক্রমে ভাষাটা তাঁদের খুব প্রিয় হয়ে ওঠে। দুজনে ঠিক করেন, পরীক্ষা দেবেন। মধু বলেন, 'সাড়ে তিন মাস প্রস্তুতি নিয়েছিলেন ওই দম্পতি। পড়াশোনার প্রতি দারুণ মনোযোগী আমরা। এর আগে অন্য কোনও দেশের নাগরিক হিন্দি নিয়ে এতটা উৎসাহী হননি।'

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

(১) সোনাপুর ইউনাইটেড ক্লাবের মণ্ডপ। (২) ঠাকুরনগর উদয়ন সংঘের প্রতিমা। (৩) গোঁসাইপুর নিমতলার কালীপুজো মণ্ডপ। ছবিগুলি তুলেছেন মনজুর আলম, মিঠুন ভট্টাচার্য ও খোকন সাহা।

# প্রৌঢ়কে পা দিয়ে পিষে দিল হাতি

মহম্মদ হাসিম

**নকশালবাড়ি, ১২ নভেম্বর :** হাতির হানা থেকে ধানজমি রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ গেল প্রৌঢ়র। দীপাবলির আগে শোকের ছায়া নেমে এল নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দলাল এলাকায়। মৃতের নাম মিনু ওরাওঁ (৫৮)।

স্থানীয় এবং বন দপ্তর সূত্রে খবর, চেঙ্গা নদী সংলগ্ন জীবনজোত, নন্দলাল, মেরিভিউ চা বাগান এলাকায় প্রতিদিনই হাতির পাল বাগডোগরা বনাঞ্চল থেকে ধানের জমিতে ঢুকে পড়ে। তাই ফসল বাঁচাতে কৃষকরা রাত জেগে ধানখেতে পাহারা দেন। শনিবারও নন্দলালের বাসিন্দা মিনু ওরাওঁ, অজিত রাজগর, রিনু ওরাওঁরা তাঁদের ধানের জমি পাহারায় ছিলেন।

রবিবার ভোরবেলা ৪০টি হাতির একটি দল নন্দলাল এলাকায় ঢুকে পড়ে। দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাঁচটি হাতি জীবনজোতের ধানখেতের দিকে চলে আসে। এলাকায় হাতির দল আসছে, এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই অজিত, মিনু, রিনুরা ফসল বাঁচাতে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন। এমন সময় হাতি খুব কাছাকাছি চলে আসায় তিনজনই ধানের জমি ছেড়ে তিনদিকে ছুটে যান। হঠাৎ করেই হাতির সামনে পড়ে যান মিনু। একটি হাতি চেঙ্গা নদীর ধারে মিনুকে শুঁড়ে টেনে পা দিয়ে পিষে দেয়। সকালে নদীর জলে মিনুর মৃতদেহ এবং টর্চ ভেসে থাকতে দেখেন গ্রামবাসীরা। তাঁরা খবর দেন নকশালবাড়ি থানার পুলিশ এবং বাগডোগরা বন দপ্তরে। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে আনে। পরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে পাঠানো হয়। মিনুর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। মৃতের ছেলে মজনু ওরাওঁ বলছেন, 'নদীর ধার দিয়ে পালাতে গিয়ে বাবা হাতির সামনে পড়ে যান। সেখানে হাতিটি বাবাকে মেরে ফেলে।'

হাতির তাণ্ডবে কৃষকের মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। ঘটনাস্থলে বন দপ্তরের কর্মীরা এলে তাঁদের আটকে বিক্ষোভও দেখান স্থানীয়রা।

এদিকে, ধানখেত পাহারা দিতে গিয়ে প্রাণ হারাতে হল একজনকে। মৃতের পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরির ব্যবস্থার দাবি জানান গ্রামবাসীরা। বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া জানান, মৃতের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং পাশাপাশি একটি চাকরির ব্যবস্থা করা হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা সুরেশ ছেত্রী, শ্যাম প্রধানদের মতো অনেকের অভিযোগ, প্রতিদিন এলাকায় হাতি ঢুকে পড়ছে। ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। বন দপ্তরে জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না। বন দপ্তর অবশ্য বলছে, হাতির হানা রুখতে প্রতিদিনই এলাকায় বনকর্মীদের টহলদারি চলে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সন্ধ্যায় মৃতের বাড়ি গিয়ে পরিবারের সদস্যদের হাতে ক্ষতিপূরণের পাঁচ লক্ষ টাকা তুলে দেন।

গ্রামবাসীর ভিড় মৃতদেহ নিয়ে। হাতিঘিসার নন্দলালে। –সংবাদচিত্র

**ক্ষুব্ধ কৃষকরা**

- শনিবার রাতে ধানখেত পাহারায় ছিলেন মিনু ওরাওঁ, অজিত রাজগর, রিনু ওরাওঁরা
- এলাকায় হাতির আসার খবরে শুরু হয় ছোটাছুটি
- পালাতে গিয়ে মিনু হাতির সামনে পড়ে যান
- তাঁকে পা দিয়ে পিষে দেয় হাতিটি

# নজর কাড়তে চেষ্টা শহরতলির পুজোর

মিঠুন ভট্টাচার্য

**শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর :** শহরের বিগ বাজেটের পাশাপাশি শহরের বাইরেও বেশ কিছু কালীপুজো কমিটি এবারও দর্শকদের নজর কাড়তে প্রস্তুত। আয়োজকরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি।

গত কয়েক বছরে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোটভাই স্পোর্টিং ক্লাব কালীপুজোয় চমক সৃষ্টি করছে। এবারও তার অন্যথা হয়নি। আকর্ষণীয় মণ্ডপ ও আলোর ব্যবহার তো রয়েইছে, সঙ্গে থাকছে তিনদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ক্লাব সদস্য মহম্মদ গনি বলেন, 'এবারে প্রতিমাতেও রয়েছে চমক। তিনদিন চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিবছরের মতো এবারও বহু দুঃস্থ মানুষকে ক্লাবের তরফে বস্ত্রদান করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয় আমাদের পুজোয়।' রবিবার সন্ধ্যা থেকেই ভিড় দেখা গিয়েছে এই পুজো প্রাঙ্গণে।

আমবাড়ির শক্তি সোপান ক্লাব এবারে তাকলাগানো মণ্ডপ তৈরি করে এলাকায় সাড়া ফেলে দিয়েছে। শনিবার উদ্বোধনের পর থেকেই মানুষের ঢল নেমেছে এখানে। রাজগঞ্জের সুভাষপল্লি উদয়ন সংঘের পুজোয় দেখা যাচ্ছে কালীর দশ রূপ। এবার তাদের পুজোর ৪৮তম বর্ষ। থিম, 'আদ্যাশক্তি মহামায়া-দশমহাবিদ্যা।' পাড়ার কিশোররাই প্রধান আয়োজক। এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা রতন রায়ের বক্তব্য, 'ছোটদের দায়িত্ব না দিলে ওদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জন্মাবে না।' যদিও আড়ালে থেকে বড়রা সব নজরে রাখছেন।

অন্যদিকে, শ্রীবাস কলোনির মায়ের ইচ্ছা কালী মন্দিরের পুজোয় জাঁকজমক নয়, ভক্তি ও নিষ্ঠাই প্রধান আকর্ষণ। প্রতিবছর এলাকাবাসীর মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে এখানকার পুজো। পুজোর পর একদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। মন্দির কমিটির তরফে পুষ্প শর্মা বলেন, 'এখানে নারী-পুরুষ, পাড়ার খুদে সবাই একসঙ্গে মিলে সবকিছুর আয়োজন করে থাকেন।' অন্যদিকে, শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস এলাকার ঠাকুরনগর উদয়ন সংঘ এবার বড় বাজেটের পুজো করেছে। পুজো কমিটির সভাপতি রোহিত পাল অবশ্য সাবেকি মণ্ডপ তৈরি করেই বাজিমাত করার কথা জানালেন। এদিন সন্ধ্যা থেকেই সেখানে ভিড় দেখা গিয়েছে।

পাঁচকোলগুড়ি ছোটভাই স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোমণ্ডপ। –সংবাদচিত্র

# থিমের বাহার চোপড়া ব্লকে

মনজুর আলম

**চোপড়া, ১২ নভেম্বর :** আলোর উৎসবে মেতে উঠল চোপড়া। এলাকার তিন বড় পুজোর আলোকসজ্জা এবার সবার নজর কেড়েছে। আলোর রোশনাইয়ে সেজে উঠেছে সোনাপুর বাজার এলাকা ও সদর চোপড়া। এবার বিগ বাজেটে পুজোর আয়োজন করেছে চোপড়া থানার পুজো কমিটি। রবিবার সন্ধ্যায় থানার আবাসিক পুজো উদ্বোধন করেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল সহ অন্য পুলিশকর্তারা। এবার থানার আবাসিক পুজো ঘিরে আলোকসজ্জায় ফুটে উঠেছে সদর চোপড়ায়। ছয় লক্ষ টাকা বাজেটে এবার থানায় ধুমধাম করে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। একদিকে যেমন প্যান্ডেলের পরিধি বাড়ানোর হয়েছে। থানা চত্বর থেকে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত ৩০০ মিটার এলাকা আলোর মালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা সুজিতকুমার সাহা ও বিশ্বনাথ রায়ের কথায়, এর আগে কোনওবারই এত জাঁকজমক আকারে থানায় পুজোর আয়োজন হয়নি। থানার পুজো কমিটির সভাপতি তথা চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমানের কথায়, 'পুজো আগের মতোই হচ্ছে। তবে এবার কিছুটা বাজেট বেড়েছে। এবারও বস্ত্র বিতরণ ও স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকছে।' অন্যদিকে চোপড়া ব্লকের সোনাপুর বাজার এলাকায় প্রতিবারের মতো এবারও আলোর রোশনাই আর থিমের বাহারে ফুটে উঠেছে। সোনাপুর ব্ল্যাক ডায়মন্ড ও ইউনাইটেড ক্লাবের বিগ বাজেটের পুজো এবার জমজমাট।

ইউনাইটেড ক্লাবের এবারের থিম কর্মযজ্ঞ। ব্ল্যাক ডায়মন্ডের থিম 'নারীশক্তি'। এই দুই ক্লাব ছাড়াও এলাকায় জাতীয় তরুণ সংঘ, আজাদ ক্লাব, রয়্যাল ক্লাব, দেশপ্রেমী, সুভাষপল্লি শ্যামা, বিপ্লবী সংঘ পুজো কমিটি সহ মোট আটটি পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিবেশী রাজ্য বিহার থেকে অনেকেই সোনাপুরে কালীপুজোর উৎসবে প্রতিবার শামিল হন। পুজোর দিন সহ বাকি অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভিড় জমে সোনাপুর বিভিন্ন মণ্ডপে। অন্যদিকে ব্লকের দাসপাড়া, কাঁচাকালী সহ সর্বতোই আলোর উৎসবে মেতে উঠেছেন।

## কালীপুজোয় প্রবীণদের সংবর্ধনা

**বাগডোগরা, ১২ নভেম্বর :** গোঁসাইপুর নিমতলা কালীপুজো কমিটির তরফে রবিবার কালীপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গ্রামের প্রবীণদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে পুজোর উদ্বোধনও করলেন গ্রামের প্রবীণ নাগরিকরাই। পুজো কমিটির সম্পাদক নীরেন রায় বলেন, এদিন গ্রামের প্রায় ৯০ জন প্রবীণ বাসিন্দাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। কমিটির সভাপতি রাজা দেব জানান, পাশাপাশি এদিন ৩৫০ জনকে কম্বল দেওয়া হয় ও মিষ্টি দেওয়া হয়।

শিপ্রা দেব, জগদীশ ঘোষ জানান, পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে তাঁরা সকলেই খুশি। এদিন পুজোর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

## দীপাবলির রাতে অগ্নিকাণ্ড

**চোপড়া, ১২ নভেম্বর :** চোপড়ার থানা এলাকার লোলিতগছ গ্রামে রবিবার দীপাবলির রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থলে ইসলামপুর থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন পৌঁছায়। পুলিশ ও স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিনটি ঘর ও একটি পিকআপ ভ্যান পুড়েছে। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# পোস্টার ছেঁড়ায় বিক্ষোভ মাটিগাড়ায়

মাটিগাড়ায় ছিঁড়ে পড়ে রয়েছে বিজেপির পোস্টার। রবিবার।

**মাটিগাড়া, ১২ নভেম্বর :** শুভেচ্ছাবার্তার পোস্টার ছেঁড়া নিয়ে মাটিগাড়ায় তুলকালাম হল। অভিযোগ, শনিবার রাতে রানা বস্তি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা শিলিগুড়ি সাংগঠনিক বিজেপি জেলা যুব কমিটির সদস্য দীপ নন্দীর পোস্টার ছিঁড়ে দেন। এমনকি পোস্টার না খুললে তাঁকে পাড়া থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। রবিবার তিনি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তথা তৃণমূল নেতা শৈলেন রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন ওই এলাকায় বিজেপি সমর্থকরা দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান। শৈলেন অবশ্য বলেন, 'আমি কোনও হুমকি দিইনি। পুজোর সময় কে বা কারা এসব করেছে আমার জানা নেই।'

এদিন নিজের ছেঁড়া পোস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে দীপ জানান, দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাতে মাটিগাড়া ব্লকজুড়ে তাঁর প্রায় ৩০টি পোস্টার লাগানো হয়েছিল। কিন্তু দার্জিলিং মোড়, খাপরাইল মোড় সহ বাকি জায়গাগুলিতে পোস্টার ঠিক থাকলেও নিজের গ্রামে একাধিক পোস্টার ছিঁড়ে পড়ে আছে। তাঁর কথায়, 'তৃণমূল নেতা শৈলেন এই কাজে জড়িত কারণ তিনি পোস্টার খুলে ফেলার জন্য ফোনে হুমকি দিয়েছেন। নইলে পাড়া থেকে বের করে দেবেন। বিষয়টি মাটিগাড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষকে জানালেও তিনি কোনও পদক্ষেপ করেননি।' অন্যদিকে দীপালির বক্তব্য, 'বিষয়টি আমার জানা নেই, তবে শৈলেন এমন কাজ করবে বলে মনে হয় না।'

## পঞ্চবলিতে বড়োতারার আরাধনা

**কোচবিহার, ১২ নভেম্বর :** রাজ আমলের প্রথা মেনে পাঁঠা, ভেড়া, হাঁস সহ পঞ্চবলি দিয়ে বড়োতারার পুজো হল মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে। রবিবার কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির কাঠামিয়া মন্দিরে পুজো হয়। পুজো উপলক্ষ্যে কাঠামিয়া মন্দির চত্বরে বাঁশ-কাপড় ও শামিয়ানা দিয়ে সুসজ্জিত মঞ্চ তৈরি হয়। রাত নয়টা নাগাদ শুরু হয়ে গভীর রাত পর্যন্ত পুজো চলে। পুজো করেন রাজপুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বড়োতারার পাশাপাশি মন্দিরে মদনমোহনের পাশে থাকা আনন্দময়ী কালী ও জয়তারার পৃথক পুজোও বলি সহযোগে রাতে হয়। পুজোকে ঘিরে মন্দিরে ভক্তদের ঢল নামে।

পুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ জানান, রাজ আমলের প্রথা মেনে রবিবার বড়োতারার পুজো হল। রাত নয়টা নাগাদ পুজো শুরু হয়। পুজোয় পঞ্চব্যঞ্জনের সঙ্গে শাটি ও শোলমাছের পোড়া সহযোগে মাকে অন্নভোগ দেওয়া হয়। একইসঙ্গে লুচি ও পরমান্ন দেওয়া হয়। পুজোয় ভেড়া, পাঁঠা, একটি হাঁস, দুটি পায়রা ও দুটি মাগুর মাছ সহযোগে পঞ্চবলি দেওয়া হয়েছে।

কোচবিহারবাসীর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন মন্দিরে মদনমোহনের ডানদিকের ঘরে রয়েছেন মা জয়তারা। সারাবছর মন্দিরে জয়তারার পুজো হয়। রাজ আমলের প্রথা মেনে এবারও মন্দিরের জয়তারার আদলে কাঠামিয়া মন্দিরে বড়োতারার মূর্তি গড়া হয়েছে। রবিবার রাতে পুজো শুরুর আগে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের কর্মী-আধিকারিক ও বিশেষ পুলিশি প্রহরায় দেবীকে সোনা ও রুপোর গয়না পরানো হয়। বড়োতারা তৈরির কারিগর প্রভাত চিত্রকর দেবীকে ওই গয়না পরান।

# দাবিমতো চাঁদা না দেওয়ায় মাথায় আঘাত পুলিশের

**রায়গঞ্জ, ১২ নভেম্বর :** দাবিমতো চাঁদার টাকা না দেওয়ায় মহকুমা শাসকের দেহরক্ষী এক পুলিশ কনস্টেবলকে বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া ফাঁড়ির মোটর কালীবাড়ি এলাকায়। গুরুতর জখম ওই পুলিশ কনস্টেবলকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে যান পুলিশ ও পরিবারের সদস্যরা। জখম পুলিশ কনস্টেবলের নাম নন্দ মণ্ডল (৪০)। বাড়ি মালদাতে। কর্মসূত্রে রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় পোস্টিং হওয়ায় বছরদুয়েক আগে কর্ণজোড়া ফাঁড়ির মোটর কালীবাড়ি এলাকায় একটি নতুন বাড়ি তৈরি করেন তিনি।

গতকাল রাতে বাড়িতেই ছিলেন পুলিশের কনস্টেবল নন্দ মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রী দেবী মণ্ডল । তাঁদের আট বছরের একটি সন্তান রয়েছে। সেসময় স্থানীয় বিপ্লবী সংঘের সদস্যরা বাড়িতে এসে প্রথমে কুড়ি হাজার টাকা দাবি করে। এরপর ১৫০০০ টাকা চাঁদা চায়। সেই টাকা দেওয়া সম্ভব নয় বলে পুলিশ কনস্টেবল সাফ জানিয়ে দেন। এরপরেই কর্ণজোড়া ফাঁড়ির পুলিশ অফিসার রতন বিশ্বাসের সামনেই ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করার চেষ্টা করে ক্লাবের সদস্যরা। সেখানেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে পুলিশ কনস্টেবল। খবর যায় রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতির কাছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এসপিকে ফোন করেন। রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানায় নিয়ে আসে। ধৃতদের নাম ধনঞ্জয় বর্মন (২৭), অজয় বর্মন (৩০), গৌতম বর্মন (২৯) ও সুব্রত বর্মন (৩৮)। বাড়ি রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া ফাঁড়ির কমলাবাড়ি (১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মোটর কালীবাড়ি এলাকায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী পিন্টু ঘোষ বলেন, 'ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।' রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি জানান, 'এই ঘটনার সঙ্গে অনেকেই যুক্ত রয়েছে। তাঁদের যাতে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হয়, সেব্যাপারে পুলিশ সুপারকে জানানো হয়েছে।'

জখম পুলিশ কনস্টেবলের স্ত্রী দেবী মণ্ডল বলেন, 'আমাদের বাড়ি মালদাতে। বছর দুয়েক হল কর্ণজোড়া মোটর কালীবাড়িতে বাড়ি করেছি। গতকাল রাতে প্রথমে কুড়ি হাজার ও পরে ১৫ হাজার টাকা চাঁদা চায় স্থানীয় ক্লাবের কর্মকর্তারা। সেই টাকা না দেওয়ায় আমার স্বামীকে খুন করার চেষ্টা করে তাঁরা। আজ রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

দীপ জ্বেলে যাই।। কোচবিহার শহরে ছবিটি তুলেছেন ভাস্কর সেহানবিশ।

### আলোর বন্যার মাঝে নিকষ আঁধারে সাট্টারির পরিবার

# উৎসব যেন থমকে সরকারবাড়ির চৌকাঠে

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

**মালদা, ১২ নভেম্বর :** আলোর বন্যায় ভাসছে সারা জেলা। দীপাবলি উৎসবে মাতোয়ারা মালদাবাসী। শ্যামামায়ের আগমনী আনন্দে জেলাজুড়ে শুধুই আনন্দ। কিন্তু এত আলো, এত আনন্দেও আঁধারে ডুবে রয়েছে ইংরেজবাজারের সাট্টারি এলাকার পুরুষশূন্য সরকারবাড়ি। আনন্দের প্রবেশ যেন এই বাড়িতে নিষেধ।

বাড়ির প্রতিটি কোনায় শুধুই স্বজন হারানোর আর্তনাদ। দীপাবলির সন্ধেতেও দীপ জ্বলবে না সরকারবাড়িতে।

উৎসবের দিনগুলি যেন আরও কষ্টের হয়ে উঠছে গৃহকর্ত্রী সারথি সরকারের কাছে। দু'মাস আগে একই সঙ্গে হারিয়েছেন স্বামী, ছেলে, জামাই আর নাতিকে। তাঁর বাড়িতে এখন আর কোনও পুরুষ নেই। বৌমা আর ছোট্ট নাতিটার ভরসা তিনিই। তাই এত শোকেও নিজেকে শক্ত রেখেছেন সারথিদেবী।

কিছুদিন আগে ঋণ নিয়ে নতুন বাড়ি তৈরি করেছিলেন গৃহকর্তা ঝাল্লু সরকার। বাড়ি তৈরি করাটাই যেন কাল হল সরকার পরিবারের। সারথিদেবীর স্বামী ঝাল্লুবাবু দিনমজুরি করতেন। দিন আনি দিন খাই পরিবার। মাটির বাড়িতে বসবাস করতেন। ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়ার পর সংসার বড় হয়। একটি পাকাবাড়ির খুব প্রয়োজন ছিল। শুনেছিলেন সরকার থেকে নাকি ঘর দেওয়া হচ্ছে। আবেদনও করেছিলেন আবাস যোজনার ঘরের জন্য।

কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে এলাকার অনেকে ঘর পেলেও তাঁরা পাননি। তাই বাধ্য হয়ে একটি সংস্থা থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ি তৈরি করেন। ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হিমসিম খাচ্ছিলেন তিনি। কারণ, এলাকায় তেমন কোনও কাজ ছিল না। দিনমজুরিতে যা উপার্জন হত তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব ছিল না। জামাই রণজিৎ সরকার বেশ কয়েকবার ভিনরাজ্যে কাজ করেছেন। চলতি বছরের জুলাই মাসে জামাইয়ের কাছে জানতে পারেন, মিজোরামে রেলব্রিজ নির্মাণের একটি কাজ রয়েছে। ভালো টাকা উপার্জন হবে। তাই ঋণ পরিশোধের জন্য ঝাল্লু সরকার, ছেলে জয়ন্ত সরকার, জামাই রণজিৎ সরকার এবং নাতি সুমন সরকার জুলাই মাসে মিজোরামে যান। পরিকল্পনা ছিল, একসঙ্গে কাজ করলে মোটা উপার্জন হবে। তাতে ঋণ পরিশোধ করতে সুবিধে হবে। ঝাল্লুবাবুরা বাড়িতে কথা দিয়ে গিয়েছিলেন, পুজোর মধ্যে কাজ না শেষ হলেও কালীপুজোর আগে হয়ে যাবে।

ঝাল্লুবাবু স্ত্রীকে বলেছিলেন, এবার কালীপুজোয় খুব ভালো করে আলো দিয়ে বাড়িটাকে সাজাবেন।

সারথিদেবী বলেন, 'আমার থেকে দুর্ভাগা আর কে আছে! আমাদের কষ্ট আমরাই বুঝতে পারছি। উৎসবের দিনগুলোয় যেন আরও কষ্ট হচ্ছে। স্বপ্ন ছিল, বাড়ি আলো দিয়ে সাজাবে। সেই বাড়িটাই এখন যেন অভিশপ্ত আমাদের কাছে। প্রিয়জনদের মৃত্যুর পর সরকারের অনেক সাহায্য তো পেলাম। কিন্তু চারটে জীবনের মূল্য কি কেউ দিতে পারবে আমাদের?'

বৌমা প্রিয়াংকা মাঝি আক্ষেপের সুরে বলেন, 'আমাদের জীবনে আর কোনও আলো নেই। প্রতিটা দিন কীভাবে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটে সেটা আমরাই বুঝি। আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে কি আর জীবনের মূল্য দেওয়া যায়?'

মেয়ে স্মৃতি সরকারের বক্তব্য, 'আমার থেকে দুর্ভাগা আর কে আছে! বাবা, ভাই, স্বামী, ছেলে চারজনকেই হারালাম। দু'দিন পর ভাইফোঁটা। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন কোনও আনন্দ থাকবে না আমাদের জীবনে।'

প্রসঙ্গত, গত ২৪ অগাস্ট মিজোরামে নির্মীয়মাণ রেলব্রিজ ভেঙে মালদার ২৩ জন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়। তার মধ্যেই ছিলেন সরকার পরিবারের চার সদস্য।

> আমার থেকে দুর্ভাগা আর কে আছে! বাবা, ভাই, স্বামী, ছেলে চারজনকেই হারালাম। দু'দিন পর ভাইফোঁটা। যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন জীবনে আনন্দ থাকবে না।
>
> –স্মৃতি সরকার, মৃতের মেয়ে

## ভাঙা সামগ্রীর আড়ালে চোরাই বাইকের কারবার

**নকশালবাড়ি, ১২ নভেম্বর :** চোরাই বাইক কিনে গ্রেপ্তার হলেন ভাঙাচোরা সামগ্রীর কারবারি। ঘটনায় মোট তিনজনকে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার তিনজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক দুজনকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতে ও একজনকে জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথমে বিভিন্ন এলাকা থেকে বাইক চুরি করা হত, তারপর বাইকের বিভিন্ন অংশ টুকরো টুকরো করে ভাঙাচোরা জিনিসের কারবারিদের দোকানে কেজি দরে বিক্রি করা হত। এভাবে দীর্ঘদিন ধরেই ভাঙাচোরা সামগ্রীর আড়ালে

**নকশালবাড়িতে গ্রেপ্তার ৩**

ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল নকশালবাড়ির তোতারামজোতের বাসিন্দা আনবর রাজা।

পাগলাবস্তির কাছে দোকান আনবরের। এই দোকানেই বাইক চুরি করে এনে দিত অন্য দুই অভিযুক্ত রোহিত চোপড়া এবং মহম্মদ রাহুল। দোকানের ভেতরে বিভিন্ন বাইক ছোট ছোট টুকরো করে অন্য ভাঙা সামগ্রীর সঙ্গে মেশানো হত।

খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ শনিবার ওই দোকানে হানা দেয়। সেখানেই উদ্ধার হয় একটি চোরাই বাইক। পুলিশ আনবর, রোহিত এবং রাহুলকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করে। নকশালবাড়ি থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, আনবর এবং রাহুলকে চারদিনের পুলিশি হেপাজতে এনে তদন্ত করা হচ্ছে।

## ৬৮টি গোরু উদ্ধার, ধৃত ৫

**ফাঁসিদেওয়া, ১২ নভেম্বর :** অসমে পাচারের আগে ৩টি পণ্যবাহী গাড়ি আটক করে ৬৮টি গোরু উদ্ধার করল ফাঁসিদেওয়া থানা। ঘটনায় পাঁচজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের তিনজন উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি, দুজন বিহারের কিশনগঞ্জ ও ফাঁসিদেওয়ার হরদিগছের বাসিন্দা।

রবিবার ফাঁসিদেওয়ার কান্তিভিটা এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে পুলিশ গাড়িটি আটক করে। তল্লাশি চালাতেই গোরু উদ্ধার হয়। অভিযুক্তদের কাছে গবাদিপশু নিয়ে যাওয়ার বৈধ কোনও নথি ছিল না। চালক সহ গোরুবোঝাই গাড়ি আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা অসমে গোরু পাচারের কথা স্বীকার করেছে। এরপরই পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে।

ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পাশাপাশি পাচারে ব্যবহৃত গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গোরু খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে।

## বিবাদে জখম ২

**ইসলামপুর, ১২ নভেম্বর :** শনিবার গভীর রাতে ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির অধীনে ঢোলোগছ এলাকায় জমি নিয়ে বিবাদের জেরে উত্তেজনা ছড়ায়। এই ঘটনায় দু'পক্ষের দুজন জখম হয়েছেন। চিকিৎসার জন্য তাঁদের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযুক্ত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, দুই আত্মীয়ের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে জমি নিয়ে ঝামেলা চলছিল। এর জেরেই এদিন রাতে দু'পক্ষ লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়। পুলিশ খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

## কম্বল বিতরণ

**বাগডোগরা, ১২ নভেম্বর :** কালীপুজোয় বাগডোগরা থানার তরফে দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল এবং চাদর বিতরণ করা হল। রবিবার রাতে শতাধিক আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের হাতে কম্বল ও চাদর তুলে দেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, ডিসিপি হেডকোয়ার্টার জয় টুডু, ডিসিপি ট্রাফিক অভিষেক গুপ্ত, এডিসিপি ট্রাফিক পূর্ণিমা শেরপা, এডিসিপি সুভেন্দ্র কুমার, এসিপি দীপক প্রধান, ওসি নির্মল দাস প্রমুখ।

## দেখে যা আলোর নাচন...

(১) আমবাড়ি ফালাকাটার শক্তিসোপান ক্লাবের প্রতিমা। (২) শিলিগুড়ি শহরের রাস্তায় বাজি পোড়ানো। (৩) শিলিগুড়ির বিধান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিমা।–সংবাদচিত্র ও সূত্রধর

# বিদ্যুৎ বিল নিয়ে মেসেজে প্রতারণা

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর :** 'বিদ্যুৎ বিল বকেয়া, আজ রাতের মধ্যে বকেয়া না মেটালে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে'– আপনিও কি মোবাইলে এমন এসএমএস বা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পেয়েছেন? তাহলে সাবধান হয়ে যান। ভুলেও ওই নম্বরে ফোন বা কোনও মেসেজ করবেন না। ওদের পাঠানো কোনও লিংকে ক্লিক করবেন না। অন্যথায় সাইবার প্রতারণার শিকার হবেন আপনি। এই বিষয়ে সতর্ক করছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি।

গ্রাহকদের অভিযোগ, এমনভাবে মেসেজ আসছে যা দেখে সবাই ঘাবড়ে যাচ্ছেন। অথচ বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি কোনও পদক্ষেপ করছে না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির শিলিগুড়ির আঞ্চলিক অধিকর্তা মৃগাঙ্কমৌলী দে বলেছেন, 'এসব ভুয়ো মেসেজ। কোনও চক্র প্রতারণা করার জন্য এসব করছে।'

প্রশ্ন উঠছে, প্রতারকদের কাছে কীভাবে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মোবাইল নম্বর পৌঁছাচ্ছে? কেননা বিদ্যুৎ সংযোগের সঙ্গে যে মোবাইল নম্বর সংযুক্ত করা রয়েছে, নির্দিষ্ট সেই নম্বরেই মেসেজ আসছে। এর জবাব দিতে পারেনি বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি।

বর্তমানে প্রত্যেক বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগের সঙ্গে একটি করে মোবাইল নম্বর সংযুক্ত রয়েছে। বিদ্যুতের মিটার রিডিং নিতে আসা, বিদ্যুৎ বিলের

> “এসব ভুয়ো মেসেজ। কোনও চক্র প্রতারণা করার জন্য এসব করছে।
>
> – মৃগাঙ্কমৌলী দে
> *শিলিগুড়ির আঞ্চলিক অধিকর্তা, রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা*

তথ্য সহ বিভিন্ন সময় গ্রাহকদের সেই মোবাইল নম্বরে মেসেজ পাঠায় রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। এরই ফাঁকে বেশ কিছুদিন ধরে গ্রাহকদের মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপ এবং এসএমএস পাঠিয়ে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রয়েছে বলে জানানো হচ্ছে। এমনকি ওই বকেয়া সেদিন রাত ন'টা বা সাড়ে ন'টার মধ্যে না মেটালে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার কথাও বলা হচ্ছে। এমনকি এই এসএমএস এবং হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ আসছে নির্দিষ্ট কয়েকটি ফোন নম্বর থেকে। ফোনে এমন মেসেজ দেখে আঁতকে উঠছেন সাধারণ মানুষ। কেউ কেউ ওই নম্বরে ফোন করে বসছেন। আর তাঁরাই ফাঁসছেন।

শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাসিন্দা সুবীর নাগ বললেন, 'ক'দিন আগে মোবাইলে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ এসেছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, রাত সাড়ে ন'টার মধ্যে বিল না মেটালে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হবে। এটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে ওই মোবাইল নম্বরে ফোন করেছিলাম। সেখানে বললাম যে, আমার তো সমস্ত বকেয়া বিল মেটানো রয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে বলা হল, শেষ মাসের বিল আপডেট দেখাচ্ছে না। আপনি কি ফোন পে বা গুগল পে ব্যবহার করেন? একটা লিংক পাঠাচ্ছি সেটাতে ক্লিক করুন। তারপর সেখান থেকেই বিল আপডেট হয়ে যাবে।'

এরপর মোবাইলে এসএমএসে একটি লিংক এলেও সেটাতে ক্লিক না করে পাড়ার বাসিন্দা বিদ্যুৎ দপ্তরের এক কর্মীর বাড়িতে যান সুবীরবাবু। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন এসব ভুয়ো মেসেজ। বহু মানুষই এমন মেসেজ পাচ্ছেন। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি জানিয়েছে, দপ্তর কোনও সময় কোনও নম্বর থেকে গ্রাহকদের মেসেজ পাঠায় না। নির্দিষ্ট অ্যাপ থেকে মেসেজ পাঠানো হয়।

## সন্তানকে নিয়ে দেওরের সঙ্গে চম্পট গৃহবধূর

**শীতলকুচি, ১২ নভেম্বর :** দেওরের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের জেরে উধাও বৌদি। বাপের বাড়ি থেকে ফেরার পথে সন্তান সহ নিখোঁজ এক গৃহবধূ । গৃহবধূর নাম রমা বর্মন (৩২), বাড়ি শীতলকুচি ব্লকের রথেরডাঙ্গা এলাকায়। গৃহবধূর স্বামী হলধর বর্মন জানান, তাঁর খুড়তুতো ভাই অশোক বর্মনের সঙ্গে স্ত্রীর প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। একই দিনে দুজনে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

হলধর তাঁর দুই ছেলে ও স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে বছরের বেশিরভাগ সময় ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী রমা বর্মন ও খুড়তুতো ভাই অশোক বর্মন পরকীয়ায় লিপ্ত হন।

## পথ দুর্ঘটনায় জখম ৩

**চোপড়া, ১২ নভেম্বর :** চোপড়ার সুভাষনগর এলাকায় রবিবার জাতীয় সড়কে দুটি বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন তিনজন। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় তাঁদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হলে সেখান থেকে দুজনকে রেফার করা হয় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে। বাকি একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# বাঁধের ক্ষতির আশঙ্কায় বিক্ষোভ

### সেচনালার জন্য নদীতে আর্থমুভার নামিয়ে বালি-পাথর উত্তোলন

**কার্তিক দাস**

**খড়িবাড়ি, ১২ নভেম্বর :** সরকারি কাজের জন্য মেচি নদীতে আর্থমুভার নামিয়ে বাঁধের পাশ থেকে বালি-পাথরের মিশ্রণ (রিভার বেড মেটিরিয়াল বা আরবিএম) তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে সরব হলেন বাসিন্দারা। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়ি ব্লকের রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভুলকাজোত এলাকায়। ঠিকাদার সংস্থা আর্থমুভার দিয়ে নদীর বালি-পাথর কাটতে গেলে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে কাজ বন্ধ রাখা হয়।

সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জামাতুল্লাজোত সংসদ এলাকায় এক কোটি ১৭ লক্ষ টাকা খরচ করে ১৪০০ মিটার সেচনালা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। সেচনালা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বালি-পাথরের মিশ্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থা আর্থমুভার ও ট্র্যাক্টর-ট্রলি নিয়ে ভুলকাজোতে গিয়ে বালি-পাথর তোলা শুরু করে। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

তাঁরা কাজ বন্ধ করে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও খড়িবাড়ি থানায় খবর দেন। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের মধ্যে রঞ্জিত সিংহ জানান, অবৈধভাবে

মেচি নদীতে আর্থমুভার নামিয়ে সরকারি কাজের বালি-পাথর তোলা হচ্ছে। রবিবার।–সংবাদচিত্র

নদীতে অর্থমুভার নামিয়ে নদী ও বাঁধের পাশ থেকে বালি-পাথর তোলা হচ্ছে। বালি-পাথর তোলার জন্য গভীর গর্ত করা হচ্ছে। এরফলে নদীবাঁধ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একই অভিযোগ করেন অজিত সিংহ। আরেক বাসিন্দা শ্যামল সিংহ জানান, সাতের দশকে মেচি নদীতে প্রচুর জল বেড়ে যাওয়ায় পাশের গ্রামগুলি প্লাবিত হয়েছিল। তারপর এলাকায় প্রায় ১৫ ফুট উঁচু বাঁধ তৈরি করা হয়।

বাসিন্দাদের যুক্তি, বাঁধের পাশ থেকে অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি-পাথর তোলা হলে বর্ষার সময় বাঁধের ক্ষতি হবে। এছাড়া নদীতে আর্থমুভার নামানো ও নদীবক্ষে চার ফুটের গভীর গর্ত করে বালি-পাথর তোলাও বেআইনি।

ঠিকাদার সংস্থার তরফে এক কর্মী জানান, জামাতুল্লাজোতে সরকারি সেচনালা তৈরির কাজে এই বালি-পাথর তোলা হচ্ছে। কিন্তু নদীতে কেন আর্থমুভার নামানো হয়েছে কিংবা কেন বাঁধের পাশের জায়গা থেকেই বালি-পাথরের মিশ্রণ তোলা হচ্ছে তার স্বপক্ষে তিনি কোনও উত্তর দেননি।

রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সান্ত্বনা সিংহ বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতে এই বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিষয়টি জানতে পেরেছি। বেআইনিভাবে নদীতে ওই ঠিকাদার সংস্থা আর্থমুভার নামিয়েছে। তাছাড়া গভীর গর্ত করে বাঁধের পাশ থেকে বালি-পাথরের মিশ্রণ তোলাও ঠিক হচ্ছে না। এতে আগামীতে বাঁধের ক্ষতি হতে পারে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।'

খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থাকা থেকে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। খড়িবাড়ি থানার ওসি সুদীপ বিশ্বাস বলেন, 'একটি সেচনালার কাজের জন্য নদী থেকে বালি-পাথর তোলা হচ্ছিল। গ্রামবাসীরা ওই কাজে বাধা দেন। ঠিকাদার সংস্থাকে বালি-পাথর তোলার কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।'

# কিল-লাথিতে ঘুম ভাঙল চোরের

**মনজুর আলম**

**চোপড়া, ১২ নভেম্বর :** কালীপুজোর আগের রাত। আর কিঞ্চিৎ কারণসুধা সেবন করা হবে না তা কি হয়! তাও আবার রাতে 'অপারেশন' চালাতে হবে। অতএব দলবলের সঙ্গে বসে ঢকঢক করে পেটে চালান দিয়েছিল রঙিন জল। তারপর প্ল্যান মাফিক গিয়েছিল মাল সাফাই করতে। রাতের অন্ধকারে পিছনের দরজা ভেঙে মাল প্রায় সব সাফও হয়ে গিয়েছিল। এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু বাধ সাধল এক হতচ্ছাড়া পাঁচিল।

স্যাঙাতরা মাল বস্তাবন্দি করে পাঁচিল টপকে হাওয়া। সে মালপত্র নিয়ে পাঁচিল টপকাতে গিয়ে একেবারে ধপাস করে মাটিতে। কারণসুধা সেবনের পরিমাণটা হয়তো বা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। তাই এই অবস্থা। আর মাটিতে পড়তেই দুই চোখে একেবারে ঘুম জড়িয়ে ধরল। লম্বা একটা হাই তুলে সেখানেই শুয়ে পড়ল সে। পড়ে রইল চুরির মাল। ঘুম ভাঙল কিল-চড়-লাথিতে। ঘটনাটি চোপড়া থানার ভোজপুরানিগছ এলাকায়।

পুলিশ ও স্থানীয়দের ধারণা, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় চুরি করতে এসে পালাতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল ওই যুবক। তার পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া বেশ কিছু সামগ্রী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

শনিবার রাতে অন্যান্য দিনের মতো দোকান বন্ধ করে এক মুদির দোকানের মালিক সন্তোষ সরকার বাড়ি চলে যান। সকালে এসে দেখেন পেছনের দরজা দিয়ে দুষ্কৃতীরা প্রায় সব জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, গভীর রাতে সেখানে আসে চোরের দল। পেছনের দরজা দিয়ে দোকানের ভেতরে ঢোকে। তারপর মাল নিয়ে পালায় চোরের দল। দলের বাকিরা পালিয়ে গেলেও দলে থাকা স্থানীয় এক যুবক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দোকানের পিছনেই ঘুমিয়ে পড়ে। তার পাশে ছিল মুদির সামগ্রীর পোটলা।

রবিবার সকালে দোকান খুলতে এসে দোকান মালিক দেখেন দোকান খালি। চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে কিছু সামগ্রী। এরপর দোকানের পিছনে যেতেই তিনি দেখেন, এক যুবক অঘোরে ঘুমাচ্ছে। পাশেই রয়েছে চুরির কিছু জিনিসপত্র। ওই অবস্থায় যুবককে পড়ে থাকতে চোর সন্দেহে আটকে রাখা হয়। ঘুম থেকে তুলেই গণধোলাই দেওয়া শুরু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চোপড়া থানার পুলিশ। পুলিশকর্মীরা ওই যুবককে উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর থানায় নিয়ে আসেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় চুরির ঘটনা দিন-দিন বাড়ছে কিন্তু পুলিশের হুঁশ নেই। চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, সন্তোষ সরকার নামে এক ব্যক্তির দোকানে চুরির অভিযোগে দেবাশিস মণ্ডল নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিন অভিযুক্ত ওই যুবকের পরিবারের

**চোপড়ায় চাঞ্চল্য**

- চোপড়ার ভোজপুরানিগছ এলাকায় একটি দোকানে হানা দেয় দুষ্কৃতীরা
- রবিবার সকালে মালিক দেখেন দোকান প্রায় খালি
- কিন্তু এক যুবক অঘোরে ঘুমোচ্ছে, পাশে রয়েছে কিছু সামগ্রী
- ঘুম থেকে তুলেই তাকে গণধোলাই দেওয়া হয়
- সম্ভবত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় চুরি করতে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল যুবক

লোকজন থানায় ছেলের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর মা বলেন, ছেলে শিলিগুড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজ করে। তবে ও নেশাখোর সেটা অস্বীকার করা যাবে না। তবে চুরির ঘটনায় ও যুক্ত নয়।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, এলাকায় মদ ও মাদকের কারবার জাঁকিয়ে বসেছে। আর এসব কারণে এলাকায় চুরির ঘটনা বাড়ছে। কিন্তু পুলিশ নির্বিকার। অন্যদিকে, শনিবার রাতেই হুলাসুগছ এলাকায় প্রত্যুষ সিংহ নামে এক চা বাগান মালিকের মালখানা ঘরের সাটার ভেঙে মোটর চুরির ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যুষ সিংহ বলেন, 'চলতি বছরে একইভাবে দু'বার চুরির ঘটনা ঘটল।'

## মেয়েকে তুলে নিয়ে উধাও মা, থানায় বাবা

**বিশ্বজিৎ সাহা**

**মাথাভাঙ্গা, ১২ নভেম্বর :** কালীপুজোর সন্ধ্যায় ঠিক যেন নাটকের দৃশ্য মাথাভাঙ্গা শহরে। ১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে এক শিশুকন্যাকে অপহরণের অভিযোগে এলাকা যখন সরগরম, তখনই কাহানিমে নয়া টুইস্ট। একদিকে, মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে ভেবে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন বাবা। ওদিকে, ফিল্মি কায়দায় এলাকার কাউন্সিলারকে ফোন করে শিশুটি সুরক্ষিত আছে বলে জানিয়ে দিলেন 'অপহরণকারী'। সেই অপহরণকারী অবশ্য আর কেউ নয়, খোদ শিশুটির মা-ই।

কী ঘটেছে এদিন? পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের আশুতোষ রোডের ধারে বাড়ির সামনে সমবয়সিদের সঙ্গে বাজি পোড়াচ্ছিল ৬ বছরের সেই নাবালিকা। সেসময় বাইকে চেপে এক ব্যক্তি ও মহিলা এসে বাচ্চাটিকে তুলে নিয়ে যান বলে অভিযোগ জানিয়েছেন শিশুটির বাবা প্রকাশ শা। তাঁর কথায়, 'প্রদীপ জ্বালব বলে ঘরের মধ্যে কাজ করছিলাম। হঠাৎ বাইরে থেকে চিৎকার-চ্যাঁচামেচির আওয়াজ শুনতে পাই। বাইরে বেরিয়ে শুনি, আমার মেয়েকে কেউ তুলে নিয়ে গিয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'পরে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে জানতে পারি অপহকরণকারীদের মধ্যে একজন মহিলা ও একজন পুরুষ ছিল। তবে দুজনের মুখেই মাস্ক থাকায় চিনতে পারিনি। পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।'

শিশু অপহরণের অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। অপহৃত শিশুটি যাদের সঙ্গে বাজি পোড়াচ্ছিল, তাদের সঙ্গে কথাও বলেন তাঁরা।

পাড়ায় যখন এই নিয়ে ব্যাপক হইচই চলছে তখন হাজির হন ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা মাথাভাঙ্গা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহা। তিনি জানান, 'রাত ন'টা নাগাদ প্রকাশ শা'র স্ত্রী আমাকে ফোন করেন। ওই মহিলা জানান, বাচ্চাটি অপহৃত হয়নি। তিনি তাঁর কাছে নিয়ে এসেছেন মেয়েকে। সোমবার মাথাভাঙ্গা থানায় মেয়েকে নিয়ে যাবেন।'

## ব্যবসায়ীকে কেএলও'র নামে চিঠি, ধৃত যুবক

**বক্সিরহাট, ১২ নভেম্বর :** দীপাবলির মাঝেই নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কেএলও)-এর নাম করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে চিঠি পাঠানোর অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বারকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বারকোদালির ঘটনা। সুরেশচন্দ্র পাল নামে ওই প্রাক্তন প্রধান পেশায় ব্যবসায়ী। তাঁর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার গভীর রাতে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে বক্সিরহাট থানার পুলিশ।

জনক বর্মন ওরফে চিরঞ্জিৎ নামে ২৯ বছরের ওই যুবকের বাড়ি বারকোদালি বটতলা এলাকায়। মাসখানেক আগেও তুফানগঞ্জ-২ ব্লকেরই এক ব্যবসায়ীকে কেএলও'র নাম করে রীতিমতো লেটারপ্যাডে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। দুটি ঘটনার মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে কি না, সেটাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

ধৃতকে এদিন তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। বক্সিরহাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, ব্যবসায়ীকে চিঠি পাঠানোর অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন ধৃত জনক বর্মন। ওই যুবকের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

গত সোমবার সকালে প্রথমে কেএলও'র নাম করে সুরেশের মোবাইল ফোনে একটি কল আসে। ফোনে তাঁকে বলা হয়, সুরেশের বাড়ির পিছনে একটি চিঠি রাখা আছে। সেই চিঠিটি পড়ে নিতে। সুরেশ প্রশ্ন করেন, কোথা থেকে ফোন করা হচ্ছে? অপর প্রান্ত থেকে উত্তর আসে, অসম থেকে। এই কথা বলার পরে ফোন কেটে যায়।

ফোন রাখার পর বাড়ির পিছনে অনেক খোঁজাখুঁজি করলেও কোনও চিঠি মেলেনি। পরদিন সকালে বাড়ির পিছনে যেতেই একটি চিঠি দেখতে পান সুরেশ। হাতে লেখা চিঠিতে বলা হয়, ২০ লক্ষ টাকা কেএলও'র তহবিলে দান করলে রাজনৈতিক সহযোগিতা মিলবে।

শনিবার বক্সিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যবসায়ী। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে রাতেই জনককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

# দীপাবলিতে অন্ধকারেই থাকল ত্রিহানা চা বাগান

**খোকন সাহা**

**বাগডোগরা, ১২ নভেম্বর :** দীপাবলিতে ত্রিহানা চা বাগানের শ্রমিক-কর্মচারীদের ঘর নিষ্প্রদীপই থাকল। বাগানের কোথাও রবিবার দীপাবলির সন্ধ্যায় প্রদীপ বা বাতি জ্বালানো হয়নি। অন্ধকারে থেকেই যেন বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানালেন আশা টোপ্পো, সন্তোষী মুন্ডা বা নুরি ওরাওঁরা।

এবারে পুজোর আগে বোনাস হাতে পাননি ত্রিহানা বাগানের শ্রমিকরা। শুক্রবার ১৮ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই বাগান ছাড়ে মালিকপক্ষ। বোনাসের পাশাপাশি শুক্রবার শ্রমিকদের পাক্ষিক মজুরি পাওয়ারও কথা ছিল। সেই মজুরিও মেলেনি। আর্থিক সংকটের জেরে এখন শ্রমিকদের বাড়িতে বাজার করার টাকাটুকুও নেই।

আশার কথায়, 'শুক্রবার বোনাসের সঙ্গেই মজুরি দেওয়ার কথা ছিল। এখন ঘরে খাবার নেই। দেওয়ালির আলো জ্বালব কীভাবে?' একই কথা বলেন নুরি। সন্তোষীর বক্তব্য, 'দীপাবলিতে আদিবাসীদের বড় উৎসব লছমিপুজো করা, আলো জ্বালানো। এবারই প্রথম সেসব কিছু হল না। বাগানের মালিক আমাদের সবকিছু থেকে বঞ্চিত করল।'

> “শুক্রবার বোনাসের সঙ্গেই মজুরি দেওয়ার কথা ছিল। এখন ঘরে খাবার নেই। দেওয়ালির আলো জ্বালব কীভাবে?
>
> – আশা টোপ্পো
> *শ্রমিক, ত্রিহানা চা বাগান*

এদিকে রবিবার রাতে শ্রমিক সংগঠনের তরফে ত্রিহানা বাগান মালিকের বিরুদ্ধে বাগডোগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি নির্জল দে বলেন, 'শ্রমিকদের পিএফ-এর টাকা কেটে নিয়ে জমা দেওয়া হয়নি। গ্র্যাচুইটির টাকা জমা পড়েনি। এরপর বোনাস, পাক্ষিক মজুরির টাকা না দিয়ে মালিকপক্ষ পালিয়ে গিয়েছে। তাই বাগান মালিকের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।'

এদিন বাগানের নবীন রাউতিয়া পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগপত্র অনুযায়ী, গ্র্যাচুইটির আড়াই কোটি টাকা বকেয়া। এছাড়া বকেয়া পাক্ষিক মজুরির পরিমাণ ২৮ লক্ষ টাকা।

শুক্রবার ত্রিহানা বাগান বন্ধের পর শ্রমিকদের জটলা।– ফাইল চিত্র

# কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের ঢল

**কলকাতা, ১২ নভেম্বর :** আলোর উৎসবে মেতে উঠেছে আপামর বাঙালি। তিলোত্তমা সেজেছে রঙিন আলোর রোশনাইয়ে। দুর্গাপুজোর পর রবিবার মায়ের শক্তিরূপ অর্থাৎ কালীপুজোর আরাধনায় মেতে ওঠে কলকাতা থেকে জেলা। মাতৃপুজোয় কাতারে কাতারে মানুষের ভিড়।

কালীপুজোয় কলকাতার কালীঘাটের দক্ষিণা কালী ও দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মায়ের মন্দিরের পুজোয় শামিল হতে ভক্তদের ঢল নামে। এদিন সকাল থেকেই কালীঘাটের মন্দির চত্বরে ভিড় থিকথিক করে। দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসেন হাজার হাজার ভক্ত। এদিন গভীর রাত পর্যন্ত খোলা ছিল মন্দির। একান্নপীঠের অন্যতম কালীঘাট। এখানে মহালক্ষ্মীরূপে শ্যামা মায়ের আরাধনা চলে। এই বিশেষ দিনে মায়ের কাছে পুজো দিতে তাই দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ভিড় সামলাতে মোতায়েন করা হয় প্রচুর পুলিশ।

এদিন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দরজা ভোর পাঁচটা থেকে খুলে দেওয়া হয়। মা ভবতারিণীর পায়ে অর্ঘ্য দেওয়ার জন্য সকাল থেকেই ভক্তদের লম্বা লাইন পড়ে। সকাল সাতটায় ধূপারতি হয়। দীপান্বিতা কালীপুজো উপলক্ষ্যে এদিন বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। ঘটস্নানের পর পুরোনো ঘটেই নতুন করে গঙ্গার জল ভরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়। মায়ের জন্য বিশেষ ভোগের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যাতেও চলে সন্ধ্যারতি। সমস্ত প্রবেশদ্বার ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয় এদিন। কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় মন্দির চত্বর।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেও চলে মা কালীর আরাধনা। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই মায়ের ভোগ রান্না করেন। নিজের হাতেই আলপনা আঁকেন। সস্ত্রীক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ পরিবারের বাকি সদস্যরাও পুজোয় শামিল হন। রাজ্যের সাংসদ, মন্ত্রী, বিধায়ক, প্রশাসনিক কর্তারাও মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পুজোয় উপস্থিত হন।

কলকাতার কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, লেক কালীবাড়ি, ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি সহ সব প্রসিদ্ধ কালীক্ষেত্রে ভক্তের ভিড় উপচে পড়ে।

*কালীঘাটের বাড়িতে শ্যামা মায়ের আরাধনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার।*

# ২৭৫টি বাস কিনছে রাজ্য

## বেশিরভাগই চলবে উত্তরবঙ্গে

স্বরূপ বিশ্বাস

**কলকাতা, ১২ নভেম্বর :** আর্থিক অনটনের মধ্যেই পৌনে তিনশো নতুন বাস কিনছে রাজ্য সরকার। পরিবহণ ব্যবস্থা সচল রাখতেই পরিবহণ দপ্তর এই ব্যাপারে চূড়ান্ত পদক্ষেপ শুরু করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাস পাচ্ছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। তারপরই থাকছে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী রবিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'পৌনে তিনশো বাসের বেশিরভাগই পাবে ওই দুটি নিগম। আপাতত কম বাস বরাদ্দ করা হচ্ছে রাজ্য পরিবহণ নিগমকে। পুজোর পরই নতুন বাসগুলি আসবে। আশাকরি, চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই আমরা নতুন বাস রাস্তায় নামাতে পারব।'

আর্থিক চাপ থাকলেও গণপরিবহণ ব্যবস্থা ভালো রাখতে নতুন বাস কেনার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। কোভিডের পর থেকে গত প্রায় আড়াই-তিন বছর সরকারের পক্ষ থেকে নতুন বাস কেনার কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। অথচ উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সরকারি বাসের চাহিদা বাড়ছে। নতুন রুটের দাবি তো আছেই, সেইসঙ্গে চালু রুটেও রাস্তায় নতুন বাসের চাহিদা রয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, 'সবদিক ভেবেই এবার ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। নিগমগুলিকে এখন থেকেই এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে। নতুন বাস এলেই যাতে তা পথে নামানো যায় তার প্রস্তুতি রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুন বাসগুলির মধ্যে কিছু বাস থাকবে পরিবেশবান্ধব ইলেট্রিক বাস।' দক্ষিণবঙ্গের দুর্গাপুর, আসানসোলের মতো শিল্পাঞ্চলেই বিশেষ করে পরিবেশবান্ধব বাসগুলি পথে নামানো হবে। এই নতুন বাস কেনার জন্য সরকারের খরচ হবে কয়েকশো কোটি টাকা।

> “ পুজোর পরই নতুন বাসগুলি আসবে। আশাকরি, চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই আমরা নতুন বাস রাস্তায় নামাতে পারব।
>
> – **স্নেহাশিস চক্রবর্তী**
> *পরিবহণমন্ত্রী*

মন্ত্রী জানান, লোকসান কমিয়ে সরকারি পরিবহণে রাজস্ব বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হচ্ছে। সরকারি পরিবহণে রোজগারের ওপর বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দিন দিন পেট্রোল, ডিজেল ও মোটরের যন্ত্রাংশের দাম বেড়েই চলেছে। এতে রাজস্ব সংগ্রহের ওপর চাপ বাড়ছে। সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

# বিতর্কিত গান সরানোর দাবি

**কলকাতা, ১২ নভেম্বর :** সুরকার এআর রহমানের করা 'কারার ওই লৌহকপাট' গানটির রিমেক নিয়ে বিতর্কের ঝড় অব্যাহত। এইবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। গানটিকে অবিলম্বে ছবি থেকে সরানোর দাবি তুলেছেন তিনি। তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এআর রহমানের নাম উল্লেখ না করেই বলেন, 'এই গানটির বিকৃতি মানা যায় না। সুরকার যত প্রতিষ্ঠিতই হন না কেন, সংশ্লিষ্ট ছবির প্রযোজক, নির্মাতারা গানটিকে অবিলম্বে ছবি থেকে সরান। গানের স্বাধীনতার নামে এটা চলতে পারে না। মূল সুর এবং ভাব অটুট রেখে তাঁরা গানটি ফেরাতে পারেন। কিন্তু যেটা চলছে, সেই ছেলেখেলা অসহ্য।'

# মৃত্যু তপন কান্দু খুনের অভিযুক্তর

**কলকাতা, ১২ নভেম্বর :** সংশোধনাগারেই মৃত্যু হল ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলার তপন কান্দু খুনের অন্যতম অভিযুক্ত সত্যবান প্রামাণিকের। রবিবার তিনি হঠাৎই অসুস্থবোধ করেন। তাঁকে পুরুলিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যদিও ঠিক কী কারণে মৃত্যু তা স্পষ্ট নয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর আসল কারণ জানানো যাবে।

# প্রয়াত বিধায়ক

**কলকাতা, ১২ নভেম্বর :** শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগে প্রয়াত হলেন তৃণমূল কাউন্সিলার ও প্রাক্তন বিধায়ক রামপেয়ারি রাম। রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবার সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। সোমবার সকালে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

# ধৃত বাংলাদেশি

**কলকাতা, ১২ নভেম্বর :** পার্ক স্ট্রিট থেকে গ্রেপ্তার করা হল দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে। শনিবার পার্ক স্ট্রিট চত্বরে দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় তারা বাংলাদেশি নাগরিক। কোনও বৈধ পরিচয়পত্র না থাকায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

# একাদশে রেজিস্ট্রেশনের সময় বাড়ল

**কলকাতা, ১২ নভেম্বর :** একাদশ শ্রেণির রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বৃদ্ধি করল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত তা বাড়ানো হয়েছে। লেট ফাইন দিয়ে অনলাইনেই রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। বিজ্ঞপ্তি জারি করে সংসদ জানিয়েছে, এই সময়সীমা আর কোনওভাবেই বৃদ্ধি করা হবে না। এছাড়া কোনও পরিস্থিতিতেই অফলাইনের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশনের অনুরোধ গ্রাহ্য করা হবে না। রেজিস্ট্রেশনের পাশাপাশি অনলাইনে চেকলিস্ট জমা দেওয়ার সময়সীমাও বাড়িয়ে ১১ ডিসেম্বর করা হয়েছে।

# শীর্ষে খড়্গপুর ও কলকাতা

**কলকাতা, ১২ নভেম্বর :** এশিয়া মহাদেশের শীর্ষস্থানীয় ২০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে এরাজ্যের আইআইটি খড়্গাপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

দেখা গিয়েছে, গোটা মহাদেশের মধ্যে আইআইটি খড়্গাপুর রয়েছে ৫৯তম জায়গায়। তবে এদেশের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের স্থান পঞ্চমে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই মহাদেশের ১৮৭তম জায়গায় রয়েছে। গতবছর আইআইটি খড়্গাপুর এই র‍্যাংকিং তালিকায় ছিল ৬১তম জায়গায়। এবার তা তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভালো জায়গায় এসেছে। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গতবছর ১৮১তম জায়গায় থাকলেও এবছর তা সামান্য নেমে গিয়েছে।

পুরো র‍্যাংকিং তালিকায় এদেশের মোট ১৪৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

## এশিয়ার সেরা ২০০ বিশ্ববিদ্যালয়

ঠাঁই পেয়েছে। এর মধ্যে ভারতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকায় বম্বে আইআইটি বরাবরের মতো প্রথম স্থানে রয়েছে।

পরবর্তী স্থানগুলিতে রয়েছে আইআইটি দিল্লি, আইআইটি মাদ্রাজ ও আইআইএসসি। র‍্যাংকিং তালিকায় আইআইটি খড়্গাপুর ৫৪.৫ নম্বর পেয়েছে। এর ফলে ওই প্রতিষ্ঠান এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় ৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের জায়গায় এসেছে। র‍্যাংকিংয়ের খবর আসতেই আইআইটি খড়্গাপুরে বইতে শুরু করেছে খুশির হাওয়া।

প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ভিকে তিওয়ারি বলেন, 'আমাদের দেশ এই বিশ্বায়নের যুগে যেভাবে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণের শপথ নিয়েছে সেই ধারাকেই তুলে ধরেছে আইআইটি খড়্গাপুর। আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানের অবদান থাকবে বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে।'

এই খবরে খুশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দেবাশিস দাসও। তিনি বলেন, 'এটা আমাদের কাছে গর্বের মুহূর্ত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক ও পড়ুয়াদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অর্থসংকট রয়েছে। তবুও আমরা এই জায়গায় পৌঁছোতে পেরে খুশি।'

তবে এশিয়া মহাদেশের শীর্ষস্থানীয় ২৫০টি প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে আইএসআই ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও। ব্রিটিশ সংস্থা কিউএস ১০টি সূচকের ভিত্তিতে এই র‍্যাংকিং তালিকা প্রস্তুত করে।

# বড়মা দর্শনে অভিষেক

**কলকাতা, ১২ নভেম্বর :** শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে নৈহাটির বড়মার মন্দির। মঙ্গলবার বড়মার দর্শনে যাওয়ার কথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি তুঙ্গে। পুলিশ প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই নিরাপত্তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ২৯ অক্টোবর শতবর্ষে নৈহাটি রেলস্টেশন সংলগ্ন অরবিন্দ রোডে বড়মার মন্দিরে দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে আসার কথা ছিল অভিষেকের। যদিও সেইসময় বিশেষ কাজ থাকার কারণে আসতে পারেননি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তবে শুভেচ্ছাপত্র পাঠিয়েছিলেন। তাই ১৪ নভেম্বর বিকালে বড়মাকে পুজো দিতে আসতে পারেন বলেই সূত্রের খবর। যদিও মন্দির কমিটির তরফে এখনও নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি।

## এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে, কী উৎসবের লগনে

*১) কলকাতার রাজপথ এভাবেই সেজেছে আলোয়*
*২) দীপান্বিতায় সেজে উঠেছে দক্ষিণেশ্বর*
*৩) পাটুরিয়াঘাটার ৩৪ ফুট উঁচু কালী প্রতিমা*
*৪) আলিপুর আরাধনা সমিতির চামুণ্ডা কালী এবং*
*৫) নদিয়ায় দণ্ডি কাটার মুহূর্তে।*

*– ছবি : রাজীব মণ্ডল ও পিটিআই*

# বিদ্যাসুন্দর কালী এবং প্রেমের কাহিনী

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

**বর্ধমান, ১২ নভেম্বর :** কার্তিকের অমাবস্যার রাতে ওই দিনই নিভৃতে পূজিত হন বর্ধমানের তেজগঞ্জের বিদ্যাসুন্দর কালী। জনকোলাহল, রোশনাই, বিভিন্ন বাদ্যির শব্দ থেকে কার্যত যেন অন্তরালেই থাকেন ভারতচন্দ্রের এই বিদ্যাসুন্দর কালী। তেজগঞ্জের নির্জন নির্ভৃত স্থানে পাষানমূর্তি দেবী বিদ্যাসুন্দর অবস্থান করলেও তাঁর প্রতি বর্ধমানবাসীর ভক্তিভাবে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। নিত্যদিন পুজোপাঠ ও সন্ধ্যারতি হয়। নিজ মাহাত্ম্যেই দেবী তাঁর ভক্তদের শ্রদ্ধার আসনে জায়গা করে নিয়েছেন।

বিদ্যাসুন্দর কালীর পুজো নিয়ে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। রায়গুণাকার ভারতচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থেও উল্লিখিত রয়েছে বিদ্যাসুন্দর কালীর কথা। কথিত আছে, একসময় দামোদর তীরবর্তী তেজগঞ্জ ছিল জঙ্গল আবৃত। সেখানেই ছিল প্রাচীন কালী মন্দির। তদানীন্তন বর্ধমানের রাজারা ওই মন্দিরে পুজো দিতে আসতেন। এও শোনা যায়, ওই সময় এই মন্দিরে দেবীর সামনে নরবলি হত। মন্দিরের আশপাশে সুড়ঙ্গও নাকি ছিল। তবে সেই সুড়ঙ্গ কোথায় ছিল তা অবশ্য আজ আর কেউ বলতে পারেন না। কিন্তু ওই সুড়ঙ্গের সঙ্গে আজও জড়িয়ে রয়েছে এক প্রেমকাহিনী।

ওই সুড়ঙ্গ দিয়েই নাকি তদানীন্তন রাজকন্যা বিদ্যার সঙ্গে গোপনে দেখা করতেন সুন্দর। সুন্দর ছিলেন দক্ষিণ মশানকালীর গরিব পূজারির সন্তান। রাজবাড়ি থেকে মন্দিরে পুজোর ফুল দিতে আসতেন মালিনীর মাসি। একদিন সুন্দর তাঁর কাছে সুন্দর একটি মালা দেখেন। তিনি মালিনী মাসির কাছে জানতে পারেন মালাটি নাকি গেঁথেছে রাজকন্যা বিদ্যা। এরপরেই সুন্দর রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। ধরা পড়লে একেবারে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সুন্দর রাজবাড়ি অবধি সুড়ঙ্গ কেটে ফেলেন। সুড়ঙ্গের পথ ধরেই সুন্দর রাজকন্যা বিদ্যার কাছে পৌঁছে যান। সময় গড়ানোর সঙ্গে গভীর প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে বিদ্যা ও সুন্দরের মধ্যে। কিন্তু তাঁদের প্রণয় সম্পর্কের কথা রাজার কানে পৌঁছে দেন তাঁর চরেরা। একথা জানার পরেই রাজা তেজগঞ্জের মন্দিরেই দেবী মায়ের সামনে নিজের মেয়ে আর তাঁর প্রেমিককে বলির নির্দেশ দেন। হাড়িকাঠে তাঁদের দুজনকে বলি দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে দেবী মাকে প্রণামের অনুরোধ করেন সুন্দর। তখনই মূর্ছিত হন কাপালিক। সেই মুহূর্তেই পালিয়ে যান বিদ্যা ও সুন্দর। তার পর থেকে তাঁদের আর কোনও খোঁজ মেলেনি। এরপর থেকে রাজার আদেশে মন্দিরে নরবলি

*বর্ধমানের বিদ্যাসুন্দর কালী।*

বন্ধ হয়ে যায়।

ভারতচন্দ্রের সেই বিদ্যাসুন্দর কালী আজও রয়েছেন বর্ধমানের তেজগঞ্জে। এখানে এখনও রয়েছে সেই মূর্তি। আর রয়েছে ভৈরব আর পঞ্চানন্দ মন্দির। কথিত রয়েছে, রাজ নির্দেশে বাঁকুড়া থেকে এসে এই মন্দিরে পুজোর ভার পেয়েছিলেন বর্তমান সেবায়েত বংশের পূর্বপুরুষ। একসময় এখানকার ভোগের প্রসাদ খেয়ে অনেকেই বেঁচে থাকতেন। সেই জাঁকজমক আজ আর নেই। তবুও শ্যামাপুজোর দিন এই মন্দিরে নিষ্ঠাসহকারে পুজো হয়। তারপর আবার নির্জনেই থেকে যান বিদ্যাসুন্দর কালী।

## আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। হঠাৎ নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। বৃষ : ব্যবসার প্রয়োজনে বেশ দূরে যেতে হতে পারে। অপরিচিত কেউ ক্ষতি করতে পারে। মিথুন : সংসারে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। পুরোনো কোনও সম্পর্ক জোড়া লাগবে। কর্কট : অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। সিংহ : নিজের বুদ্ধির ভুলে হওয়া কাজ পণ্ড করে ফেলবেন। ছেলের জন্যে গর্ব। কন্যা : সংসারে নতুন অতিথি আসায় উৎসব। মায়ের শরীর নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তা। তুলা : সারাদিন বিষণ্ণতার মধ্যে দিয়েই কাটবে। পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। বৃশ্চিক : ছেলের বিয়ে ঠিক হতে পারে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস আজ ক্ষতি করবে। ধনু : বাবা ও মাকে নিয়ে ঘুরতে গিয়ে আনন্দ। ঘাড় ও কোমরের ব্যথা ভোগাবে। মকর : ছোট কোনও কাজ করেও আজ ভালো লাভ করবেন। মায়ের শরীর ভালো থাকবে। কুম্ভ : কাজে তেমন মন লাগবে না। দাদার সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। মাথা ধরায় কষ্ট। মীন : বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের মধ্যে মনোমালিন্য। নতুন জমি কেনার সুযোগ পাবেন।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা মতে সোমবার ২৬ কার্তিক, ১৪৩০, ভাঃ ২২ কার্তিক, ১৩ নভেম্বর ২০২৩, ২৬ কাতি, সংবৎ ১৫ কার্তিক বদি, ২৮ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৫৩, অঃ ৪।৫১। সোমবার, অমাবস্যা দিবা ২।৩৩। বিশাখানক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।৫। সৌভাগ্যযোগ সন্ধ্যা ৪।৪৮। নাগকরণ দিবা ২।৩৩ গতে কিন্তুঘ্নকরণ রাত্রি ২।৩১ গতে ববকরণ। জন্মে– তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৯।৫৩ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, শেষরাত্রি ৪।৫ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে– দ্বিপাদদোষ, শেষরাত্রি ৪।৫ গতে দোষ নাই। যোগিনী– ঈশানে, দিবা ২।৩৩ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৭।১৫ গতে ৮।৩৭ মধ্যে ও ২।৬ গতে ৩।২৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৪ গতে ১১।২২ মধ্যে। যাত্রা– নাই, শেষরাত্রি ৪।৫ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম– দিবা ২।৩৩ মধ্যে দীক্ষা, দিবা ৩।২৯ গতে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যবৃদ্ধিদান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)–অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট এবং প্রতিপদের সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। দেওয়ালি। দিবা ২।৩৩ মধ্যে অক্ষয়া (মৌনী) স্নানদানাদি। প্রদোষে সন্ধ্যা ৪।৫১ গতে রাত্রি ৬।২৭ মধ্যে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসমতে শ্রীশ্রীবলিদৈত্যরাজ পুজো। অমৃতযোগ– দিবা ৭।৩২ মধ্যে ও ৮।৫৮ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৭ গতে ১১।১ মধ্যে ও ২।৩৪ গতে ৩।২৭ মধ্যে।

অভিনেত্রী জুহি চাওলার জন্ম ১৯৬৭ সালে আজকের দিনে আম্বালায়।

১৭৮০ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন শিখ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রণজিৎ সিং।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সোমবার, ২৬ কার্তিক ১৪৩০

■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৭৪ সংখ্যা

# বিরোধী মঞ্চ দুরাশা

দেশে একদিকে বিজেপি বিরোধী শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক মঞ্চে উপস্থিত হচ্ছে, অন্যদিকে বিরোধীদের একাংশ বিভিন্ন রাজ্যে এককভাবে নির্বাচনি ময়দানে নামার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। ফলে বিজেপি বিরোধী শক্তি যূথবদ্ধ হয়ে সুসংহত প্রতিস্পর্ধী শক্তি হয়ে উঠতে পারছে না। যেসব রাজনৈতিক দল বিভিন্ন রাজ্যে এককভাবে নির্বাচনে নামতে চায়, তারা মূলত আঞ্চলিক দল। একটি বড় আশঙ্কা তাদের তাড়া করে বেড়ায়, নিজেদের রাজ্যে শক্তিক্ষয় হলে তারা জাতীয় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা হারাবে। তারা জানে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অনুগত না হলে তাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হতে পারে।

অন্যদিকে তারা বিজেপিকে পরাস্ত করতে কংগ্রেসের মতো আরেকটি জাতীয় রাজনৈতিক দলকে নিজেদের মঞ্চে আহ্বান জানাতে সাহস পায় না। কারণ কংগ্রেস যদি তাদের রাজ্যে ফের শাখাপ্রশাখা বিস্তারে সক্ষম হয়, তাহলে এইসব আঞ্চলিক দল নিজেদের রাজ্যে হীনবল হয়ে পড়তে পারে। সেরকম হলে জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাদের মূল্য থাকবে না। তাদের এই শঙ্কা অমূলক নয়। এই আশঙ্কার কারণে সম্মিলিত বিরোধী ঐক্যের সামনে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন উঠে গিয়েছে।

বিরোধীরা বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ নির্মাণ মনস্থ করলে কংগ্রেসকে সমর্থন করা জরুরি। অথচ কংগ্রেসকে সমর্থন করার অর্থ আঞ্চলিক দলের আত্মবলিদানে সম্মতি। অতীতে একাধিক আঞ্চলিক দল নিজেদের রাজ্যে শক্তি হারানোয় ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে অথবা প্রান্তিক শক্তি হয়ে কোনওরকমে টিকে আছে। ঠিক এই কারণে অখিলেশ যাদব, অরবিন্দ কেজরিওয়াল বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা নিজেদের রাজ্যে কংগ্রেসকে জায়গা দিতে রাজি নন।

আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে একমাত্র আপ দেশের দুটি রাজ্যে ক্ষমতা ভোগ করছে। তাতেও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শান্তিতে নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি কেজরিওয়ালের প্রতিপত্তিকে মোটেও ভালো চোখে দেখে না। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে অবিরত কেন্দ্রের ভ্রূকুটি সহ্য করে চলতে হচ্ছে। তবু তিনি কংগ্রেসকে পূর্ণ সমর্থন করতে ভরসা পান না। কারণ আপ শাসিত রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসকে ভাগ বসাতে দিতে রাজি নন তিনি।

অখিলেশ যাদব উত্তরপ্রদেশে বহুজন সমাজ পার্টির সঙ্গে একযোগে বিজেপির বিরুদ্ধে একবার লড়াই করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর নয়। মায়াবতী কখনও বিরোধী মঞ্চে শামিলই হননি। অখিলেশ তাঁর শরিক হতে না চাইতেই পারেন, কিন্তু বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসকে জায়গা দিতে তিনি নারাজ। কারণ, কংগ্রেস তাঁর ভোটব্যাংক কবজা করে নিলে তিনি রাজনৈতিক মঞ্চে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বেন। সুতরাং কংগ্রেসের সঙ্গে নিজের রাজ্যে হাত মেলানো তাঁর কাছে হারাকিরির শামিল বলে মনে করেন।

একই অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির প্রতি চূড়ান্ত বীতশ্রদ্ধ হলেও বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে চলার প্রশ্নে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। যদি বা চলতে চান, তাহলেও নিজের শর্তে সমঝোতা করতে চান, যা কংগ্রেসের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থানও একই রকম। বামপন্থী আদর্শের এই দলের অবস্থান হওয়া উচিত যে কোনও দক্ষিণপন্থী বিজেপি বিরুদ্ধ অবস্থান গ্রহণ।

বাস্তবে তা না হওয়ার কারণ এই দল কেরলে ক্ষমতাসীন এবং সেখানে তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেস। কংগ্রেসের প্রতি নরম মনোভাব নিলে তাদের পক্ষে কেরলে ক্ষমতা ধরে রাখা সমস্যা হবে। কংগ্রেসেরও একই সমস্যা। তারা বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতাবৃদ্ধি করে ফের বিজেপি বিরোধী শক্তি হিসাবে জাতীয় মঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করতে চাইছে। কাজেই বিরোধী মঞ্চের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না।

## অমৃতধারা

কৃতজ্ঞতা জানাবার ওপরই মহতের মহত্ব। এই সংসারে সবাই তো পেতে আর নিতে ব্যস্ত। দেওয়ার কথা শুনলেই গম্ভীর হয়ে সরে পড়ে। বেশিরভাগই তো কৃতঘ্ন। তোমরা সবাই দিতে শেখ। নিজের ঢাক নিজে পিটিও না। ঢাক হয়ে থাক, ঈশ্বরকে পেটাতে দাও। শব্দটা খুব মিষ্টি লাগবে। মহৎ হও। ভগবান কাউকে মায়ায় ভোলান না। মানুষ নিজেই তার মনের অজ্ঞানতায় মায়ায় পড়ে, সত্যকে দেখতে পায় না। আত্মবিশ্বাসের অভাবেই মানুষের পতন হয়। ভগবান অর্জুনকে সাহায্য করেছিলেন গীতার শিক্ষা দিয়ে। অর্জুন আত্মজ্ঞান লাভ করে ফিরে পেয়েছিল তার আত্মবিশ্বাস। নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হও। অন্তর্মুখীন হও। নিজের পরিচয় খুঁজে পাও। জয় কর দুর্বলতা। বিশ্বাসস্থাপন কর নিজের ওপর।

–ভগবান

## শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৭৮

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ★ | ৩ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ৪ | | | ★ | ৫ | ৬ |
| ৭ | | | ★ | | ★ | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ৮ | | | |
| ৯ | | | ১০ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ★ | | ★ | ১১ | | ১২ |
| ১৩ | | ★ | ১৪ | | | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | | ★ | ১৫ | | |

**পাশাপাশি :** ১। চিনেমাটির বাসন ৪। যে পড়াশোনা করছে ৫। উঁচু করে রাখা মাটি ৭। ঠাস করে চড় ৮। সম্পূর্ণ স্থির ৯। ডাককর্মী ১১। খোলের মধ্যে বসবাস ১৩। ধাতুর নাম ১৪। যা জ্ঞাপন করছে ১৫। ঠোকর খাওয়া।

**উপর–নীচ :** ১। পাখির নাম ২। স্বভাবে কৃপণ ৩। দেবতার সেবিকা ৬। উড়ে বেড়ায় ৯। রান্নায় ব্যবহৃত রং ১০। বড় রাজা হওয়ার যজ্ঞ ১১। গড়িয়ে চলে গাড়ি ১২। গোঁড়া।

**সমাধান ■ ৩৬৭৭**

**পাশাপাশি :** ১। সওয়াল ৩। উদ্যান ৫। নয়নজুলি ৭। রসুন ৯। কামরা ১১। বারফট্টাই ১৪। কন্দর ১৫। নবনীত।

**উপর–নীচ :** ১। সরকার ২। লন্ডন ৩। উজান ৪। নকলি ৬। জুলুম ৮। সুন্দর ১০। রাজপুত ১১। বার্ণিক ১২। ফলার ১৩। ইমন।

# বিদ্যার মজুর অভিধানকারদের পরিশ্রমে গাঁথা সাহিত্যের ঘর

তৃষ্ণা বসাক

'...ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করা তুল্য পরিশ্রম পৃথিবীর মধ্যে আর কোন কর্মে নাই। ডেকসিয়ানরি কর্তারা বিদ্যার মজুর, তাঁহারা মাল মশলা প্রস্তুত করিয়া দেন অন্যরা ঘর গাঁথে। যদি আমাদের কোন শত্রু থাকিত এবং তাহাকে কোন দণ্ড দেওয়া কর্তব্য হইত, তবে আমরা তাহাকে পনেরো বৎসর পর্যন্ত কেবল ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করিতাম...'।

১৮ জুন ১৮২৫ সালের একটি সংবাদপত্রে এমনি লেখা হয়েছিল প্রকাশিতব্য একটি ডিকশনারি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে। আলোচ্য গ্রন্থটি বিখ্যাত জনসন ডিকশনারির বাংলা অনুবাদ, অনুবাদক শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন, যাঁকে কেশবচন্দ্র সেনের ঠাকুরদা বললে আমাদের অনেকের চিনতে সুবিধে হবে।

সেকালের বি–বাজারের নিজস্ব কিছু প্রকাশনা কৌশল ছিল। আলু–পটলের মতো ঝুড়িতে বই নিয়ে বুক–ক্যানভাসাররা যেমন ছড়িয়ে পড়তেন গ্রামে–গ্রামান্তরে, তেমনই মূল্যবান, সংগ্রহযোগ্য বই ছাপার আগেই আগাম গ্রাহক সংগ্রহ করা যেত। গ্রাহক হবার চলতি নাম ছিল সই বা সহি করা। ডিকশনারিটির আগাম বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল যে 'উক্ত পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই কলমে কমবেশি হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহি করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে সত্তরই টাকা লাগিবেক। যাহারাদিগের সহি করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দু স্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত থ্যাকর সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফেলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।'

ভাগীরথী তীরে হুগলির গরিফা গ্রামে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মার্চ রামকমল সেনের জন্ম। বাবা গোকুলচন্দ্র সেন নামকরা ফারসি নবিশ, সেরেস্তাদারের কাজ করতেন। বাড়ির পরিবেশের কারণে সংস্কৃত, বাংলা, ফারসি স্বাভাবিকভাবেই শিখে যান রামকমল। কিন্তু তাঁর তীব্র ইচ্ছে যুগের ভাষা ইংরেজি শিখবেন, তার জন্য নদীর ধারে এক পাদ্রির স্কুলে ভর্তি হলেন তিনি। আর তখনই অনুভব করলেন, সহায়ক ইংরেজি বাংলা অভিধানের একান্ত অভাবের কথা। এই অভাববোধই তাঁকে প্ররোচিত করল ডিকশনারির প্রণয়নের। পরে কলকাতায় এসে সংসারের চাপে নিতান্ত কম বয়সে শুরু হল তাঁর বিচিত্র কর্মজীবন। কখনও চিফ ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল আর্কিটেক্টের কাছে শিক্ষানবিশি, কখনও ছাপাখানার কাজ, কখনও টাঁকশালে চাকরি– রামকমলের মতো সেকালের অনেক উদ্যমী ইংরেজি জানা যুবককেই এমন বিচিত্র ঘাটের জল খেয়ে অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউই রামকমলের মতো শৈশবের স্বপ্নটিকে বুকের ওমে যত্নে লালন করতে পারেননি। রামকমল পেরেছিলেন, সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর তিনি শব্দ সমুদ্রমন্থনে লাগতেন। আর সেখানেই এই কাহিনীর শুরু।

রামকমল বেছে নিয়েছিলেন যে বিখ্যাত ইংরেজি জনসন ডিকশনারি, তার প্রণেতা জনসনের জীবন কম চমকপ্রদ নয়। স্যামুয়েল জনসনের জন্ম ১৭০৯ সালে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন পুস্তক বিক্রেতা। ছোটবেলায় টিবি হয়ে দৃষ্টি আর শ্রবণ ক্ষমতার ভালোরকম ক্ষতি হয় জনসনের। বাবার অকালমৃত্যু ও সংসারের দারিদ্র্যের জন্যে তাঁকে কলেজের পড়াশোনা মাঝপথে ছেড়ে দিতে হয়। গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করতে থাকেন, আর বুকের গোপনে জমা হতে থাকে অজস্র শব্দ।

পৃথিবীতে এক একজনের সুখ এক এক বিষয়ে। কারও টাকা জমিয়ে সুখ, কেউ সন্তানের মুখের প্রথম বাক্য শুনে খুশি, কেউ বা সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে আনন্দ পান, কারও আবার শৈশবের খেলার জায়গায় ফিরে গিয়ে সুখ। কিন্তু '...ইহার কোন সুখ ডিকশনরি করার তুল্য সুখ নয়। আর তাই উত্তম কোষকর্তারা সত্য অমর হন, যতকাল পর্যন্ত ভাষা থাকে, ততকাল পর্যন্ত তাঁরা স্মরণীয় থাকেন।'

(pull quote repeated from text)

১৭৪৭ সালে তিনি তাঁর অভিধানের একটি প্রকল্প পাঠান লর্ড চেস্টারফিল্ডের কাছে। চেস্টারফিল্ড সে আবেদন নাকচ করে দেন। নিজের উদ্যোগেই তাঁকে চালাতে হয় অভিধানের কাজ। ১৭৫৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত ইংরেজি অভিধান– আ ডিকশনরি অফ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ।

জনসনের মতো রামকমলের অভিধানও বহু প্রতিকূলতার মধ্যে রচিত হয়েছিল। আর অভিধান ছাপার ইতিহাস তো আরও সমস্যাসংকুল। জনসনের অভিধান বহু পরিশ্রমে অনুবাদ করে রামকমল হাত দিলেন ছাপার কাজে। সেটা ১৮১৭ সাল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পৃষ্ঠপোষকতা করলেও বেশি চাঁদা জোগাড় হয়নি। রামকমল নিজে তৈরি করলেন হরফ। কলকাতার একটি ছাপাখানায় ছাপা হল মাত্র ১১৬ পাতা। ছাপাখানার মালিক আর ছাপতে রাজি হলেন না। তিনি হাত দিলেন আরও লাভজনক দৈনিক কাগজ ছাপার কাজে। ফলে তিনি দ্বারস্থ হলেন শ্রীরামপুর মিশনের। কেরি ও মার্শম্যান প্রুফ দেখে দিলেন। কিন্তু দুই হরফে মিল হল না। তাই আগের ছাপা বাতিল করে নতুন করে কাজ শুরু হল। তাছাড়া টড সংস্করণ এদেশে এসে পৌঁছানোয় পাণ্ডুলিপি সংস্করণ শুরু হল। আবার বিপর্যয়, যার তত্ত্বাবধানে কাজ চলছিল, উইলিয়াম কেরির ছেলে সেই ফেলিক্স অকালে মারা গেলেন। ব্যাস, ছাপার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। শোকস্তব্ধ শ্রীরামপুর মিশন উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। ইতিমধ্যে মিশনের বিখ্যাত ত্রিমূর্তির ওয়ার্ড দেশে গিয়েছেন। বলা হল ওয়ার্ড ফিরলে আবার ছাপা শুরু হবে। কিছুদিন পরে ওয়ার্ড ফিরেও এলেন। কিন্তু কাজ শুরু করতে না করতে তাঁর মৃত্যু হল। একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল ছাপার কাজ। মিশন থেকে তাঁর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল মোট ৩৫০ পাতা। ততদিনে কাগজ হলুদ হয়ে গিয়েছে, শব্দ পড়া দুঃসাধ্য, অথচ এই করে নষ্ট হয়ে গিয়েছে ন'–ন'টি বছর। মার্শম্যান দেখে বললেন এইভাবে ছাপতে দেওয়া যায় না। সুতরাং আবার প্রথম থেকে ছাপা শুরু। শেষপর্যন্ত ১৮৩০ সালে প্রকাশিত হল প্রথম খণ্ড। আর দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ৬০,০০০ শব্দের বিশাল অভিধানের জন্য অপেক্ষা করতে হল আরও চার বছর ১৮৩৪ পর্যন্ত।

অভিধানের দীর্ঘ ভূমিকায় রামকমল লিখেছেন বাধাবিঘ্ন তাড়িত মুদ্রণের ইতিবৃত্ত, তেমনই ইংরেজি ও বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের রূপরেখা, বাংলার সামাজিক ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এর আগে কোনও বাংলা অভিধানেই এমনভাবে এই বিষয়গুলি এত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়নি। সবচেয়ে যেটা বলবার, অভিধান সংকলনের একটা নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণের চেষ্টাও তিনি করেছেন।

আর এই কাজ করেছেন একজন অতীব ব্যস্ত মানুষ, বহু বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা সামলে। তিনি যুক্ত ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটি, টাঁকশাল, কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, সংস্কৃত কলেজ, বেঙ্গল ব্যাংকের সঙ্গে। চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতির জন্য তাঁর চিন্তার অন্ত নেই। 'ঔষধ সার সংগ্রহ' নামে তাঁর নিজেরই একটি সুলিখিত গ্রন্থ আছে। একটি বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনের ভার, নিজস্ব ধর্মযাপনের জন্য স্বপাকে খাওয়া– এই অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতার মধ্যে মানুষ কেন অভিধান লেখে? এর উত্তর আমরা পাই গোড়ায় দেওয়া উদ্ধৃতির অন্য অংশে।

পৃথিবীতে এক একজনের সুখ এক এক বিষয়ে। কারও টাকা জমিয়ে সুখ, কেউ সন্তানের মুখের প্রথম বাক্য শুনে খুশি, কেউ বা সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে আনন্দ পান, কারও আবার শৈশবের খেলার জায়গায় ফিরে গিয়ে সুখ। কিন্তু '...ইহার কোন সুখ ডিকশনরি করার তুল্য সুখ নয়। আর তাই উত্তম কোষকর্তারা সত্য অমর হন, যতকাল পর্যন্ত ভাষা থাকে, ততকাল পর্যন্ত তাঁরা স্মরণীয় থাকেন।'

তাই যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন বিদ্যার মজুর রামকমল সেনও অমর হয়ে থাকবেন। কে না জানে, এই দেশে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বিখ্যাত শব্দকোষটির নাম অমরকোষ।

*(লেখক সাহিত্যিক)*

# থিম পুজোর ভিড়ে অন্ধকারে পড়ে ঢাকিদের জীবন

রুদ্র সান্যাল

রাজু দাসের সঙ্গে এবারেও দেখা হয়ে গেল এক পুজোর মণ্ডপে। কাঁধে ঢাক নিয়ে ক্লান্ত শরীরে দাঁড়িয়ে। পাশে নাতি চুপচাপ কাঁসর বাজাচ্ছে। রাতের বেলায় আমাকে ওই ভিড়ের মধ্যেও দেখেই চিনতে পেরে একগাল হাসি দিয়ে, 'আরে দাদা না? সেই গত বছর দেখা!' আমি জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছেন? মলিন হেসে রাজু বললেন, 'বেঁচে আছি দাদা কোনওরকমে। কিছুই বলার নেই। আর ওই ভিড়ে বলার সময়ও থাকে না।'

গত বছর এই পুজোর সময়ই রাজু বলেছিলেন, 'আপনাদের পুজো আর উৎসব এখন, আর আমাদের পুজোর উৎসব মা চলে যাওয়ার পর!' প্রথমে বুঝতে না পারলেও, পরে বুঝেছি, যেটুকু সামান্য এই ঢাকির কাজের টাকা পান, সেটা দিয়ে সংসারে সামান্য আনন্দ হয় পুজোর পরে। বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর।

আসলে পুজো মানেই ঢাকের আওয়াজ। এই অনুভূতি নিয়েই তো সকলের ছোট থেকে বড়বেলা কেটে যায়। বাঙালির সারাবছরই পুজো। ঢাক আর পুজো দুজনেই যেন একে অপরের পরিপূরক।

রাজুদার দুঃখ এখন আর আগের মতো ঢাকঢোলের চাহিদা সেরকম নেই। আধুনিকতার সঙ্গে সেসবের পাট অনেকটাই কমে গিয়েছে। এখন আধুনিক যন্ত্রের কল্যাণে প্রাচীন আভিজাত্যের ধার ভার সবই বিলুপ্তপ্রায়। তার মধ্যেই কোনওরকমে টিম টিম করে চলছে ঢাকিদের জীবন কাহিনী।

এখন তো মহালয়ার পর থেকেই পুজো শুরু। ফলে প্রায় দিন দশেক চলে ঢাকিদের সারাবছরের মূল রোজগার আর কালীপুজোয় আবার সামান্য কিছু রোজগার। তারপরেই শুরু জীবনসংগ্রাম। অনেকেই তো পুজোতে সুযোগ পান ঢাক বাজিয়ে রোজগার করার। কত গরিব ঢাকি ঢাক বাজানোর সুযোগ পান না। পুজোর আনন্দের মাঝে তাঁদের জীবন অন্ধকারে থাকে। বেশিরভাগ ঢাকি হয় দিনমজুর, নয় সামান্য কৃষিজীবী। বাপ, ঠাকুরদার পেশা সময় সুযোগমতো ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রদীপের তলায় থাকে এক বিপন্ন গভীর অন্ধকার।

খালি হাতে যেসব ঢাকিরা বাড়ি ফেরেন, তাদের বাড়ির ছেলেমেয়ে, বৌরাও অপেক্ষায় থাকে যদি রোজগার হয়। তাহলে কিছু নতুন শাড়ি, জামা, ফ্রক জুটবে। ঢাকির যদি কাজ না জোটে, তখনই অন্ধকার নেমে আসে তাঁর বাড়িতে। এটাই বাস্তব।

এখন বাদ্যযন্ত্রের মেরামতের দোকান ঘুরলেও বোঝা যায়, ঢাকের কদর আগের মতো নেই। জিনিসপত্রের দামের সঙ্গে ঢাক তৈরির উপকরণেরও দাম বৃদ্ধি পেয়েছে প্রবলভাবে। সেই কারণে বেশি মানুষের আজ উৎসাহ নেই ঢাক বাজানোর।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, প্রায় বাহাত্তর হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হল এই পুজোর উৎসবকে কেন্দ্র করে। শুধু একটাই প্রশ্ন জাগে, এই এত টাকার বিপুল ব্যবসায় ঢাকিদের স্থান কোথায়? কতটুকু টাকা তাঁদের পিছনে ব্যয় করা হয়েছে। পুজোর অন্যতম উপকরণ তো এই ঢাকের বাজনা। যাঁরা বাজান, তাঁদের কতটা লাভ হল? প্রশ্ন তো একটু উঠে আসেই। থিম পুজোর ভিড়ে এই ঢাকিদের জীবন আজ সত্যিই অন্ধকারে! আভিজাত্যের মোড়কে কিছু বনেদিবাড়ির পুজো ছাড়া বারোয়ারি পুজোয় আজ পুজোর উপকরণের কতটা গুরুত্ব, তা এই ঢাকিদের করুণ জীবনকাহিনী দেখলেই স্পষ্ট।

*(লেখক বিধাননগরের একটি স্কুলের শিক্ষক)*

## বিন্দু বিসর্গ

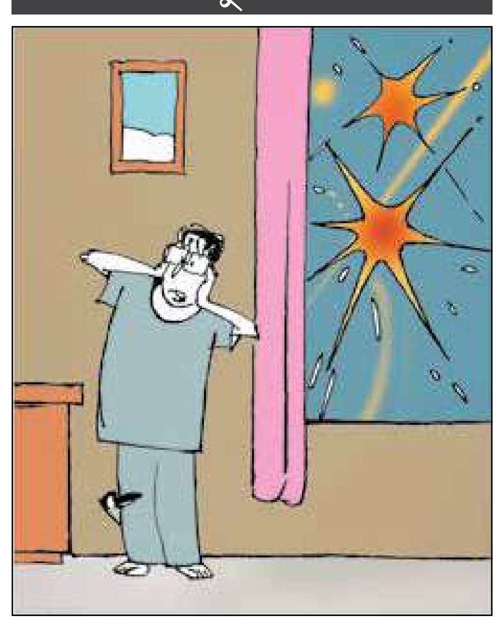

না না, কোনও শত্রু দেশ আক্রমণ করেনি। বাইরে বাজি ফাটছে। অভি

## আলোচিত

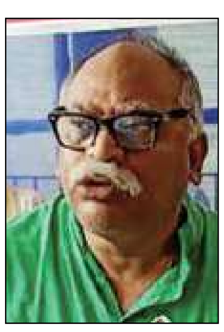

তারা মায়ের কাছে আমাদের একটাই দাবি, সামনের ভোটে আমরা যেন ৪২–এ ৪২ পাই। মা আমাদের কথা মেনে নিয়েছেন। কারণ, মন্দিরের দরজাতেই কিছুক্ষণ পকেটটা আটকাল। আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য মা আটকে ছিলেন।

–চন্দ্রনাথ সিনহা

## আজ

১৮৯৮ সালে ১৩ নভেম্বর কালীপুজোর দিন কলকাতার বাগবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যদের উপস্থিতিতে সারদা দেবী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করেছিলেন। ১৮৯৮ সালে জানুয়ারি মাসে স্বামী বিবেকানন্দের অনুরোধে ভারতে এসেছিলেন নিবেদিতা।

## ভাইরাল

মজার দেশের মজার কথা বলব কত আর! ডিজিটাল যুগে এমন কিছু ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে যা দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরছে। একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে এক ব্যক্তি বাইকের সামনে একটি ষাঁড়কে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সাদা রঙের ষাঁড়টি চুপচাপ বাইকযাত্রা উপভোগ করছে।

## জনমত

# আলোর উৎসবে দূষণের হামলা

দীপাবলিতে সেজে উঠছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। আলোর পাশাপাশি রকমারি বাজিতে চলছে উদযাপন। তবে বাতাসে যেভাবে দূষণের মাত্রা বাড়ছে, তাতে এবারের পরিস্থিতি আক্ষরিক অর্থেই উদ্বেগজনক। শীতের শুরুতে দিল্লির অবস্থাই তার প্রমাণ। ধুলোর চাদরে ঢেকেছে দেশের রাজধানী। বাতাসের গুণগত মান প্রায় মানুষের স্বাস্থ্যকে খুন করার শামিল বলে মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এদিকে রাজধানীর পাশাপাশি কলকাতা, মুম্বইয়ের মতো বড় শহরেও উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। নভেম্বরের শুরু থেকে পাল্লা দিয়ে বেড়েছিল বায়ু দূষণের মাত্রা। শীতকালীন আবহাওয়ায় বাজির ধোঁয়া কুয়াশার সঙ্গে মিশে অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়, যা পরিবেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক।

যদি উত্তরবঙ্গের দিকে তাকানো যায়, সেখানেও পরিস্থিতি কিন্তু সুখদায়ক নয়। কেননা ন্যাশনাল এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই)–এর তথ্য অনুযায়ী, করোনার আগে বিগত বছরগুলোতে শিলিগুড়িতে দীপাবলির রাতে একিউআই–এর মাত্রা ছিল প্রতি ঘন মিটারে ৪৯০ পিপিএম। উপরন্তু মনে রাখতে হবে, উত্তরবঙ্গের সবথেকে বড় শহর শিলিগুড়ি। জনবসতিও যথেষ্ট ঘিঞ্জি।

দূষিত বায়ুর জন্য কমবেশি সকল নাগরিকের নিঃশ্বাসে বিস্তর অসুবিধা হয়। গৃহপালিত পশুরাও বাজির শব্দে সন্ত্রস্ত হয়। বাজির বর্জ্য দূষণ ছড়ায়। তাই দীপাবলিতে পরিবেশবান্ধব বাজি ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছেন পরিবেশবিজ্ঞানীরা।

পরিবেশবিজ্ঞানীদের মতে, সবুজ বাজি পোড়ালে ৩০–৪০ শতাংশ কম হবে বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণ। এই ধরনের পরিবেশবান্ধব বাজিতে ১১০ থেকে ১২৫ ডেসিবেলের মধ্যে শব্দ থাকে, তার বেশি কিন্তু হয় না। তাছাড়া এতে বেরিয়াম নামের একপ্রকার যৌগ থাকে না বলে এই সব বাজি সবুজ হয়। তাই আমার মনে হয়, পরিবেশের ক্ষতিকারক প্রভাবের অন্ধকার থেকে বাঁচতে সচেতনভাবে আমাদের আলোর উৎসবে মেতে উঠতে হবে।

**মৌমি দেব, শান্তিনগর, শিলিগুড়ি।**

# ঝাড়ু কিনতেও অদ্ভুত উন্মাদনা

কালে কালে কত কী যে দেখতে হবে! রীতিমতো টোটো ভাড়া করে গণেশ ঠাকুর দেখতে যাওয়া থেকে মহালয়ার পরের দিন থেকেই দুগ্গাকে দেখতে প্যান্ডেল হপিং, এমনকি কালীপুজোর দু'দিন আগে থেকেই মণ্ডপে উপচে পড়া ভিড়। উৎসবমুখর বাঙালি এখন উপলক্ষ্য খোঁজে। উপলক্ষ্য পেয়ে গেলেই হুল্লোড়ের সুইচ অন। যাইহোক, এতখানি হজম করা গেলেও ধনতেরাসে ঝাড়ু কেনার ঝড় দেখে খানিক বেসামাল অবস্থা হয় বইকি!

শুধু শিলিগুড়ি বলে নয়, জলপাইগুড়ি থেক মালবাজার, কোচবিহার থেকে মালদা সর্বত্র একই অবস্থা। ধনতেরাসে দেখলাম মুখচেনা মুড়িওয়ালা ছেলেটাও মুড়ি ছেড়ে ঝাড়ু নিয়ে বসেছে দুটো পয়সা বেশি লাভের আশায়। গত বছর ঝাড়ু কেনার কথা শুনেছিলাম বটে, কিন্তু এবারের ঝাড়ু কেনার উন্মাদনা হয়তো মণ্ডপের ভিড়কেও টেক্কা দিতে পারে। কোথা থেকে এই ঝাড়ু কেনার বিষয়টি এল সে ব্যাপারে কেউই তেমন কিছু জানেন না। অথচ ধনতেরাসে সোনারুপো কিছু ক্ষেত্রে পকেট সাথ না দিলে ঝাড়ু কিনতেই হবে– এমন বেদবাক্য যেন কোনও এক অজ্ঞাত বইতে লেখা রয়েছে।

আগে মা–ঠাকুমারা বলতেন, কোথাও বেরোনোর আগে বিশেষ করে কোনও শুভ কাজে যাওয়ার আগে ঝাড়ু দেখে বেরোনো উচিত নয়। তাই প্রায় সব বাড়িতেই এই বস্তুটির স্থান কোনও এক অন্ধকার কোণে। এভাবেই আধুনিক মানুষজনের হুজুগের কাছে হেরে গিয়েছে পুরোনো রীতি, অশুভ ঝাড়ুই কোনও এক জাদুকাঠিতে হয়ে উঠেছে শুভ বস্তু।

আর শুধু রীতিনীতির কথাই আসে কেন, আর্থিক সামর্থ্যের কথাও বলতে হয়। আমার এক পরিচিত বলছিলেন, কিছুদিন আগেই আমরা দুর্গাপুজোর মতো বড় উৎসব পেরিয়ে এলাম। পকেটে টান তো পড়েই। কিছু কেনাটা কি সত্যি খুব জরুরি?

**সায়ন্তনী সেন, গঙ্গারামপুর।**

# উৎসবে সেনা শিবিরে মোদি

**নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর :** দেওয়ালি উপলক্ষ্যে রবিবার দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর আশা, এই উৎসব সবার জন্য সুখ, সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। এদিন হিমাচলপ্রদেশের লেপচায় সেনাকর্মীদের সঙ্গে দেওয়ালি পালন করেন মোদি। পরিদর্শন করেন স্থানীয় সেনাক্যাম্প। এক্স হ্যান্ডেলে সেইসব ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। সেখানে সামরিকবাহিনীর ধাঁচে পোশাক পরা প্রধানমন্ত্রীকে নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে পরিচয় করতে দেখা যাচ্ছে।

সেনাছাউনিকে অযোধ্যার সঙ্গে তুলনা করে মোদি বলেন, 'অযোধ্যায় ভগবান রাম রয়েছেন। তবে আমার কাছে অযোধ্যা হল সেই জায়গা যেখানে ভারতীয় সেনারা আছেন।' তিনি বলেন, '৩০-৩৫ বছরে এমন কোনও দেওয়ালি নেই যা আমি আপনাদের (নিরাপত্তাবাহিনী) সঙ্গে কাটাইনি। যখন প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম না তখনও এই উপলক্ষ্যে সীমান্তে যেতাম।' এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'পরিবার থেকে দূরে থেকে আমাদের জাতির এই অভিভাবকরা (সেনা) তাঁদের কর্তব্যপরায়ণতা দিয়ে আমাদের জীবনকে আলোকিত করেছেন।' তিনি আরও লিখেছেন, 'সবাইকে দেওয়ালির শুভেচ্ছা। এই বিশেষ উৎসবটি সবার জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে তুলবে। সবাই স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করবেন।' প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত দ্রুত সামনের সারিতে উঠে আসছে বলে এদিন দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী।

দেওয়ালি উপলক্ষ্যে দেশীয় পণ্য কেনাকাটার ওপর জোর দিয়েছিলেন মোদি। এ প্রসঙ্গে 'ভোকাল ফর লোকাল' নীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের স্বনামধন্য ব্যক্তিরা সামাজিকমাধ্যমে স্থানীয় পণ্য তথা ভারতীয় উদ্যোগকে সমর্থন করার বার্তা দিয়েছেন। দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সহ অনেকে। এক্স হ্যান্ডেলে মমতা লিখেছেন, 'সকলকে কালীপুজোর আন্তরিক অভিনন্দন।'

রাহুলের বার্তা, 'সবাইকে দেওয়ালির অভিনন্দন জানাচ্ছি। মিথ্যা, অন্যায় ও হিংসা দূর হোক। সত্য, ন্যায় এবং ভালোবাসায় আলোকিত হোক আমাদের ভারত।' কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'আজ প্রধানমন্ত্রী ইডি, সিবিআইকে দেওয়ালি-বিরতি নিতে বলেছেন। এই বিরতির পর রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে ফের বিজেপির পক্ষে ভোটপ্রচার শুরু হবে।' নয়াদিল্লিতে ফিরে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করে দেওয়ালির শুভেচ্ছা জানান মোদি। আলোর উৎসবে অযোধ্যায় আলোকসজ্জা এবং গঙ্গাঘাটগুলিতে প্রদীপ জ্বালানোর ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে সেই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

*সেনাদের সঙ্গে এলাকা ঘুরে দেখছেন নরেন্দ্র মোদি। রবিবার হিমাচলপ্রদেশের লেপচায়।*

> “ অযোধ্যায় ভগবান রাম রয়েছেন। তবে আমার কাছে অযোধ্যা হল সেই জায়গা যেখানে ভারতীয় সেনারা আছেন।
>
> –নরেন্দ্র মোদি

টুকরো খবর

## পাক জেল থেকে মুক্তি ৮০ মৎস্যজীবীর

**আহমেদাবাদ, ১২ নভেম্বর :** পাকিস্তানের করাচির এক কারাগার থেকে ৮০ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী মুক্তি পেয়েছেন। দীপাবলিতে পরিবারের সঙ্গে তাঁরা মিলিত হলেন। রবিবার ট্রেনে চেপে তাঁরা প্রথমে ভদোদরা সেখান থেকে বাসে চেপে নিজেদের গ্রাম ভেরাভালে পৌঁছোন। তাঁরা মুক্তি পেয়ে দীপাবলিতে ঘরে ফেরায় পরিজনদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। ২০২০ সালে তাঁদের ধরা পড়েছিলেন পাককর্তৃপক্ষের হাতে। অভিযোগ ছিল, মাছ ধরতে গুজরাট উপকূল পেরিয়ে তাঁরা আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করেছিলেন। পাক সামুদ্রিক বাহিনী তাঁদের আটক করে। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, মুক্তিপাওয়া মৎস্যজীবীদের মধ্যে ৫৯ জন গির সোমনাথ জেলার, ১৫ জন দেবভূমি দ্বারকার, দু'জন জামনগরের, একজন আমরেলির। কেন্দ্রশাসিত দিউয়ের তিনজন আছেন।

...............

## একই পরিবারে মা সহ ৪ খুন

**বেঙ্গালুরু, ১২ নভেম্বর :** কর্ণাটকের উড়ুপির তৃপ্তিনগরে একই পরিবারের মা হাসিনা ও তাঁর তিন সন্তান খুন হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মৃতদের মধ্যে একজন নাবালক। হাসিনার শাশুড়ি আহত হয়েছেন একজন। পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও আততায়ীদের ধরা যায়নি। পর্যটন শহর উড়ুপি ছবির মতো সুন্দর। উড়ুপিতে এই ঘটনা চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। খুনের উদ্দেশ্য জানা যায়নি। হতভাগ্য পরিবারের এক প্রতিবেশী কন্যা জানিয়েছে, হট্টগোল দেখতে সে বেরিয়েছিল। সেই সময় কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি তাকে হুমকি দেয়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, পরিবারের তিন ব্যক্তিকে প্রথমে খুন করা হয়। ১২ বছরের কিশোর ঘরে ঢুকতে গিয়ে চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়ায়। আততায়ীরা কোনও প্রমাণ না রাখার জন্য তাকেও খুন করে। উড়ুপির এসপি অরুণ কুমার জানিয়েছেন, হাসিনা ও তাঁর তিন সন্তান খুন হয়েছেন। খুঁটিয়ে তদন্ত চলছে। অপরাধী দ্রুত ধরা পড়বে।

# রাষ্ট্রসংঘে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ভারতের ভোট

**নিউ ইয়র্ক, ১২ নভেম্বর :** আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফের প্যালেস্তাইনের পক্ষ নিল ভারত। শনিবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণসভায় হওয়া এক ভোটাভুটিতে প্যালেস্তাইনের সমর্থনে ভোট পড়েছে ভারতের। প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের অবৈধ বসতিস্থাপনের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব এনেছিল খোদ রাষ্ট্রসংঘ। ভারত সহ অধিকাংশ সদস্য দেশ প্রস্তাবটির সমর্থনে ভোট দেয়। বিরোধিতা করে ইজরায়েল, আমেরিকা, কানাডা এবং আরও ৪টি দেশ। ১৮টি দেশ ভোটাভুটিতে অংশ নেয়নি।

কয়েকদিন আগে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতি চেয়ে রাষ্ট্রসংঘে জর্ডনের একটি প্রস্তাবের ওপর ভোটগ্রহণ হয়েছিল। সেবার ভোট দেয়নি ভারত। যার জেরে বিরোধীদের তোপের মুখে পড়তে হয়েছিল মোদি সরকারকে। কেন্দ্রকে নিশানা করেছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি। তাই ভারতের এবারের অবস্থান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ৭ অক্টোবর হামাস জঙ্গিদের নজিরবিহীন হামলার পর দৃঢ়ভাবে ইজরায়েলের পাশে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু ইজরায়েলি হামলার জেরে গাজায় মৃত্যুমিছিল শুরু হওয়ার পর আন্তর্জাতিক মহলে নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। আরব দেশগুলির ক্ষোভও তুঙ্গে। এই পরিস্থিতিতে প্যালেস্তাইনপন্থী পুরোনো অবস্থানে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিল বিদেশমন্ত্রক।

ভারতের ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ভোটদানে সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হল কিনা তা নিয়ে অবশ্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। রাষ্ট্রসংঘে এদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি যোজনা প্যাটেল বলেন, 'আমরা ইজরায়েলি বন্দিদের অবিলম্বে এবং নিঃশর্ত মুক্তি চাইছি। এই মানবিক সংকটের মোকাবিলা করতে হবে। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মহলের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে ভারত। আমরাও প্যালেস্তাইনে শান্তি ফেরানোর চেষ্টার শরিক।' তিনি আরও বলেন, 'ভারত সবসময় প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল আলোচনা ভিত্তিক দ্বি-রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমর্থন করে। একমাত্র এইভাবে প্যালেস্তিনীয়রা শান্তিতে নিজেদের সীমান্তের মধ্যে স্বাধীন, নিরাপদ এবং শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে।'

এদিন রাষ্ট্রসংঘের আনা প্রস্তাবে প্যালেস্তিনীয় এলাকা হিসাবে স্বীকৃত পূর্ব জেরুজালেম ও গোলান হাইটসে ইজরায়েলের বসতি স্থাপনের কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ সদস্যদেশের সমর্থনে সেই প্রস্তাব পাশ হয়ে যাওয়ায় ইজরায়েলের পাশাপাশি অস্বস্তিতে পড়েছে আমেরিকাও।

# সুড়ঙ্গ ধসে আটক ৪০ শ্রমিক

**দেরাদুন, ১২ নভেম্বর :** ফের বিপর্যয়ের কবলে উত্তরাখণ্ড। উত্তরকাশীতে ধসে পড়েছে একটি নির্মীয়মান সুড়ঙ্গ। কমপক্ষে ৪০ জন শ্রমিক সুড়ঙ্গে আটকে পড়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সন্ধ্যায়। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলাবাহিনীর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সারা বছর চারধাম দর্শনের জন্য সিল্কিয়ারা থেকে দন্দলগাঁও পর্যন্ত পাহাড় কেটে সব ঋতুর উপযোগী সুড়ঙ্গটি তৈরি করা হচ্ছিল। শনিবার আচমকা সুড়ঙ্গের দেওয়ালের একাংশ ভেঙে পড়ে। সুড়ঙ্গের শুরুর অংশ থেকে ২০০ মিটার ভিতরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

সেইসময় সেখানে বেশ কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছিলেন। তাঁদের অনেকে আটকা পড়ে যান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলাবাহিনী ও পুলিশ। শুরু হয় ধস সরানোর কাজ। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলাবাহিনীর সদস্যরা। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আটক কর্মীদের খোঁজ মেলেনি। উত্তরকাশীর পুলিশ সুপার অর্পণ যদুবংশী জানিয়েছেন, সুড়ঙ্গ তৈরির দায়িত্বে ছিল এইচআইডিসিএল নামে একটি সংস্থা। আটকে পড়া শ্রমিকদের খোঁজ মেলেনি। তবে হতাহতের খবর নেই। পুলিশ ও উদ্ধারকারী দলগুলি একসঙ্গে কাজ করছে। আটকদের দ্রুত বার করে আনা যাবে বলে আশাবাদী যদুবংশী।

উত্তরকাশীতে ব্রহ্মকাল-যমুনোত্রী হাইওয়ের পাশে সাড়ে ৪ কিলোমিটার লম্বা সুড়ঙ্গটি তৈরি হচ্ছে। এর নির্মাণকাজ শেষ হলে উত্তরকাশী থেকে যমুনোত্রী যাওয়ার পথ ২৬ কিলোমিটার কমে যাবে। সারাবছর চারধাম দর্শন করতে পারবেন তীর্থযাত্রীরা। দুর্ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঘটনাস্থলে জেলাপ্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত রয়েছেন। পরিস্থিতির ওপর তিনি ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখছেন। শ্রমিকদের দ্রুত উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন ধামি।

**উত্তরাখণ্ডে দুর্ঘটনা**

*নিখোঁজদের সন্ধানে তৎপরতা। রবিবার উত্তরকাশীতে।*

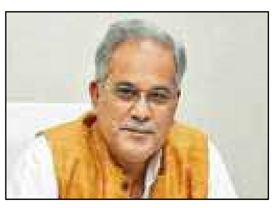

## বাঘেলের প্রতিশ্রুতি

**রায়পুর, ১২ নভেম্বর :** দ্বিতীয় তথা অন্তিম দফার ভোটের মুখে মহিলা ক্ষমতায়নে বাড়তি নজর দিলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। রবিবার তিনি ঘোষণা করেন, ছত্তিশগড়ে তাঁরা যদি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেন তাহলে রাজ্যের মহিলাদের বছরে আর্থিক সহায়তা বাবদ ১৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। ১৭ নভেম্বর রাজ্যে দ্বিতীয় তথা অন্তিম দফার ভোট। রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রথম দফার ভোটের পর মুখ্যমন্ত্রীর এমন ঘোষণার নেপথ্যে বিজেপির চাপ কাজ করেছে। কারণ, গেরুয়া শিবিরের ইস্তাহারে বিবাহিত মহিলাদের প্রতি বছর ১২ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাঘেল বলেন, 'আজ দীপাবলীর শুভমুহূর্তে মা লক্ষ্মী এবং ছত্তিশগড় মহতরির আশীর্বাদ নিয়ে মহিলা ক্ষমতায়নের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই যোজনার নাম দেওয়া হয়েছে ছত্তিশগড় গৃহলক্ষ্মী যোজনা।' ১৭ নভেম্বর ছত্তিশগড়ের ৯০টির মধ্যে অবশিষ্ট ৭০টি আসনে ভোট হবে।

# বড় দেশের বিরুদ্ধে আইনভঙ্গের অভিযোগ ট্রুডোর

**অটোয়া, ১২ নভেম্বর :** দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলন সেরে দেশে ফেরার পর থেকে ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। কানাডাবাসী খালিস্তানি জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের পিছনে ভারতীয় এজেন্টদের হাত রয়েছে দাবি করলেও এখনও কোনও প্রমাণ পেশ করতে পারেনি তাঁর সরকার। এদিকে ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ফাটল ক্রমশ গভীর হচ্ছে। রবিবার ট্রুডোর নয়া মন্তব্য সেই ফাটলকে আরও চওড়া করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সরাসরি ভারতের নাম না নিলেও ভারতকেই ইঙ্গিত করছে বলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের ধারণা। ভারতের নাম না নেওয়ায় স্বাভাবিকভাবে পালটা প্রতিক্রিয়া জানায়নি সাউথ ব্লক। ট্রুডো বলেছেন, 'যদি বিশ্বের বড় দেশগুলি পরিণতির কথা না ভেবে আন্তর্জাতিক আইন ভাঙতে থাকে তাহলে ফল মারাত্মক হবে।' এদিন তিনি কানাডায় স্মার্ট এনার্জি গ্রিডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। সেখানে ট্রুডোকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কানাডার শিখ নাগরিক খুনের বিষয়টি তাঁর সরকারের তরফে আমেরিকার মাধ্যমে ভারতের কাছে উত্থাপন করা হবে কিনা? জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা এ ব্যাপারে ভারতকে অবগত করেছি। ঘটনার গভীরে পৌঁছোতে ওঁদের (ভারতীয় কর্তৃপক্ষ) সাহায্যের অনুরোধ জানানো হয়েছে।' নিজ্জর খুনের তদন্তে কানাডা যে আমেরিকা সহ বন্ধু দেশগুলির সাহায্য নিচ্ছে সেই ইঙ্গিত মিলেছে। তিনি বলেন, 'এটি এমন বিষয় যা আমরা গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করছি। আমাদের আইন প্রণয়নকারী এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।'

> “ যদি বিশ্বের বড় দেশগুলি পরিণতির কথা না ভেবে আন্তর্জাতিক আইন ভাঙতে থাকে তাহলে ফল মারাত্মক হবে।
>
> –জাস্টিন ট্রুডো

## গাজা যুদ্ধের রাশ আমেরিকার হাতে

**রিয়াধ, ১২ নভেম্বর :** গাজায় ইজরায়েলি স্থলঅভিযানের বিরুদ্ধে আরব দেশগুলিকে একজোট করার চেষ্টা করছে ইরান। রবিবার সৌদি আরবে আয়োজিত আরব ও ইসলামি দেশগুলির সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইজরায়েলের সমান্তরালে আমেরিকার বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রইসি। তাঁর দাবি, আমেরিকার মদতে গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। আমেরিকা চাইলে যুদ্ধ বন্ধের জন্য ইজরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে

**তোপ রইসির**

পারত। কিন্তু জো বাইডেনের প্রশাসন সেই রাস্তায় হাঁটছে না।

ভরা সম্মেলনে নজিরবিহীনভাবে ইজরায়েলকে আমেরিকার 'অবৈধ সন্তান' বলে উল্লেখ করেন রইসি। তাঁর কথায়, 'মার্কিন সরকার এই অপরাধে প্রধান অপরাধী এবং সহযোগী। ইজরায়েল আমেরিকার অবৈধ সন্তান। হাজার হাজার নির্যাতিত প্যালেস্তিনীয় শিশুর জীবন বাঁচানোর চেয়ে আমেরিকা ইজরায়েলকে সমর্থন করাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে।' ইজরায়েলি সেনা অবরুদ্ধ গাজায় যে বোমাবর্ষণ করেছে তাকে ৭টি পারমাণবিক বোমার শক্তির সঙ্গে তুলনা করা যায় বলে জানিয়েছেন রইসি।

## দস্তান-এ-দিল্লি

**প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত**

### আকাঙ্ক্ষাকে চিঠি মোদির

কথা রাখলেন মোদি। প্রধানমন্ত্রীর চিঠি পেয়ে আহ্লাদে আটখানা আকাঙ্ক্ষা। মোদি তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উচ্ছল আকাঙ্ক্ষা এতটা ভাবতে পারেনি। সম্প্রতি ছত্তিশগড়ের নির্বাচনি জনসভায় নিজের হাতে আঁকা মোদির ছবি তুলে ধরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল আকাঙ্ক্ষা। মোদির চোখ এড়ায়নি। তৎক্ষণাৎ মাইকে ঘোষণা করে নিরাপত্তাকর্মীদের দিয়ে ছবিটি আনিয়ে নেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আকাঙ্ক্ষার আঁকা ছবি দারুণ হয়েছে। তিনি কথা দিয়েছিলেন চিঠি দেবেন। কথা রাখলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আকাঙ্ক্ষার কাছে চিঠি এল।

..........

### বাঙালি চিত্রকরের ছবি

পরেশ মাইতির আঁকা 'বারাণসীর ঘাট' রাজধানীতে আয়োজিত বার্ষিক নিলাম উৎসবে ৭৫ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে। উপস্থিত সমস্ত ছবির মধ্যে এটারই সর্বোচ্চ দাম হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পে অনুপ্রাণীত পরেশ। পরেশের আঁকা ছবি বহু দেশের আর্ট গ্যালারি, মিউজিয়ামে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর গুণগ্রাহী। রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁর আঁকা সুভাষ বসুর প্রতিকৃতি একসময়ে বিতর্ক তৈরি করেছিল। সেই প্রতিকৃতি সৃজিত বসুর চলচ্চিত্র 'গুমনামি বাবা'য় অভিনীত প্রসেনজিতের মুখের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে অভিযোগ উঠেছিল। পরে চন্দ্র বসুর হস্তক্ষেপে তা মেটে। এই মুহূর্তে তাঁর আঁকা ছবি অনেক বেশি দামে বিক্রি হওয়ায় ভীষণ খুশি বাঙালি চিত্রকর।

..........

### বুদ্ধির জয়

বুদ্ধির ভেলকি দেখালেন মধ্যপ্রদেশের দুই নেতা কমল নাথ, দিগ্বিজয়। তাঁদের রসায়ন নিয়মিত চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। কখনও তাঁরা 'শুম্ভ-নিশুম্ভ', কখনও 'জয়-বীরু'। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, নির্বাচনি টিকিট না পাওয়া সমর্থকদের দিগ্বিজয় কাপড় ছিঁড়ে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন কমল নাথ। মুহূর্তে উষ্মা ছড়িয়ে পড়ে। সুযোগ বুঝে এক সাংবাদিক দিগ্বিজয়ের সঙ্গে কমল নাথের মন কষাকষি নিয়ে প্রশ্ন করলে ঘাবড়ে না গিয়ে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে দিগবিজয়কে সঙ্গে নিয়ে দু'জনেই হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে সাংবাদিককে দিগ্বিজয়কেই প্রশ্নটা করতে বলেন। হতভম্ভ সাংবাদিক।

..........

### ত্রয়ী চন্দ্রশেখর

ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন পদার্থবিদ সুব্রহ্মণিয়াম চন্দ্রশেখর ১৯৮৩ সালে নোবেল পেয়েছিলেন। মৃত্যুর তিন দশক পরে তাঁর নাম উঠে এল লন্ডনে অনুষ্ঠিত আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) সম্মেলনে। সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর সঙ্গে এলন মাস্কের কথা থেকে জানা গেল মাস্কের সঙ্গিনী শিভন আধা ভারতীয়। মাস্কের একমাত্র সন্তানের মধ্য নাম চন্দ্রশেখর। সুব্রহ্মণিয়াম চন্দ্রশেখরের অনুগামী মাস্ক নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীর নামে ছেলের নাম রেখেছেন। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর ছেলের নামও বিজ্ঞানীর নামেই। দুজনেই তা জেনে খুশিয়ে ডগমগ। তার বহিঃপ্রকাশ হল শ্যাম্পেনের গ্লাসে।

..........

### হাসির তুফান

ইলেক্টোরাল বন্ড মামলায় দুই পক্ষের একদিকে কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। অন্যদিকে বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিবাল। দুজনকেই দলীয় মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে বিষয়টি নিয়ে ভাবার পরামর্শ দেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। মোদি ঘনিষ্ঠ মেহতা কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে সওয়াল করেন। সিবাল বলেছিলেন, তিনি আইনজীবী। কিন্তু মেহতা শাসকদল ঘনিষ্ঠ। একথা শুনে ফুঁসে উঠে মেহতার মন্তব্য, 'কক্ষনো নয়'। হেসে সিবালের কথা, 'তাহলে তা আমার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য'। দুই আইনজ্ঞের আকচাআকচিতে প্রধান বিচারপতির ঘরে তখন হাসির তুফান ওঠে।

আলোকময়...

*রবিবার কোচির এক শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে।*

# ডায়াবিটিস : আতঙ্ক নয়, সচেতন হোন

১৪ নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবিটিস দিবস। এবছরের থিম বিশ্ব স্বাস্থ্যের ক্ষমতায়ন। রক্তে শর্করার মাত্রা কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং ঝুঁকি কীভাবে এড়ানো যায় এবং ডায়াবিটিকদের খাবার কেমন হওয়া উচিত তাই নিয়ে তিনটি বিশেষ প্রতিবেদন।

## নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে কেড়ে নিতে পারে দৃষ্টিশক্তি

চোখের উপর ডায়াবিটিসের প্রভাব নিয়ে অনেকেই সচেতন নন। এই অবস্থা কিন্তু একদিনে হয় না। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবিটিস যে চিরতরে দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয় এমন খবর জানেন না আক্রান্তের সিংহভাগই। কোনও লক্ষণ না থাকায় আংশিক দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর টের পান ভুক্তভোগীরা। ডায়াবিটিসজনিত দৃষ্টিহীনতা, উপসর্গ, প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার বিষয়ে জানালেন শিলিগুড়ির দ্য হিমালয়ান আই ইনস্টিটিউটের রেটিনা বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা ডি গোস্বামী।

### ডায়াবিটিস কেন হয়

শরীরে ইনসুলিন হরমোনের অভাব হলে বা কমে গেলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেশি হওয়াকে ডায়াবিটিস বা মধুমেহ রোগ বলা হয়। আজকের দিনে ডায়াবিটিস আমাদের নিত্যসঙ্গী। বর্তমান সময়ে জীবনধারা, সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়ামের অভাবে অনেকেরই ডায়াবিটিস হচ্ছে। অথচ ঠিক সময়ে রোগনির্ণয়ের অভাবে রোগী জানতেও পারেন না, সুগার ধরেছে। যখন জানা যায়, তখন সুগারের বাড়াবাড়ির জন্য অনেককেই ওষুধ এমনকি ইনসুলিন চালু করতে হয়। ততদিনে ডায়াবিটিস নিশ্চুপে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি করে দেয়।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে, সুগার প্রায় প্রতিটি অভ্যন্তরীণ অঙ্গে ছাপ রেখে যায়। সবচেয়ে বেশি যেসব জায়গায় ক্ষতি করে তাদের মধ্যে অন্যতম চোখ। অনেকেই জানেন না, ডায়াবিটিস চোখের পর্দার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এমনকি সময়মতো চিকিৎসা না হলে অন্ধও হয়ে যেতে পারেন।

### ডায়াবিটিক রেটিনোপ্যাথি কী

চোখের পর্দার উপর ডায়াবিটিসের প্রভাবকেই ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি বলা হয়। আমাদের চোখের রেটিনা (তথাকথিত ভাষায় চোখের পর্দা) চোখের এমন একটি অংশ, যেখানে আলো পড়ে ছবি তৈরি হয়। এটি চোখের অত্যন্ত সংবেদনশীল অংশ। এখানে কোনও ক্ষতি হলে চিকিৎসার পরও সারাজীবনের মতো রেশ থেকে যেতে পারে। মনে রাখবেন, চোখের পর্দার কোনও রোগের চিকিৎসা করা যায়। কিন্তু একবার ক্ষতি হয়ে গেলে পর্দা পালটানো যায় না। যাঁরা চার থেকে পাঁচ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে সুগারে ভুগছেন, তাঁদের ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হওয়ার আশঙ্কা বেশি। সময় যত গড়ায়, এই রোগের আশঙ্কাও তত বাড়ে।

ডায়াবিটিসে আমাদের চোখের পর্দার রক্তবাহী শিরা ফেটে কিছু নতুন রক্তবাহী শিরা তৈরি হয়। একে বলা হয় নিও-ভাসকুলারাইজেশন। ভাসকুলার-এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টরের জন্য এই সমস্যা হয়। রক্তবাহী শিরাগুলির ক্ষতি হওয়ার ফলে সেগুলি থেকে রক্ত এবং অন্যান্য তরল লিক করে। ফলে রেটিনার টিস্যুগুলি ফুলে যায় ও দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে। এই অসুখ সাধারণত দুটি চোখকেই আক্রান্ত করে।

ভারতের প্রতি পাঁচজন ডায়াবিটিস রোগীর মধ্যে একজন এই রোগে আক্রান্ত। এক-তৃতীয়াংশ ডায়াবিটিক জানেনই না তাঁদের ডায়াবিটিস রয়েছে। মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ ডায়াবিটিক চিকিৎসা করান। অল্পসংখ্যক ডায়াবিটিকদের চক্ষু পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হয়।

### উপসর্গ

- দৃষ্টিপথে স্পট বা ফ্লোটারস
- ঝাপসা দৃষ্টি
- দৃষ্টিপথের কেন্দ্রে কালো স্পট
- রাতে দেখতে অসুবিধে

### কারা ঝুঁকিতে

যাঁরা ১০-১৫ বছর ধরে ডায়াবিটিসে ভুগছেন
যাঁরা চিকিৎসা পরিষেবার বাইরে বা যাঁদের ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ খুব কম (ইনসুলিনের উপর নির্ভর)
উচ্চ রক্তচাপের রোগী
গর্ভবতী মহিলা
যাঁরা মূত্রাশয়জনিত রোগের শিকার।
যাঁদের অন্য পুষ্টিজনিত সমস্যা বা জেনেটিক কারণ রয়েছে।

### রোগ নির্ণয়

অপটিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফি (ওসিটি)- এই পদ্ধতির মাধ্যমে আলোক তরঙ্গের সাহায্যে রেটিনার ক্রস সেকশনাল ছবি তোলা হয়। ওসিটি থেকে রেটিনার বিভিন্ন স্তরের বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। ওসিটি রেটিনার বহু রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগে, বিশেষত মিডিয়া যদি পরিষ্কার থাকে। ফান্ডাস ফ্লুরোসিন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি (এফএফএ)- এটি একটি সাধারণ প্রক্রিয়া যা চোখের পিছনের অবস্থা সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়ার জন্য করা হয়। অল্প পরিমাণ ফ্লুরোসিন হাতের শিরায় প্রবেশ করানো হয়। তারপর সেটা সংবহিত হয়ে চোখের অভ্যন্তরীণ রক্তনালিগুলিকে স্পষ্ট করে তোলে।

### চিকিৎসা

১. দ্রুত চিকিৎসাই একমাত্র ডায়াবিটিক রেটিনোপ্যাথির কারণে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়া আটকাতে পারে।
২. এর চিকিৎসায় প্রধানত ইন্ট্রাভিট্রিয়াল ব্যবহার করা যেতে পারে।
৩. কিছু দীর্ঘস্থায়ী রোগের ক্ষেত্রে ইন্ট্রাভিট্রিয়াল স্টেরয়েড ইনজেকশন বা ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
৪. লেজারের মাধ্যমেও রক্তবাহী শিরার রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যেতে পারে।
৫. কম ও মাঝারি স্তরের রোগে লেজার ও ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা সম্ভব।
৬. রোগ বাড়লে এবং খুব বেশি মাত্রায় রক্তক্ষরণ হলে দৃষ্টিশক্তি বাঁচাতে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়।

### রেটিনোপ্যাথির প্রভাব কম করার উপায়

বার্ষিক ডায়ালেটেড বা ড্রপ দিয়ে রেটিনা পরীক্ষা করানো
নিয়মিত যোগব্যায়াম বা সকালে হাঁটা
হাই ব্লাড প্রেশার এবং ব্লাড সুগার প্রতিরোধ করা
মদ্যপান এবং সিগারেট বর্জন
ডাক্তারের প্রেশক্রিপসন অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ খাওয়া

### চিকিৎসার বিকল্প বা উপায়

প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় হলে লেজার দ্বারা লিক করা রক্তবাহী নালিগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইনজেকশন এবং ওষুধের মাধ্যমে রক্তনালির ফোলা কমানো হয় এবং নতুন শিরা তৈরি হওয়াকে প্রতিরোধ করা হয়। অ্যাডভান্সড স্টেজে অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে।

### চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা ভালো

কখনো-কখনো ডায়াবিটিক রেটিনোপ্যাথি আটকানোর জন্য আপনার কিছুই করার থাকে না, কিন্তু এগুলি প্রতিরোধ করার জন্য সবচেয়ে ভালো পন্থা স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলী বজায় রাখা। আপনার ব্লাড-সুগার স্ক্রিনিং করিয়ে নিন এবং আপনার মেটাবলিক নিয়ন্ত্রণ উন্নত করার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলুন। অর্থাৎ আপনাকে রক্তচাপ, সিরাম লিপিড লেভেল, ব্যায়াম ও ওজন নিয়ন্ত্রণের দিকে যথাযথ নজর দিতে হবে।

সর্বোপরি বছরে একবার রেটিনা বিশেষজ্ঞর কাছে রেটিনা পরীক্ষা করান। সাধারণত প্রাথমিক পর্যায়ে থাকাকালীন ডায়াবিটিক রেটিনোপ্যাথির কোনও উপসর্গ দেখা যায় না। তাই যত দ্রুত রোগ নির্ণয় হবে, আপনার পক্ষে তত ভালো।
তাই নিজেদের ব্লাড সুগার চেক করান। সুগার ধরলে রেটিনা বিশেষজ্ঞকে দিয়ে চোখের পর্দার চেকআপ করান। পুষ্টিকর খাদ্য ও সুস্থ জীবনধারা আমাদের ডায়াবিটিক রেটিনোপ্যাথির হাত থেকে বাঁচাতে পারে। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।

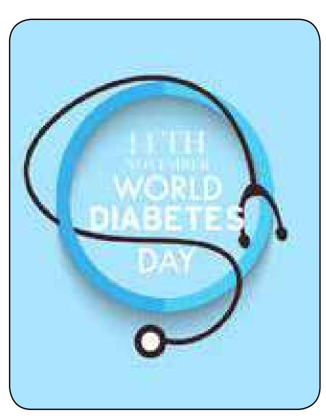

## নাগাড়ে বসে থাকা ও কৃত্রিম আলো থেকে সাবধান

ঘরে ঘরে ডায়াবিটিসে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে। এর কারণ হিসেবে জীবনধারার পরিবর্তন বা বাইরে খাওয়ার হুজুগ বেড়ে যাওয়া তো রয়েইছে, সেইসঙ্গে সাম্প্রতিক গবেষণা এমন কিছু তথ্য আমাদের সামনে এনেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, অতি সাধারণ কয়েকটি বিষয় যেগুলো আমরা পাত্তা দিই না, তারাই বাড়াতে পারে ডায়াবিটিসের প্রবণতা। লিখেছেন এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ডাঃ অরুন্ধতী দাশগুপ্ত।

### ডায়াবিটিসের কিছু তথ্য

আইসিএমআর-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে ডায়াবিটিসে ভুগছেন এমন মানুষের সংখ্যা ১০.১ কোটি, যা আমাদের জনসংখ্যার ১১.৪ শতাংশ, যেখানে ১৩.৬ কোটি মানুষের প্রিডায়াবিটিস রয়েছে। আমাদের দেশে এই সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ পরিবেশ ও জীবনধারার বেশ কিছু পরিবর্তন। এর পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন, শিল্পায়ন, গ্রাম থেকে শহরে চলে আসা, মাথাপিছু ব্যয়বৃদ্ধি এবং বাইরে খাওয়ার চল।

ডায়াবিটিসের জন্য প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। পরবর্তী দশকে এই মৃত্যুর হার ২৫ শতাংশ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

২০-৭৪ বছর বয়সি ব্যক্তিদের মধ্যে অন্ধত্বের প্রধান কারণ ডায়াবিটিস। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, প্রাথমিক স্তরেই রোগটি ধরা পড়লে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত অন্ধত্ব প্রতিরোধ করা যায়। প্রতিবছর ১০ লক্ষেরও বেশি অঙ্গচ্ছেদের জন্য দায়ী ডায়াবিটিস।

যাঁদের ডায়াবিটিস রয়েছে তাঁদের হৃদরোগ বা স্ট্রোকে মৃত্যুর সম্ভাবনা দ্বিগুণ।

পশ্চিমী লোকজনের তুলনায় ভারতীয়দের গড়ে ১০ বছর আগে ডায়াবিটিস হয়। অন্যদিকে, ভারতীয়দের মধ্যে করোনারি আর্টারি ডিজিস বা হার্টের রোগ অকালে ঘটে, অর্থাৎ পশ্চিমীদের তুলনায় এক থেকে দু'দশক আগে হয়।

অনুমান করা হচ্ছে, পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে ডায়াবিটিসে মোট মৃত্যুর হার ৫০ শতাংশেরও বেশি হতে পারে। এখন ডায়াবিটিসের ৮০ শতাংশ মৃত্যু নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলিতে ঘটছে।

কিছু গবেষণা অনুযায়ী, যাঁদের ডায়াবিটিস রয়েছে তাঁদের অ্যালজাইমার্স এবং ডিমেনশিয়ার অন্যান্য রূপ হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি।

তবে ভালো খবর হল, ডায়াবিটিস যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে জটিলতা বিকাশের ঝুঁকি যেমন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে, তেমনই রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হওয়াও প্রতিরোধ করে। ৩০ মিনিটের শরীরচর্চা এবং স্বাস্থ্যকর খাবার টাইপ-২ ডায়াবিটিস হওয়ার ঝুঁকি অনেকটা কমাতে পারে।

### ডায়াবিটিসের চোখরাঙানি

**আয়ুষ্কালে প্রভাব :** সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী, যাঁরা ৩০ বছর বয়সেই ডায়াবিটিসের শিকার, তাঁদের জীবনের আয়ু প্রায় ১৪ বছর কমে যেতে পারে। ১৯টি উচ্চ-আয়যুক্ত দেশের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, যাঁদের ৫০ বছর বয়সের আগে রোগটি ধরা পড়েছে তাঁদেরও আয়ুষ্কাল প্রায় ৬ বছর কমে যায়। সামগ্রিকভাবে প্রাথমিকে ডায়াবিটিস নির্ণয়ের প্রতিটি দশক চার বছরের কম আয়ুষ্কালের সঙ্গে জড়িত ছিল।

**দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার প্রভাব :** সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, দীর্ঘক্ষণ একভাবে বসে থাকার ফলে আমাদের শরীরে অপরিবর্তনীয় ক্ষতি হতে পারে। গবেষকরা লক্ষ করেছেন, যাঁরা তাঁদের কাজের দিনের ৮০ শতাংশই বসে থাকেন তাঁদের টাইপ-২ ডায়াবিটিস থেকে হৃদরোগ, বিশেষ ধরনের ক্যানসার, উচ্চ রক্তচাপ এমনকি মৃত্যুর হারও বাড়তে পারে। তাই একটানা না বসে মাঝে মাঝে ওঠা বাধ্যতামূলক। অন্য আরেকটি গবেষণার দাবি, টেলিভিশনের পেছনে প্রতি দু'ঘণ্টা ব্যয় করার অর্থ ডায়াবিটিসের ঝুঁকি ১৪ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়।

**গর্ভাবস্থায় ওজন বাড়লেই সমস্যা :** ল্যানসেট জার্নালে প্রকাশিত গবেষণার দাবি, গর্ভবতী মহিলাদের নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি ওজন বাড়লে পরবর্তীকালে হৃদরোগ বা ডায়াবিটিসের কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি থাকে। যাঁদের ওজন কম, গর্ভাবস্থায় তাঁদের ওজন ১২.৫-১৮ কেজি এবং যাঁদের স্থূলতা রয়েছে তাঁদের ৫-১০ কেজির বেশি ওজন বাড়ানো উচিত নয়। কারও গর্ভাবস্থার আগে ওজন কম, কিন্তু গর্ভাবস্থার সময় ওজন অতিরিক্ত বেড়ে গেলে তাঁর হৃদরোগে মৃত্যুর ঝুঁকিও ৮৪ শতাংশ বেড়ে যায়।

**কৃত্রিম আলোর ফল :** গবেষণা বলছে, কৃত্রিম আলোর তুলনায় দিনের আলো রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি টাইপ-২ ডায়াবিটিসে পুষ্টির ব্যবহার উন্নত করে। তাই যাঁরা দিনেরবেলায় ঘরে কৃত্রিম আলোর মধ্যে থাকেন তাঁদের ডায়াবিটিস হওয়ার প্রবণতা বেশি।

**ঘুমের সময়ের যত ঝুঁকি :** সমীক্ষকরা দেখেছেন, দেরি করে শুতে যাওয়া এবং দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা ডায়াবিটিসের ঝুঁকি ১৯ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়।

### সচেতনতাই সব

বিশ্ব ডায়াবিটিস দিবসের উদ্দেশ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্যের ওপর অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবিটিসের প্রভাব তুলে ধরা। ডায়াবিটিসের প্রভাব বুঝে কৌশলে এর মোকাবিলা করতে পারলে সকলের জন্যই স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এই বিশেষ দিনটি হয়তো একদিন, কিন্তু এর বার্তা সবসময়ের জন্য। বিশ্বব্যাপী ডায়াবিটিস কমাতে আমাদের হাত মিলিয়ে, সম্মিলিতভাবে যত্নের সঙ্গে কাজ করতে হবে, যাতে আমরা এমন এক বিশ্ব তৈরি করতে পারি যেখানে ডায়াবিটিস আমাদের জীবনকে নির্দেশ করবে না। চলুন এই বিশেষ দিনে আমরা একত্রিত হই। দিনটির গুরুত্ব যেন সারাবছর আমাদের মাথায় থাকে এবং একে অপরকে যেন পরিবর্তন, বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য উৎসাহিত করতে পারি।

## ডায়াবিটিকরা প্লেট যেমন সাজাবেন

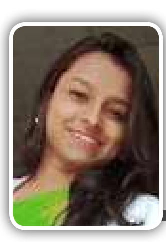

ডায়াবিটিসের রোগীরা এমন অনেক সমস্যায় ভোগেন, যেগুলো মাঝে মাঝে তাঁদের অবস্থা আরও খারাপ করে। এই অবস্থায় সমস্যা মোকাবিলার উপায় জানার পাশাপাশি খাবারদাবারেও কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। তাহলেই আপনি সুস্থ থাকবেন। লিখেছেন নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের ডায়েটিসিয়ান দেবাঞ্জলি ঘোড়ই।

বর্তমানে গতির যুগে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে মানুষের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা ক্রমে বাড়ছে, যা ডায়াবিটিসের অন্যতম কারণ। এই অবস্থায় ডায়াবিটিস প্রতিরোধের সহজ উপায় খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারায় পরিবর্তন আনা। প্রতিদিন সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখুন। শীতের রঙিন শাকসবজি যেন অবশ্যই পাতে থাকে। মনে রাখবেন, সবরকম পুষ্টিগুণই শরীরের জন্য প্রয়োজন। খাদ্যতালিকায় যা রাখতে পারেন-

ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে কম শর্করাযুক্ত খাবার খাওয়া উচিত। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় সবুজ শাকসবজি, মাছ, ডিম, দই, ছানা, ডাল ও ডাল জাতীয় খাবার রাখতে পারলে ভালো।

মরশুমি ফল যেমন আপেল, মুসম্বি, নাসপাতি, কালো জাম, জামরুল, পেয়ারা, কমলালেবু খেতে পারেন। স্থানীয় বাজারে যে ফল পাওয়া যায় তার পুষ্টিগুণ অনেক বেশি থাকে।

ব্রেকফাস্টে আটার তৈরি হাতে গড়া রুটি, ওটস, ডালিয়া, আটার পাউরুটি, সঙ্গে শাকসবজি ও স্যালাড রাখতে পারেন।

সন্ধ্যার খাবার হিসেবে সবজির সুপ, অঙ্কুরিত ছোলা মাখা, মুগ-কড়াই সেদ্ধ রাখতে পারেন।

ভাত ও রুটি উভয়ই সমান পরিমাণে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়াতে পারে। সুতরাং, সব খাবারেই সামঞ্জস্য রেখে খান।

বারেবারে দুধ চা ও কফি খাওয়া কমান। বরং চিনি ছাড়া লিকার চা চলতে পারে।

খাদ্যতালিকায় কম ফ্যাটযুক্ত দুধ, দই, ছানা রাখুন। কারণ, সব বয়সেই ক্যালসিয়ামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আমিষ পদ প্রায়শই শর্করার সমস্যায় ভোগায় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তাই রাতের খাবারে নিরামিষ পদ রাখাই ভালো।

ডায়াবিটিকদের জন্য উপোস ও অনাহার একেবারেই অনুচিত। চেষ্টা করুন ২-৩ ঘণ্টা অন্তর অল্প অল্প করে খেতে।

মিষ্টি কেক, চিনি, মধু, জেলি, মিষ্টি ফল (কলা, আম, লিচু, কাঁঠাল, সবেদা, আতা), কোল্ড ড্রিংকস, মিষ্টি পানীয়, আইসক্রিম, কাজু, কিশমিশ, পেস্তা এবং মদ্যপান এড়িয়ে চলাই ভালো।

নিয়মিত শরীরচর্চা করুন। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। এতে ডায়াবিটিস, হৃদরোগ, রক্তচাপ সবই নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

বাইরে বেরোলে সঙ্গে চকোলেট, গ্লুকোজ, চিনি রাখুন। সুগার কমে গেলে এগুলো অত্যন্ত জরুরি।

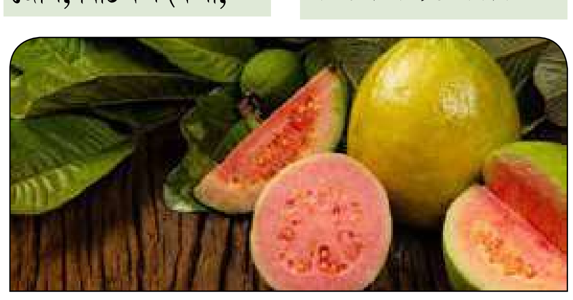

পরিশেষে বলব, ডায়াবিটিস সম্পর্কে সচেতন হন। ওষুধের মাত্রা ও খাবারের মাত্রা জানতে চিকিৎসক ও ডায়েটিসিয়ানের পরামর্শ নিন। সর্বোপরি সামঞ্জস্য রেখে সব পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার সঠিক মাত্রায় খান। পাশাপাশি দিনে অন্তত সাত ঘণ্টা ঘুমোন। চিন্তা দূরে রাখুন। গান শুনুন। নিজেকে খুশি রাখুন। মনে রাখবেন জীবনে সমস্যা থাকবেই। জীবন একটাই। তাই মুখে হাসি যেন সবসময় থাকে। নিজেকে সুস্থ রাখুন। ভালো থাকুন।

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELEVERY
OUR SERVICES
MRI ● CT SCAN ● 4D USG
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 79087-26233 / 80012-22020


**অগ্নিকাণ্ড এসএফ রোড, মহাকালপল্লিতেও**

# শেঠ শ্রীলালে ছাই ২ দোকান

**শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর :** দীপাবলির রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে শিলিগুড়ির শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে দুটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দমকলের চারটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ব্যবসায়ীদের দাবি। শেঠ শ্রীলাল মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি খোকন ভট্টাচার্য বলেন, 'দমকল ও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঝাঁপিয়ে পড়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারত।'

এদিন প্রথমে একটি কাপড়ের দোকানে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন পাশের আরেকটি কাপড়ের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। দুটি দোকানই অবশ্য সেই সময় বন্ধ ছিল। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। অন্যান্য ব্যবসায়ী দোকান খুলে মালপত্র সরাতে থাকেন। ক্ষতিগ্রস্ত একটি দোকানের মালিক সময়মতো ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হওয়ায় দমকলকর্মীরা শাটার ভেঙে সেই দোকানটিতে ঢোকেন। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন।

কী কারণে এদিন ঘটনাটি ঘটল তা স্পষ্ট নয়। তদন্তকারীদের প্রাথমিকভাবে অনুমান, হয় শর্টসার্কিট অথবা প্রদীপের আগুন থেকে ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। তদন্ত চলছে।

*আগুন নেভাচ্ছে দমকলবাহিনী। রবিবার শিলিগুড়ির শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে।*

অন্যদিকে, এদিন রাতে আরও দুটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে শহরে। মহাকালপল্লির একটি বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। সেইসময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। আগুনে বাড়ির ডাইনিং রুম পুড়ে যায়। মোমবাতি থেকে আগুন লাগে বলে মনে করা হচ্ছে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এছাড়া, স্টেশন ফিডার রোডের একটি বাড়ির চারতলায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে। কয়েকটি ঘরের ক্ষতি হয়। এখানে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন আগুন আয়ত্তে আনে। দমকলের শিলিগুড়ি কেন্দ্রের ওসি ভাস্কর নাগ বলেন, 'রাস্তা সরু হওয়ায় এস এফ রোডে আগুন নেভাতে যেতে সমস্যা হয়। প্রতিটি অগ্নিকাণ্ডের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

## মহাকালের কোলে এসে গৌরী হল মহাকালী...

*১) শিলিগুড়ির হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিমা।*
*২) ইসলামপুরে ক্ষুদিরাম বয়েজ ক্লাবের ২১ হাত শ্যামা প্রতিমা।*
*৩) শিলিগুড়ির জার্নালিস্ট ক্লাবের প্রতিমা।*
*৪) শিলিগুড়ির নিউ পালপাড়ার মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাবে বড়োমার প্রতিমা।*
*৫) জিটিএস ক্লাবের মণ্ডপ ও আলোকসজ্জা। শিলিগুড়িতে।*
*৬) শিলিগুড়ির আশ্রমপাড়ার স্বামীজি ক্লাবের প্রতিমা।*

# ছয় বছর পর ফের ইসলামপুরে বইমেলা

**অরুণ ঝা**

**ইসলামপুর, ১২ নভেম্বর :** দীর্ঘদিনের খরা অবশেষে মিটছে। ইসলামপুরে জেলা বইমেলার আসর বসছে।

ইসলামপুর পুরসভা এবারের বইমেলার দায়িত্বে রয়েছে বলে পুর চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের দাবি। অন্যদিকে শুধু পুরসভাই নয়, জেলার গ্রন্থাগার স্তরের প্রতিনিধি সহ প্রশাসনিক কর্তারাও বইমেলার আয়োজনে সমানভাবে শামিল রয়েছেন বলে বইমেলা কমিটির পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে। যদিও এই ইস্যুতে এখনই কোনও বিতর্কে যেতে রাজি নয় কমিটি। কমিটি সূত্রে খবর, বইমেলার জন্য সরকারিভাবে সাত লক্ষ টাকার অনুদান বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু বইয়ের প্রতি নতুন প্রজন্মের উৎসাহ ও আকর্ষণ বাড়াতে কমিটি বইমেলাকে কার্যত উৎসবের চেহারা দিতে চাইছে। ফলে বেসরকারিভাবে ১৫ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে বলে কানাইয়া জানিয়েছেন। এদিকে, দীর্ঘ ছয় বছরের মাথায় ইসলামপুর শহরে বইমেলা অনুষ্ঠিত হতে চলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ ছড়িয়েছে।

ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠে আগামী ৪ থেকে ১০ ডিসেম্বর বইমেলার আসর বসছে। গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী এই মেলার উদ্বোধন করবেন। মূল কমিটির পক্ষ থেকে একাধিক সাব-কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মোট ৭৫টি স্টল থাকবে। রাজ্যের নয়টি নামীদামি প্রকাশনা সংস্থাকে মেলায় স্টল বসাতে সরকারিভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ৬৫টি কমার্সিয়াল স্টল থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা করে নেওয়া হবে। ফলে সব মিলিয়ে সরকারিভাবে মেলা কমিটির হাতে সরকারি গাইডলাইন মেনে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা আসবে। বাকি পাঁচ লক্ষ টাকা মেলাকে কেন্দ্র করে সুভেনিয়র প্রকাশিত করে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাজার থেকে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বইমেলা থেকে জেলার সমস্ত গ্রন্থাগারের জন্য প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ টাকার বই কেনার লক্ষ্যমাত্রা সরকারিভাবে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষকেও মেলা থেকে বই কেনার জন্য উৎসাহিত করা হবে।

২০১৭ সালে ইসলামপুরে বইমেলা হয়েছিল। তারপর ২০২৩ সালে বইমেলা হতে চলেছে। বইমেলাকে কেন্দ্র করে সাতদিন ধরেই মেলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে। এবারও তেমনটাই পরিকল্পনা নিয়ে মেলা কমিটি এগোচ্ছে। জানা গিয়েছে, বহিরাগত নয়, ইসলামপুরের স্থানীয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থাকে দিয়েই মেলার সাতদিন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে বিভিন্ন স্কুলকেও এই বিষয়ে যুক্ত থাকার জন্য বলা হবে। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক দেবব্রতকুমার দাস বলেন, 'স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষই সব সময় বইমেলার আয়োজন করে। পুর চেয়ারম্যান বইমেলা কমিটির সদস্যও বটে। মেলার সংগঠনের ভূমিকায় জেলা শাসক চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব দিয়েছেন।'

## বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

**শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর :** কালীপুজো উপলক্ষ্যে রবিবার বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল সূর্যনগরের করুণাময়ী কালী মন্দির কমিটি। শিলিগুড়ি পার্কে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এদিন তিনটি বিভাগে শতাধিক প্রতিযোগী অংশ নেয়। যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল খুদে।

তিনটি বিভাগে স্থানাধীকারীদের পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করে মন্দির কমিটি। পুরস্কারগুলো তুলে দেন স্থানীয় কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অমরচন্দ্র পাল, পুলক মজুমদার প্রমুখ। কমিটির তরফে সৌভিক সান্যাল জানান, নিষ্ঠার সঙ্গে পার্কের মন্দিরে কালীপুজোর পাশাপাশি এলাকায় প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

# বধিরদের বিশ্বকাপে মুন্নার চিন্তা কিটস নিয়ে

**মিঠুন ভট্টাচার্য**

**শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর :** ক্রিকেট বিশ্বকাপ নিয়ে উন্মাদনার পারদ যখন তুঙ্গে, তখন শিলিগুড়ির মুকুটে নতুন পালক জুড়লেন মুন্না সরকার। ডিআইসিসি পরিচালিত বধিরদের বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গের একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে ভারতীয় দলে জায়গা পেয়েছেন শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন আশিঘরের এই যুবক।

তবে বিশ্বকাপ খেলে রোহিত, শুভমানরা যখন কোটি কোটি টাকা রোজগার করছেন, তখন মুন্নাকে ভাবতে হচ্ছে কিটস নিয়ে। তাঁদের বিশ্বকাপের হাতেগোনা কয়েকটি দিন বাকি থাকলেও খেলার সরঞ্জাম কীভাবে জোগাড় হবে বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি।

তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, বধিরদের জাতীয় টি২০ দলের এই অলরাউন্ডার নিজের সমস্যার কথা জানিয়ে সাহায্য পাওয়ার আশায় আবেদন করেছিলেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র কাছে। কিন্তু যা পেয়েছেন, তাতে তাঁর সমস্যা মেটেনি।

মুন্নার বাবা মাধব সরকারের বক্তব্য, 'ছেলে ছোট থেকেই ক্রিকেট পাগল। বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলার পর এবারে জাতীয় দলের প্রথম একাদশে ওর জায়গা হয়েছে। কিটসের সমস্যা থাকায় এসজেডিএ-তে আবেদন করা হয়েছিল। সেখান থেকে একটি ব্যাট ও হেলমেট দেওয়া হলেও বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতায় সেগুলো প্রায় অচল। এসজেডিএ সাহায্যের আশ্বাস দিলেও কথা রাখেনি। শেষমুহূর্তে ছেলে কী করবে বুঝতে পারছি না।'

এই প্রসঙ্গে এসজেডিএ বোর্ড সদস্য গৌতম গোস্বামীর বক্তব্য, 'একটি আবেদন এসেছে। কিন্তু এত কম সময়ে সবটা জোগাড় করে ওঠা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কর্তৃপক্ষকে যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হলে আগে বোর্ড মিটিং করতে হয়। ফেস্টিভ মোড চলতে থাকায় সেটা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে বলা হয়েছে।'

*বধিরদের বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গের একমাত্র খেলোয়াড় মুন্না সরকার।*

> এত কম সময়ে সবটা জোগাড় করে ওঠা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কর্তৃপক্ষকে যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হলে আগে বোর্ড মিটিং করতে হয়। ফেস্টিভ মোড চলতে থাকায় সেটা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে বলা হয়েছে।
>
> **-গৌতম গোস্বামী**
> *বোর্ড সদস্য, এসজেডিএ*

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে কাতারে হতে চলেছে বধিরদের টি২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট। সেখানে ভারত ছাড়াও ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তানের মতো আন্তর্জাতিক মানের আটটি দল অংশ নেবে। মুন্না সহ পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুজন এবারের জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন। যদিও প্রথম একাদশে খেলার ব্যাপারে মুন্না আশাবাদী।

তাঁর কথায়, 'ইন্ডিয়ান ডেফ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন যে তালিকা প্রকাশ করেছে, সেখানে অধিনায়ক, সহকারী অধিনায়ক, উইকেট কিপারের পরই আমার নাম রয়েছে। এর আগে সেপ্টেম্বরে অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত একটি টুর্নামেন্টের ফাইনালে অলরাউন্ড পারফরমেন্সের জন্য ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলাম। যদিও সেই ম্যাচে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় পঞ্জাব।' সেই কারণে জাতীয় দলে মুন্নার জায়গা শক্ত হয়েছে বলে ধারণা অনেকের।

মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ি থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হবেন মুন্না। সেখানেই কয়েকদিন চলবে জাতীয় দলের অনুশীলন। নভেম্বরের শেষে ভারতীয় দলের কাতারে পৌঁছে যাওয়ার কথা। ৩ ডিসেম্বর সকালে দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ইংল্যান্ড এবং দুপুরে অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বিশ্বকাপের পথচলা। যদিও এসবের মাঝে বর্তমানে মুন্নার কাছে সবচেয়ে বেশি চিন্তার বিষয় তাঁর ক্রিকেটের সরঞ্জাম জোগাড়।

# অভিযুক্ত প্রোমোটারকে তলব পুরনিগমের

**শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর :** শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের অতুলপ্রসাদ সরণিতে নির্মীয়মাণ বহুতলের ছাদ ঢালাইয়ে পুরনিগমের পানীয় জল ব্যবহারের জন্য নির্মীয়মাণ সংস্থাকে আপাতত কাজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হল। রবিবার ওই নির্মাণকারীকে ওয়ার্ড কাউন্সিলার কুন্তল রায় জানিয়ে দেন, বিষয়টি যেহেতু মেয়র দেখছেন তাই মেয়রের সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত যেন কাজ বন্ধ রাখা হয়। পরে কাউন্সিলার বলেন, 'যেভাবে পানীয় জল ছাদ ঢালাইয়ের কাজে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে, তা নিন্দনীয়। মেয়রের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি প্রোমোটারের সঙ্গে কথা বলবেন। প্রোমোটারকে পুরনিগমে ডাকা হয়েছে।'

গত শুক্রবার অতুলপ্রসাদ সরণিতে একটি নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ের ছাদ ঢালাইয়ের জন্য পানীয় জল ব্যবহার নিয়ে শহরজুড়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। এই ঘটনায় অসন্তুষ্ট মেয়র গৌতম দেব ইতিমধ্যেই কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তার তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি জানিয়ে দেন, এখন থেকে কেউ জলের ট্যাংক ভাড়া নিলে তাঁকে মুচলেকা দিতে হবে কী কারণে তিনি জল নিচ্ছেন। জলের সঠিক ব্যবহার না দেখা গেলে যিনি ট্যাংক ভাড়া নিচ্ছেন তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

**ছাদ ঢালাইয়ে ট্যাংকের জল**

এই ঘটনায় মেয়র ওয়ার্ড কাউন্সিলার কুন্তল রায়ের সঙ্গেও কথা বলেছেন। সেই কারণে কাউন্সিলার এদিন প্রোমোটারের সঙ্গে কথা বলে আপাতত কাজ বন্ধের নির্দেশ দেন।

# তৈরি শৌচাগার তালাবন্ধ

**সাগর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর :** তিন-চার মাস আগে এলাকায় সুলভ শৌচালয়টি তৈরি হয়েছিল। কথা ছিল, দুর্গাপুজোর আগে সেটি উদ্বোধন হবে। কিন্তু দুর্গাপুজো শেষ হয়ে কালীপুজো শেষ হতে চলল। এখনও উদ্বোধন হয়নি। ফলে শৌচালয়ও তালাবন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। সমস্যায় পড়ছেন শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে আসা মানুষ। যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে।

উৎসবের মরশুমে প্রতিমা নিতে প্রচুর মানুষ কুমোরটুলিতে ভিড় জমাচ্ছেন। তাঁদের কথা মাথায় রেখে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) তরফে পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কুমোরটুলিতে কমিউনিটি শৌচালয় তৈরি করার সিদ্ধান্ত হয়। বিষয়টি নিয়ে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিবেক সিং বলেন, 'কবে শৌচালয়টি উদ্বোধন হবে, তা আমাকেও জানানো হয়নি। উৎসবের মরশুমে শৌচালয়টি খুলে দেওয়া হলে সাধারণ মানুষের অনেক বেশি সুবিধা হত।'

*কুমোরটুলির এই কমিউনিটি শৌচাগার দ্রুত খোলার দাবি উঠেছে।*

জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজোর আগে কমিউনিটি শৌচালয়টি উদ্বোধন করা হবে বলে কথা ছিল। ১১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা খরচ করে শৌচালয়টি তৈরি করা হয়েছিল। রবিবার কালী প্রতিমা নিতে প্রচুর মানুষ কুমোরটুলিতে ভিড় জমান। কিন্তু শৌচালয়ের দরজা বন্ধ দেখে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পেশায় আইনজীবী সুতীর্থ রাহার কথায়, 'উৎসবের মরশুমে শৌচালয় না খুললে আর কবে খুলবে? কত মহিলা এখানে আসছেন। তাঁদের কথা তো অন্তত চিন্তা করা উচিত।' কুমোরটুলির বাসিন্দাদের কথায়, শৌচালয়ের সমস্যা সর্বত্র। সেখানে একটি শৌচালয় তৈরি হয়েও মাসের পর মাস বন্ধ হয়ে থাকলে, তা সত্যি দুর্ভাগ্যের। এখানে অনেক কর্মীরা কাজ করেন। শৌচালয়টি খুলে দেওয়া হলে তাঁদের সমস্যা মিটত।


JUPITER ENDOSCOPY CENTRE
A UNIT OF
NORTH BENGAL NEURO CENTRE PVT. LTD.
GI BLEED UNIT
FOREIGN BODY REMOVAL
SCOPE OF SERVICES
• EMERGENCY CARE
• ENDOSCOPY/COLONOSCOPY
• BAND LIGATION
• ENDOSCOPIC CLIPPING
• POLYPECTOMY
• E.R.C.P
• GLUE INJECTION
• FOREIGN BODY REMOVAL
& MANY MORE
CALL FOR APPOINTMENT
83730 49860
7363090555
93/78 Dr Meghnad Saha Sarani, Pradhan Nagar Siliguri

বিসিসিআইয়ের সাহায্য চেয়ে ইডেন গার্ডেন্সে নেপালের ক্রিকেটপ্রেমীরা।

# পর্যটনের স্বার্থে ক্রিকেটে অগ্রগতি চায় নেপাল

শমিদীপ দত্ত

**শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর :** পাহাড়-পর্বত থেকে পর্যটনকেন্দ্র, নানা ক্ষেত্রেই অনেক দেশকে পেছনে ফেলতে পারে নেপাল। এবার ক্রিকেটেও এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে দেশটি। তবে তার জন্য প্রয়োজন বিসিসিআইয়ের সমর্থন। তাই বিশ্বকাপে সবচেয়ে কাছের ভেনু ইডেন গার্ডেনে আসা ক্রিকেটপ্রেমীদের সমর্থন আদায়ে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন নেপালের ক্রিকেট নিয়ে স্বপ্ন দেখা অনীশ বিশ্বকর্মা, বিনয় তামাংরা।

এদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে পেয়ে তাঁদের একটাই অনুরোধ, আমাদের পাশে থাকার জন্য আপনারাও সোশ্যাল মিডিয়ায় হ্যাশট্যাগ নেপাল ক্রিকেট, হ্যাশট্যাগ বিসিসিআই লিখে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। তাঁদের আরও দাবি, পর্যটনের দিক দিয়েও এই ক্রিকেট আমাদের দেশে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে।

অনীশ, বিনয়দের বাড়ি নেপালের বিরাটনগরে। ১৩ জনের এই দল প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপ দেখতে ইডেন গার্ডেনে এসেছে। চলতি মাসের ১৬ তারিখ ইডেন গার্ডেনে হতে চলা সেমিফাইনাল পর্যন্ত নিজেদের দেশের জার্সি, পতাকা নিয়ে তাঁদের ঠিকানা আপাতত রাজ্যের রাজধানী।

এদিন কথা হচ্ছিল ওই দলের মণীশ থাপার সঙ্গে। তাঁর গলায় হতাশার সুর। বললেন, ‘আমাদের ক্রিকেট বোর্ড, সরকার ক্রিকেটে নজর দিচ্ছে না, এমনটা নয়, নতুন স্টেডিয়ামও তৈরি করছে। তবে পরিকাঠামো আর কোথায়!’ নেপাল ক্রিকেটের পরিস্থিতি নিয়ে স্পষ্ট ছবি দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন বিবেক তামাং। তাঁর কথায়, ‘অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রিকেটাররা নিজেদের খরচে খেলাটা চালাচ্ছেন। বিসিসিআই যেভাবে আফগানিস্তানকে সহযোগিতা করেছে, আমাদের সহযোগিতা করলে আমরাও ভালো ফল দিতে পারব।’

ইতিমধ্যে নেপাল বিশ্ব ক্রিকেটে ছাপ ফেলেছে। ২০২৪ সালের টি২০ ওয়ার্ল্ড কাপে কোয়ালিফাই করেছে। এব্যাপারে প্রশ্ন করতেই গর্বের সঙ্গে আরেক ক্রিকেটপ্রেমী দীপেন তামাং বললেন, ‘ভারত সহযোগিতা করলে ২০২৭ সালের বিশ্বকাপেও খেলতে পারব। নইলে কোনও একটা জায়গায় গিয়ে আটকে যাবে দেশের ক্রিকেট।’

২০২৩ সালের বিশ্বকাপ কোয়ালিফাইং রাউন্ডে নেপালের ইউনিভার্সিটি গ্রাউন্ডে আয়োজিত বিভিন্ন ম্যাচে নেপালের সমর্থকদের উন্মাদনা দেখেছেন বিশ্ববাসী। দীপেনরাও প্রতিটি ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন। আনন্দের মধ্যে কিছুটা হতাশা, ওই মাঠে নিরাপত্তা দেওয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। নেপালে এমন এমন জায়গা রয়েছে, যেখানে স্টেডিয়াম করলে পর্যটকরা শুধু ওই সব স্টেডিয়ামই দেখতে যাবেন বলে আশা নেপালের ক্রিকেটপ্রেমীদের।

ঘুরেফিরে এল, বিশ্বকাপ ম্যাচ দেখার অভিজ্ঞতার কথা। দীপেনরা শনিবার ইডেনে হওয়া পাকিস্তান ও ইংল্যান্ড ম্যাচের সাক্ষী থেকেছেন। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে তাঁরা পাকিস্তানকেই সমর্থন করেছিলেন। নেপালের বিরাজ শর্মার কথায়, ‘এত বড় স্টেজে খেলা দেখে খুব ভালো লেগেছে। শিলিগুড়ির অনেক মানুষ খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁরাও আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় বিসিসিআইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থন করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।’

আসলে নেপালে ক্রিকেটের উন্নতি হলে শহরের পর্যটন ব্যবসাতেও বড় প্রভাব পড়বে, বলছিলেন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট স্যানাল। উৎসাহের সুরে বললেন, ‘নেপালের ক্রিকেটে উন্নতি ও শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম হলে এই গোটা চত্বরেই স্পোর্টস টুরিজমে ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি হবে।’

## কালীপুজোয় খুশির রোশনাই ব্যবসায়ীদের

*প্রথম পাতার পর*

এদিকে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদিন বাজি, মিষ্টি ব্যবসায়ীদের মধ্যে যখন স্বস্তির ছাপ, মন্দিরগুলোতে তখনই শেষমুহূর্তের ব্যস্ততা। বিধান রোডের মা ভবানী কালীবাড়ির ভেতর চেয়ার-টেবিল পেতে ভক্তদের থেকে ডালা আর ভোগ নিতে ব্যস্ত ছিলেন মন্দির কমিটির কোষাধ্যক্ষ বাবুল সাহা। মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন অনিন্দ্য রায়। বাবুলকে প্রশ্ন করলেন, ‘ভোগ পাব কখন?’ বাবুলের উত্তর, ‘সোমবার সকাল ৭টায় মন্দিরে চলে আসবেন।’

একই সময় থেকে আনন্দময়ী কালীবাড়িও ভোগপ্রসাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাস বলছিলেন, ‘আমরা বারো থেকে পনেরো হাজার মানুষের জন্য ভোগপ্রসাদের আয়োজন করছি।’

এসবের মধ্যে শহরবাসীর মন টানল নয়াবাজারের মূল রাস্তাও। দীপাবলিকে সামনে রেখে শুধুমাত্র এদিনের জন্য গোটা রাস্তা রাজস্থানি থিমে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। শিলিগুড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জয় সিনহালের মুখে একগাল হাসি। ‘নয়াবাজারের সমস্ত ব্যবসায়ী মিলেই আমাদের এই উদ্যোগ’, জানিয়েছেন তিনি।

## মোবাইল ফেরত

**শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর :** বিভিন্ন সময় হারিয়ে যাওয়া ২১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে দীপাবলির দিন প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। রবিবার ওই মোবাইল মালিকদের শিলিগুড়ি থানায় ডাকা হয়। সেখানে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি (পূর্ব) মকসদুর রহমান ও শিলিগুড়ি থানার আইসি অনুপম মজুমদার মোবাইল ফোনগুলো তুলে দেন। বেশ কয়েকটি সাত থেকে আট মাস আগে হারিয়ে গিয়েছিল। যা নিয়ে শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ মোবাইলগুলো উদ্ধার করে। উৎসবের মধ্যে মোবাইল ফিরে পেয়ে সকলে পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

### আবহাওয়া
সোমবারের পূর্বাভাস

| | সর্বোচ্চ (ডি.সে.) | সর্বনিম্ন (ডি.সে.) |
|---|---|---|
| কলকাতা | ৩২.০ | ২১.০ |
| শিলিগুড়ি | ৩১.০ | ১৬.০ |
| জলপাইগুড়ি | ৩২.০ | ১৫.০ |
| কোচবিহার | ৩২.০ | ২১.০ |
| আলিপুরদুয়ার | ৩১.০ | ১৪.০ |
| মালদা | ৩০.০ | ১৭.০ |
| রায়গঞ্জ | ৩০.০ | ১৬.০ |
| গ্যাংটক | ২১.০ | ১০.০ |

দু’তিন মাসের মধ্যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে গবেষণাকেন্দ্র চালুর আশা নাইসেডের

# যন্ত্রপাতি এলেও পরিকাঠামোয় ঘাটতি

রণজিৎ ঘোষ

**শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর :** উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মডেল রুরাল হেলথ রিসার্চ ইউনিট চালু করতে তৎপরতা শুরু হল। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে এই গবেষণাকেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত জানিয়ে রাজ্যকে জমি চেয়ে চিঠি দিয়েছিল। কলকাতার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা অ্যান্ড এন্টারিক ডিজিজকে (নাইসেড) এই গবেষণাকেন্দ্রের নোডাল এজেন্সি করা হয়। দীর্ঘ টালবাহানায় এতদিন ওই গবেষণাকেন্দ্রের নির্মাণ শুরু হয়নি। কিন্তু চলতি মাসের প্রথম থেকে কাজ শুরু করেছে নাইসেড। দু’তিন মাসের মধ্যেই গবেষণার কাজ চালু করার ব্যাপারে আশাবাদী ওই সংস্থা।

মেডিকেলের এই ভবনে মডেল রুরাল হেলথ রিসার্চ ইউনিটের কাজ শুরু হল।

উত্তরবঙ্গের চিকিৎসা গবেষণাকে আরও উন্নত করতে এই অঞ্চলে একটি মডেল রুরাল হেলথ রিসার্চ ইউনিট তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর ফলে শুধু উত্তরবঙ্গই নয়, পার্শ্ববর্তী রাজ্য সিকিম ও অসম উপকৃত হবে। সব ধরনের ভাইরাসের শনাক্তকরণ, স্থানীয় ভাইরাস চিহ্নিত করা, বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণার কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া লক্ষ্য এই কেন্দ্রের।

এখানে কাজ শুরু করার জন্য বিভিন্ন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াও প্রায় পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ বা আইসিএমআর। তবে গবেষণাকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় ভবন স্বাস্থ্য দপ্তরকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

গত বছরের অক্টোবর মাসে নাইসেডের প্রতিনিধিদল উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে এসে এই গবেষণাকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় একাধিক ভবন পরিদর্শন করে। সেসময়ই নাইসেডের বিজ্ঞানীরা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের পাশে থাকা একটি তিনতলা প্রতীক্ষালয় চিহ্নিত করেছিলেন। ওই প্রতীক্ষালয়টির উদ্বোধন হওয়ার পরও রোগীর পরিজনদের থাকতে দেওয়া হয়নি।

> আমরা ধাপে ধাপে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা শুরু করেছি। বেশ কিছু বিভাগে কর্মী নিয়োগও ইতিমধ্যে হয়েছে।
> *ডাঃ সন্দীপ মুখোপাধ্যায়*

বরং সেটার দোতলাটিকে মেডিকেলের রেকর্ড বিভাগ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। সময়মতো ভবন হস্তান্তর না হওয়ায় নাইসেড মেডিকেলের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলে। পরবর্তীতে দিনরাত কাজ করে ওই রেকর্ড বিভাগ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে জুন মাসে ভবনটি নাইসেডের হাতে তুলে দেয় মেডিকেল কর্তৃপক্ষ।

নাইসেড ওই সময় জানিয়েছিল, তিন মাসের মধ্যে গবেষণাকেন্দ্রটি চালু হয়ে যাবে। তবে ভবনের পরিকাঠামোয় কিছুটা রদবদল প্রয়োজন। কিন্তু কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তর এখনও সেই কাজ করতে পারেনি। যদিও নাইসেডের তরফে ইতিমধ্যে যন্ত্রপাতি নিয়ে আসার কাজ শুরু হয়েছে। নাইসেডের তরফে এই কেন্দ্রের নোডাল অফিসার ডাঃ সন্দীপ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, ‘আমরা ধাপে ধাপে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা শুরু করেছি। বেশ কিছু বিভাগে কর্মী নিয়োগও ইতিমধ্যে হয়েছে।’

# পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় যুবকের মৃত্যুতে অবরোধ

সৌরভ দেব

**জলপাইগুড়ি, ১২ নভেম্বর :** মানবিকতার ভরসা পুলিশের অমানবিক মুখ দেখে জলপাইগুড়িতে ব্যাপক ক্ষোভ।

পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম এক যুবক রাস্তার ধারে যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। চালক তা দেখেও না দাঁড়িয়ে গাড়ি নিয়ে এলাকা থেকে উধাও হয়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা শ্যামল রায় (৩৫) নামে ওই যুবককে তড়িঘড়ি জলপাইগুড়ি মেডিকল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ অবশ্য পরে চালক সহ গাড়িটিকে আটক করে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এদিন এলাকায় ক্ষোভ ছড়ায়। মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়ে এক ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। পুলিশের তরফে আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার ৩১ডি জাতীয় সড়কের পাশে থাকা সুভাষনগর এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়ায়।

ডিএসপি (সদর) সমীর পাল বলেন, ‘ওটা পুলিশের গাড়ি ছিল। আমরা সেটিকে আটক করেছি। মামলা রুজু করা হচ্ছে। চালকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে। পরিবারকে সোমবার পুলিশ অফিসে ডাকা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে পদ্ধতি রয়েছে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হবে।’

এদিন ঘড়িতে তখন সকাল সাড়ে ৯টা। মেয়েকে প্রাইভেট টিউশন থেকে আনতে ফগলাইন মুন্ডাবস্তির বাসিন্দা শ্যামল সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন।

জাতীয় সড়ক পার হওয়ার জন্য তিনি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। শিলিগুড়িগুড়িগামী পুলিশের একটি সাদা রংয়ের গাড়ি সেই সময় তাঁকে ধাক্কা মারলে শ্যামল রাস্তার ধারে পড়ে কাতরাতে থাকেন। দেখে আশপাশ থেকে অনেকেই ঘটনাস্থলে আসেন।

অভিযোগ, গাড়ির ধাক্কায় শ্যামল জখম হয়েছেন দেখেও না থেমে গতি বাড়িয়ে চালক পালিয়ে যান। দুর্ঘটনাস্থলের ঠিক পাশেই সমারু রায়ের চায়ের দোকান। সমারু বললেন, ‘শ্যামল রাস্তা পার হওয়ার জন্য একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঠিক সেইসময় পুলিশের গাড়ি একটি ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে শ্যামলকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর পুলিশের গাড়ির গতি কমে গিয়েছিল। শ্যামলকে পড়ে থাকতে দেখে আমরা কয়েকজন ওখানে যেতেই গাড়িটি গতি বাড়িয়ে চোখের নিমেষে উধাও হয়ে যায়।’ পাশে থাকা দুলাল বললেন, ‘পুলিশের গাড়িটি শ্যামলকে তুলে সামনে থাকা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু ওরা সেই চেষ্টা করেনি। পরিবারটি যাতে খেয়েপরে বাঁচতে পারে তাই পুলিশের তরফে ওঁদের চাকরির ব্যবস্থা করা উচিত।’ প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, পুলিশের গাড়িটিতে বেশ কয়েকজন ছিলেন। ঘটনায় দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি ও ওই যুবকের পরিবারের ক্ষতিপূরণের দাবিতে বাসিন্দারা পরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন।

# তুলে নিয়ে শ্যালিকাকে ধর্ষণ

**আলিপুরদুয়ার, ১২ নভেম্বর :** এই পুজোর মরশুমেই সামনে এল আলিপুরদুয়ারের এক নাবালিকাকে স্কুলের সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ। ওই অভিযোগ উঠেছে সেই নাবালিকার জামাইবাবুর বিরুদ্ধে। আর পুলিশের কাছে এই অভিযোগ জানিয়েছেন সেই নাবালিকার নিজের দিদি, সেই অভিযুক্তের স্ত্রী নিজেই। লিখিত অভিযোগ পেয়ে সেই জামাইবাবুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ঘটনাটি ঘটেছে বেশ কয়েকদিন আগে। দুর্গাপুজোর ছুটি শুরু হওয়ার আগেই। তবে ভয়ে সেই নাবালিকা দীর্ঘদিন ঘটনার কথা গোপন করে ছিল। পরে যখন জানাজানি হয়ে যায়, তখন তার বাড়ির লোকজন পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেইমতো শনিবার রাতে আলিপুরদুয়ার মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে মেয়েটির দিদি। তারপর তদন্তে নেমে সাফল্য পায় পুলিশ। রবিবার অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হলে চারদিনের জেল হেপাজত দেওয়া হয়। পাশাপাশি এদিন ওই নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে।

বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, গত বেশ কয়েকদিন ধরে ওই নাবালিকার আচরণ যেন বদলে গিয়েছে। তা দেখেই প্রথমে সন্দেহ হয় পরিবারের লোকজনের। একা একা বসে থাকত সে। একা একাই কান্নাকাটি করত। তখন বাড়ির লোকজন তাকে চেপে ধরে। সে তখন জামাইবাবুর কীর্তির কথা খুলে বলে। দীর্ঘদিন ধরেই নাকি তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মেয়েটির মোবাইলের কল লিস্ট দেখে তা জানতে পারেন তার পরিবারের সদস্যরা।

ঘটনার কথা জানাজানি হওয়ার পর, স্বামী নয়, বোনের পাশেই দাঁড়িয়েছেন অভিযুক্তের স্ত্রী। তিনি কড়া ভাষায় বলেন, ‘আমার নাবালিকা বোনকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে আমার স্বামী। পুজোর আগের ঘটনা হলেও বিষয়টি এখন আমরা বুঝতে পারি। আমি ওর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি।’ওই পড়ুয়া ও পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, পুজোর ছুটির দিন দুয়েক আগে স্কুলে যাওয়ার পথে ওই পড়ুয়াকে আলিপুরদুয়ার জংশন সংলগ্ন এলাকা থেকে তুলে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। তারপর মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া হয় আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের একটি বাড়িতে। সেখানেই মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয় বলে কিশোরীর পরিবারের লোকজনের অভিযোগ। তারপর আবার তাকে স্কুল সংলগ্ন এলাকাতেই নামিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে মেয়েটি বাড়ি ফিরে আসে। তবে সেদিন সে অন্যদিনের তুলনায় একটু বেশি দেরিতেই বাড়ি ফিরেছিল। দেরি করার কারণ জানতে চাইলেও তখন সে কিছু বলেনি।

কিন্তু মেয়েটি এতদিন মুখ খোলেনি কেন? নাবালিকার কথায়, ধর্ষণের পর তাঁর বাড়ির লোকজনকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। সেই কারণে ওই কিশোরী এতদিন মুখ বুজে ছিল। কিন্তু উদ্বেগ আর আতঙ্ক চেপে রাখতে পারেনি। তার আচরণে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তারপর চেপে ধরতেই সব কথা খুলে বলে।

# নেড়িদের তাড়ায় অতিষ্ঠ বিদেশি সারমেয়কে আশ্রয়

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

**বীরপাড়া, ১২ নভেম্বর :** বাড়ি থেকে পালিয়েছিল, নাকি মালিক তাড়িয়ে দিয়েছিল, তা জানা যায়নি। তবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বীরপাড়ার সুখে থাকা বিদেশি সারমেয়টি ঘরের বাইরে পা দিয়েই বুঝেছিল, বাইরের দুনিয়াটা বড়ই কঠিন। প্রতি পদে রয়েছে টিকে থাকার থাকার লড়াই। কারণ, তাকে দেখেই তেড়ে এসেছিল ‘জাতভাইরা’-ই। জাতভাইরা অবশ্য পিওর দেশি। যাদের আমরা নেড়ি বলেই চিনি।

এদিকে, সে নিজে ভারতীয় হলেও বিদেশি বংশোদ্ভূত এবং হ্যান্ডসাম। লোম দেখে বোঝা যায়, স্নানের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় শ্যাম্পু। পরিপাটি করে চিরুনি দেওয়া লম্বা লম্বা লোম। অমন চেহারা তো নেড়িদের দলে পুরোদস্তুর বেমানান।

তাই দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে গিয়েছিল বীরপাড়ার হোঁতকা, লেজ কাটা, লাল লোমওয়ালা, ঘেয়ো, ল্যাংড়ারা। নেড়িদের সম্মিলিত তাড়ায় বিদেশি তখন প্রাণপণ ছুটছে। পেছনে তেড়ে আসছে নেড়িরা। বিদেশির বরাতে দামি পুষ্টিকর খাবার জুটলেও দেশিদের বরাতে তো শুধুই উচ্ছিষ্ট! তবে ফেলে দেওয়া বাসি পচা খাবার খেয়ে দেশিদের শরীরে তো ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাসের অ্যান্টিবডি গড়ে উঠেছে। জীবনসংগ্রামে অনেক বেশি অভ্যস্ত ওরা। ওরা থোড়াই আর আদুরে বিদেশিকে রেয়াত করে!

তবে বিদেশিটার বরাত ভালো, মানতেই হবে। পড়ল একেবারে রাঙ্গালিবাজনার ইন্দ্রজিৎ তালুকদারের হাতেই। ইন্দ্রজিতের শ্বশুরবাড়ি বীরপাড়াতেই। ইন্দ্রজিৎ পশুপ্রেমী। ভেবেছিলেন, শ্বশুরবাড়িতেই রেখে দেবেন বিদেশি কুকুরটাকে। কিন্তু তা হল না তার। কারণ তাঁর শ্বশুরবাড়িতে নেই নেই করে বারোটি কুকুর। সবাই দেশি। বিদেশিকে দেখে কেউ দাঁত বের করে পাঁয়তারা করছে, কেউ গরগর আওয়াজ করছে। আবার কারও লেজ ৯০ ডিগ্রি খাড়া। বৃহস্পতিবারের রাতটা একটা ঘরে কোনওরকমে বিদেশিকে রেখেছিলেন ইন্দ্রজিৎ। বুঝে যান, বিদেশিকে কিছুতেই তাঁর শ্বশুরবাড়িতে মেনে নেবে না দেশিরা।

তাই ভাই অভিজিৎকে বলেন, এর একটা কিছু ব্যবস্থা করে দে। অভিজিৎ সেটিকে তুলে দেন ধূপগুড়ির বকরিবাড়ির অলোক রায়ের হাতে। অলোকের বাড়িতে এখন আদরেই রয়েছে বিদেশি কুকুরটি। অলোক জানান, কুকুরটি পাইরেনিয়ান শিপডগ প্রজাতির।

রবিবার অভিজিৎ বলেন, ‘বোঝাই যাচ্ছে কুকুরটি আদরে থাকতে অভ্যস্ত। সোফা কিংবা বিছানা ছাড়া ঘুমোয় না। চিকেন ছাড়া কিছুই খেতে চায় না।’ অলোকও বলেন, ‘আপাতত চিকেনই খাওয়াচ্ছি। কিন্তু ধীরে ধীরে ওকে ভাত খেতে অভ্যস্ত করব। এখন সোফায় ঘুমোচ্ছে। চেষ্টা করব চট বস্তায় ঘুমোতে শেখানোর। আমি প্রাণী ভালোবাসি। তাই এটিকে নিয়ে এসেছি। ওর মালিকের খোঁজ পাওয়া গেলে অবশ্যই ফিরিয়ে দেব।’ ইন্দ্রজিৎ বলেন, ‘অলোক ওই কুকুরটির দায়িত্ব না নিলে সমস্যায় পড়তাম। একে রাস্তায় ছেড়ে দিলে তো দেশি কুকুররা ছিঁড়ে খাবে। হয়তো জামাইয়ের সৌজন্যে আমার শ্বশুরবাড়ির দেশি কুকুররা বিদেশিকে একটা রাতের ছাড় দিয়েছিল। কিন্তু স্থায়ীভাবে ওদের দলে বিদেশি কুকুরকে ওরা কোনওদিনই মেনে নিত না।’

ধূপগুড়ির অলোক রায়ের বাড়ির সোফায় বীরপাড়ার সেই কুকুরটি।

## চিন্নাস্বামীতে রাহুল-শ্রেয়সের ‘দীপাবলি’

*প্রথম পাতার পর*

চলতি বছরে সর্বাধিক পঞ্চম শতরানের ওপেনিং জুটি যা ভাঙে তেজার দুরন্ত ক্যাচে। ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে একেবারে বাউন্ডারি লাইনে ধরা পড়েন গিল।

৬১ করার পথে রোহিতের মুকুটে এক ঝাঁক পালক। শচীন তেন্ডুলকারের পর (১৯৯৬, ২০০৩) দ্বিতীয় ভারতীয় দুটি বিশ্বকাপে ৫০০ প্লাস রান হিটম্যানের (২০১৯, ২০২৩)। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে (৪৬৫, ২০০৩) পিছনে ফেলে ভারত অধিনায়ক হিসেবে এক বিশ্বকাপে সর্বাধিক রান।

একটি বিশ্বকাপে সর্বাধিক ছক্কা (আগের রেকর্ড ইয়োন মরগ্যানের ২২টি, ২০১৯)। এবি ডিভিলিয়ার্সকে (৫৮টি, ২০১৫) টপকে এক বছরে সর্বাধিক ওভার বাউন্ডারির বিশ্বরেকর্ডও রোহিতের দখলে।

কোহলিও ‘বিরাট’ রেকর্ডের প্রত্যাশা জাগিয়েছিলেন। কলকাতার পর নিজের দ্বিতীয় ঘর বেঙ্গালুরু-টানা দ্বিতীয় শতরানে শচীনকে (৪৯) পিছনে ফেলার মঞ্চটা যদিও হাতছাড়ার আক্ষেপ নিয়ে ফিরলেন। রোলফ ভ্যান ডার উইকে ব্যাকফুটে কাট করতে গিয়ে উইকেট ছিটকে যায়। ৫১-তেই ইতি কোহলিকে ঘিরে তৈরি হওয়া স্বপ্ন।

বিরাট যখন আউট হন, স্কোর ২০০/৩। হাতে আর ২১.২ ওভার। বিরাট-আক্ষেপ মুছে দিয়ে এখান থেকেই চিন্নাস্বামীর দীপাবলির উৎসবকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেন শ্রেয়স-লোকেশ। মুম্বইয়ে শ্রীলঙ্কা-ম্যাচে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করেছিলেন শ্রেয়স। আত্মবিশ্বাসের ঝলক এদিনও।

চিন্নাস্বামী আবার লোকেশের ক্রিকেটীয় আঁতুড়। গত দুই ম্যাচে সেভাবে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। আজ পেয়ে সুযোগ হাতছাড়া করেননি। নান্দনিক ক্রিকেটীয় শটের সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনির ‘হেলিকপ্টার’-এর মিশ্রণ। নিটফল, বিশ্বকাপে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম ৬২ বলে শতরান করে। বিশ্বকাপে চতুর্থ উইকেটে শ্রেয়সের সঙ্গে ২০৮, যা ভারতীয় রেকর্ড। শ্রেয়স অবশ্য ফিরলেন ৯৪ বলে ১২৮ রানে অপরাজিত থেকে। ৪১০/৪-এর রেকর্ড ইনিংসে ১৬টি ছক্কা এবং ৩৭টি চার। যার কোনও জবাবই ছিল না নেদারল্যান্ডসের কাছে।

# আপাতত হারানোর কিছু নেই

*প্রথম পাতার পর*

তাঁকে লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা হলে তিনিও আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন মহুয়াও। এথিকস কমিটির সুপারিশ নিয়ে একজন প্রাক্তন সাংসদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, এথিকস কমিটির আচরণ এত নির্বোধের মতো এবং কমিটির সুপারিশে এত ফাঁকফোকর রয়েছে যে, এর ভিত্তিতে বহিষ্কৃত হওয়ার পর মহুয়া আদালতে গেলে নিশ্চিতভাবে বিজেপির মুখ পুড়বে।

এথিকস কমিটির সুপারিশে ফাঁকফোকরগুলি কী কী? নিশিকান্ত দুবের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এথিকস কমিটি মহুয়াকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু মহুয়া যে অর্থের বিনিময়ে লোকসভায় প্রশ্ন করেছেন, তার কোনও তথ্যপ্রমাণ এথিকস কমিটি পেশ করতে পারেনি। বরং কমিটি সুপারিশ করেছে, অভিযোগগুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানো হোক। প্রশ্ন উঠবেই, তদন্ত করানোর আগে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত কেন? এ তো অনেকটা সেই আগে জেলে ঢোকাও, তারপর প্রমাণ জোগাড় করোর মতো ব্যাপার।

যদি ধরে নিই যে, এথিকস কমিটিকে দেওয়া হীরানন্দানীর চিঠিটিকে প্রমাণ হিসেবে হাজির করা হচ্ছে, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়। প্রথমত, যে হীরানন্দানী গোষ্ঠী তাদের বিরুদ্ধে অর্থ দিয়ে প্রশ্ন তোলানোর অভিযোগ প্রথমে অস্বীকার করেছিল, তারা হঠাৎ এমন একটি চিঠি এথিকস কমিটিকে কেন পাঠাল, সেটাই রহস্য।

এথিকস কমিটির বৈঠকে হীরানন্দানীকে প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন মহুয়া। সে সুযোগ দেওয়া হয়নি। এরপর মহুয়া সত্যি সত্যি আদালতে গেলে এই প্রসঙ্গগুলি উঠবে। তখন আদালতে হীরানন্দানীকে তলব করা হলে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। হীরানন্দানী তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে মহুয়া বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত কিছু উপহার নিয়েছিলেন- একথা কিন্তু মহুয়া একবারও অস্বীকার করেননি।

যে কেউ, এমনকি একজন সাংসদও ব্যক্তিগত বন্ধুর কাছ থেকে উপহার নিতে পারেন। সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হতে পারে না। বরং এথিকস কমিটিতে মহুয়াকে ব্যক্তিগত এবং অশালীন আক্রমণ করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যরা তুলেছেন, আদালতের বিচার্য বিষয়ে সেগুলিকে টেনে আনতে পারেন মহুয়া। তাহলে মহিলা বিল পাশ করার কৃতিত্ব দাবি করা নরেন্দ্র মোদির দলের মুখ পুড়বে।

নিয়মানুযায়ী এথিকস কমিটির খসড়া রিপোর্ট বাইরে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু তাঁর সম্পর্কিত রিপোর্টটি কীভাবে বাইরে প্রকাশিত হল, কারা, কোন উদ্দেশ্যে রিপোর্টটি বাইরে প্রকাশ করে দিল, আদালতে সেই প্রশ্ন তুলতেই পারেন মহুয়া। তিনি এ প্রশ্নও তুলতে পারেন যে, লোকপাল কিছু বলার আগে নিশিকান্ত দুবে কীভাবে এক্স হ্যান্ডেলে লিখে দিলেন যে, মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে লোকপাল।

মহুয়া যুক্তি দিতেই পারেন যে, তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এইসব কাজ করা হয়েছে। গাজোয়ারি করতে গিয়ে বহু ফাঁকফোকর রেখে দিয়েছে বিজেপি। ফলে মহুয়ার হাতে এসে গিয়েছে তুরুপের তাস। মনে রাখতে হবে, আদানিদের সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন মহুয়া, তা নিয়ে সরকারপক্ষ কখনও কোনও গ্রহণযোগ্য উত্তর দেয়নি।

বর্তমান ঘটনাবলিতে জাতীয় রাজনীতিতে মহুয়ার গুরুত্ব বেড়েছে। কংগ্রেস মহুয়ার পাশে দাঁড়িয়েছে। তিনি বামপন্থীদের সমর্থনও পেয়েছেন। জাতীয় রাজনীতিতে মহুয়ার প্রতি এই সমর্থন তৃণমূল কংগ্রেস অস্বীকার করতে পারছে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও মহুয়ার হয়ে কথা বলতে হচ্ছে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে মহুয়ার প্রার্থীপদ বোধকরি পাকা হয়ে গেল। আরেকটি প্রশ্ন পাঁচ পাবলিকের মনে জাগছে। ঘুমন্ত এথিকস কমিটি হঠাৎ জেগে উঠে যেভাবে মহুয়াকে বহিষ্কারের সুপারিশ করল, সেটি কি ঝুলি থেকে কালো বিড়াল যাতে বেরিয়ে না পড়ে, তার জন্য?

# শব্দদানবে জব্দ শহর

*প্রথম পাতার পর*

কিন্তু হাসপাতাল, নার্সিংহোমগুলির আশপাশ এলাকায় যেভাবে বাজি ফেটেছে তাতে স্পষ্ট, মানুষের মধ্যে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। শহরে কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।’

নিষিদ্ধ শব্দবাজি যাতে শহরের দোকানগুলিতে বিক্রি না হয় বা সাধারণ মানুষের হাতে না পৌঁছায়, তার জন্য পুলিশি অভিযান কম হয়নি। কিন্তু এরপরেও রবিবার যেভাবে বাজি ফেটেছে, তাতে নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। দেশবন্ধুপাড়ার বিমলশংকর সরকার যেমন বলেন, ‘ঠিকমতো নজরদারি থাকলে এভাবে বাজি ফাটে না।’

প্রশ্নের মুখে পড়েছে প্রশাসনিক ভূমিকা। কাওয়াখালির বাজি বাজার থেকেই ৯০ শতাংশ নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি হয়েছে বলে অভিযোগ সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থা সহ বিভিন্ন সংগঠনের।

নিষিদ্ধ শব্দবাজি সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য সংগঠনগুলির তরফে তিনটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছিল। শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তরফে রূপক দে সরকার বলেন, ‘আমরা অসংখ্য অভিযোগ পেয়েছি। প্রায় প্রতিটি পাড়া থেকেই অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।’ পুলিশের তরফে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এসিপি (পশ্চিম) সুভেন্দ্র কুমারের বক্তব্য, ‘সর্বত্রই নজরদারি ছিল। কিছু ক্ষেত্রে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।’

রবিবার শহরে কী হতে পারে, তার অবশ্য কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছিল গত দু’দিন ধরেই। বিক্ষিপ্তভাবে হলেও একাধিক পাড়া থেকে বাজির শব্দ এবং মধ্যরাতে শব্দবাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে বিস্তর অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে কালীপুজোর আগেও। শনিবার মাঝরাতেও সূর্যনগর, শান্তিনগর, ফুলেশ্বরী, ভক্তিনগর সহ শহরের বেশ কয়েকটি এলাকায় বাজি ফেটেছে বলে সেখানকার বাসিন্দাদের অভিযোগ। যথারীতি রবিবার রাতে তার তীব্রতা বেড়েছে, মানুষের ঘুম উড়েছে।

সবচেয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছে প্রবীণ ও শিশুদের। চিকিৎসকদের বক্তব্য, শিশু এবং বয়স্কদের কথা ভাবা উচিত সকলের। মাত্রাতিরিক্ত শব্দে হৃদযন্ত্রের এবং দূষণের জন্য ফুসফুসের যে ক্ষতি হয়, মনে করিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা। যদিও রবিবার চিকিৎসকদের পরামর্শ কতজন কানে তুলেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

## কোম্পানি-যোগ ‘স্বীকার’ বালুর

*প্রথম পাতার পর*

এক সপ্তাহ আগে তাঁকে আদালতে আনার সময় যে শারীরিক অবস্থা ছিল, তার চেয়ে এখন অনেকটা খারাপ হয়েছে। আমার মক্কেলকে কোনও সরকারি হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করানো হোক।’ তবে ইডি’র আইনজীবী দাবি করেন, কমান্ড হাসপাতালে নিয়মিত মন্ত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়েছে। সেখানকার চিকিৎসকদের মতে, জ্যোতিপ্রিয়র অবস্থা স্থিতিশীল। হাসপাতালে ভর্তি করার মতো শারীরিক অবস্থা তাঁর নয়।

জেলে যাওয়ার জন্য তিনি কিছুটা স্বস্তিতে বলে শরীরী ভাষায় মনে হয়েছে। আদালত থেকে সংশোধনাগারে যাওয়ার সময় জ্যোতিপ্রিয় বলেন, ‘ইডি থেকে মুক্তি পেলাম। জেলে যাচ্ছি। বাকি কথা পরে বলব।’ বাকি কোন কথা বলবেন, তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি। চালকল ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের ৯ কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগ উড়িয়ে দেন তিনি। বালু বলেন, ‘ওসব ওদের গল্প। এসব ছেড়ে দিন।’

# তমসো মা জ্যোতির্গময়

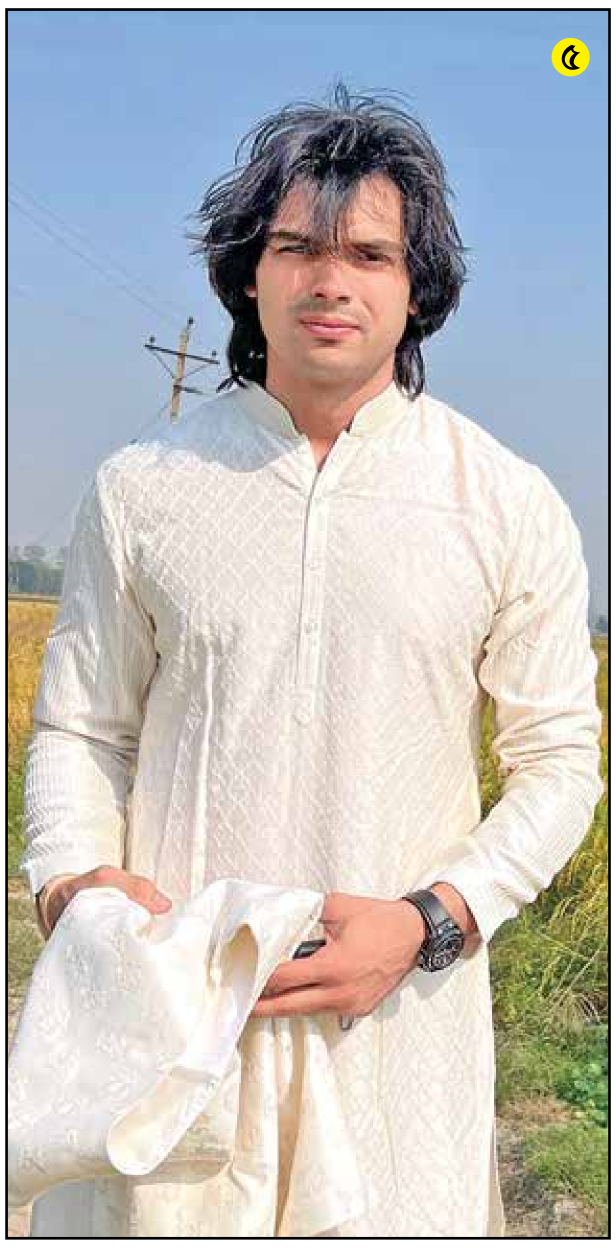

*দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে (১) স্ত্রীর সঙ্গে কেশব মহারাজ, (২) অনুষ্কার সঙ্গে বিরাট কোহলি, (৩) আড্ডার মেজাজে ঈশান কিষান, শুভমান গিল, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজরা, (৪) শেরওয়ানিতে সেজে মহম্মদ সামি, (৫) নীরজ চোপড়া, (৬) সস্ত্রীক রবীন্দ্র জাদেজা, (৭) বান্ধবী গীতশ্রীর সঙ্গে ফুটবলার প্রবীর দাস, (৮) স্ত্রী দেবিশার সঙ্গে সূর্যকুমার যাদব ছবি পোস্ট করলেন। ভারতীয় ক্রিকেটারদের ছবিগুলি শনিবার পোস্ট করা।*

*হলুদ কার্ড দেখে নির্বাসিত টেন হ্যাগ।*

## ড্র সিটির, জয়ে সালাহরা

**লন্ডন, ১২ নভেম্বর :** জিতেও স্বস্তিতে নেই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হ্যাগ। শনিবার রাতে লুটন টাউনের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জয়ের ম্যাচে মরশুমের তৃতীয় হলুদ কার্ডটি তিনি দেখেছেন। ফলে ২৬ নভেম্বর এভারটনের বিপক্ষে রিজার্ভ বেঞ্চে বসতে পারবেন না তিনি। এই নিয়ে ডাচ কোচ বলেছেন, 'একটা সময়ের পরে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। আমিও সেটাই করেছি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের দক্ষ কোচিং স্টাফ রয়েছেন। তাঁরা আগামী ম্যাচে নিজেদের দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করবেন।' ম্যাচের পর চিকিৎসা করাতে চলে যান ইউনাইটেডের স্ট্রাইকার রাসমাস হোজলুন্ড। টেন হ্যাগ বলেছেন, 'ওর চোট সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না। সবটা জানতে হলে ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।'

রবিবার লিভারপুল ৩-০ গোলে ব্রেন্টফোর্ডকে হারাল। ৩৯ মিনিটে মহম্মদ সালাহ লিভারপুলকে এগিয়ে দেন। ৬২ মিনিটে তিনি লিড ডাবল করেন। ৭৪ মিনিটে দিয়োগো জোটার গোলে ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত হয়। চেলসির বিরুদ্ধে উত্তেজক ম্যাচে ৪-৪ গোলে ড্র করেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। সিটির হয়ে জোড়া গোল করেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। তাদের অন্য দুই গোল স্কোরার ম্যানুয়েল আকাঞ্জি ও রড্রি হার্নান্ডেজ। চেলসির থিয়াগো সিলভা, রাহিম স্টার্লিং, নিকোলাস জ্যাকসন ও কোল পালমার গোল পেয়েছেন।

**উঠছে লেওয়ানডস্কির রেকর্ড ভাঙার প্রসঙ্গ**

## বায়ার্নের জয়ে ফের নায়ক কেন

**মিউনিখ, ১২ নভেম্বর :** বুন্দেশলিগায় বায়ার্ন মিউনিখের শাসন অব্যাহত। শনিবার হেডেনহেমের বিরুদ্ধে ৪-২ গোলে জিতল টমাস টুচেলের দল। নেপথ্যে সেই অপ্রতিরোধ্য হ্যারি কেনের জোড়া গোল। এই নিয়ে ১১ ম্যাচে ১৭টি গোল করে ফেললেন ব্রিটিশ স্ট্রাইকার। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখলে লিগে রবার্ট লেওয়ানডস্কির ৪১ গোলের রেকর্ড কয়েকদিনের মধ্যেই ছাপিয়ে যাবেন বলেই মত বিশেষজ্ঞমহলের।

তবে এই নিয়ে এখনই ভাবতে রাজি নন ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ গোলদাতা। তিনি বলেছেন, 'এখনও অনেক পথ যেতে হবে। তাই এই নিয়ে আপাতত ভাবছি না। তবে জানি, আমি যতবারই গোল করব ততবারই বিষয়টি উঠে আসবে।' হ্যারি যোগ করেছেন, 'আমি এখন প্রতিটি ম্যাচে ফোকাস করতে চাই। এপ্রিলে যদি আমরা লিগ জয় নিশ্চিত করার কাছাকাছি পৌঁছোতে পারি, তখন অবশ্যই রেকর্ডটি ভাঙার চেষ্টা করব।'

ম্যাচের প্রথমার্ধেই দুই গোলে এগিয়ে যায় ৩২ বারের লিগজয়ীরা। সৌজন্যে ১৪ ও ৪৪ মিনিটে করা কেনের গোল। দ্বিতীয়ার্ধে টিম ক্লেইডিয়েনস্ট ও জান নিকলাস বেস্টের গোলে সমতায় ফেরে হেডেনহেম। এরপর রাফায়েল গুয়েরেরো ও এরিক ম্যাক্সিম চৌপো-মোতিংয়ের গোলে বায়ার্ন জয় নিশ্চিত করে। ফলে ১১ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে জার্মান জায়েন্টরা।

## কলকাতায় বাভুমা-স্মিথরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বর :** দুই দলই দুরন্ত ছন্দে। দুই দলই স্বপ্ন দেখছে বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছানোর। এমন মনোভাব নিয়ে কালীপুজোর বিকেলে কলকাতায় পৌঁছে গেলেন স্টিভেন স্মিথ, টেম্বা বাভুমারা। বৃহস্পতিবার একদিনের বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। তার আগে দুই দলই কালীপুজো ও দীপাবলির ঘোরের মধ্যে রয়েছে। সোশ্যাল দুনিয়ায় ডেভিড ওয়ার্নার আজ সকালেই ভারতবাসীকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পরে সন্ধ্যার দিকে কলকাতায় পৌঁছানোর পর তিনিও সতীর্থদের সঙ্গে আলো ও শক্তির উৎসবে শামিল হয়েছেন।

সেমিফাইনালের আগে দ্রুত সেরে উঠছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। শুক্রবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছিল, মেডিকেল টিম বাভুমাকে পরীক্ষা করেছে। তিনি দ্রুত উন্নতি করছেন। তাঁকে আপাতত মেডিকেল টিমের অধীনে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। বোর্ডের তরফে বলা হয়েছে, বাভুমা রবিবার সকালে চোটের জন্য ডাক্তারের কাছে স্ক্যান করাননি।

# র‌্যাংকিংয়ে পিছিয়ে থাকলেও কুয়েত বিপজ্জনক : স্টিমাক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বর :** ফিফা র‌্যাংকিং দিয়ে কুয়েতকে বিচার করলে ভুগতে হবে। হুঁশিয়ারি ইগর স্টিমাকের।

ফিফা বিশ্বকাপ যোগ্যতার্জন পর্বে এবার তৃতীয় রাউন্ডে যাওয়ার যথেষ্ট ভালো সুযোগ আছে ভারতের কাছে। আর এই পর্বের শুরুতেই সুনীল ছেত্রীদের খেলতে হবে কুয়েতের বিরুদ্ধে। যাঁদের বিরুদ্ধে এই কিছুদিন আগেই খেলে জয় তুলে নিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্টিমাক মনে করছেন, এই বাছাই পর্বে কাজটা মোটেই সহজ হবে না তাঁদের পক্ষে। তিনি বলেন, 'ওরা কতটা ভালো দল, সেটা খুব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমরা। ফিফা র‌্যাংকিং দিয়ে কুয়েতকে বিচার করলে ভুল হবে। সঠিক যোগ্যতামান এতে বোঝা যায় না। ওই র‌্যাংকিংয়ের থেকে ওরা অনেক অনেক ভালো দল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ওরা যেভাবে খেলেছে তাতে এটা পরিষ্কার, ওরা যে কোনও দলকে ঝামেলায় ফেলতে পারে। তাই আমাদের একেবারেই ফোকাস নড়ানো যাবে না। অমনোযোগী হলেই বিপদ।'

কুয়েত ফিফা র‌্যাংকিংয়ে আছে ১৩৬ নম্বরে। অর্থাৎ ভারতের থেকে ৩৪ ধাপ নীচে। স্টিমাক শুধুই যে কুয়েতের দক্ষতার জন্য এই কথা বলেছেন তা নয়। ফুটবলাররা আপাতত ঘরোয়া ফুটবলে ব্যস্ত ছিল। কুয়েত ম্যাচ খেলার আগে বাড়তি সময়ও পাচ্ছেন না তাঁরা নিজেদের ফের আন্তর্জাতিক ফুটবলমুখী করে তুলতে। সেটাই যে স্টিমাককে ভাবাচ্ছে, সেকথাও বলেছেন তিনি, 'এই ম্যাচের জন্য নিজেদের মানসিকতা আন্তর্জাতিক ফুটবলের উপযোগী করে তুলতে হবে। ছেলেরা সেটা কত তাড়াতাড়ি পারবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। তবু আমরা কিছুটা সময়

পাচ্ছি। আশা করি, পাঁচদিন যথেষ্ট সময় মনটাকে ঘরোয়া থেকে আন্তর্জাতিক ফুটবলের উপযোগী করে তুলতে। আর আমরা কোচেরা সেই কাজটাই করছি।'

ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ ও সাফের আগে ভারতীয় দল লম্বা প্রস্তুতির সময় পেয়েছিল। তাই সেই সময় কুয়েতের বিরুদ্ধে হওয়া ভালো ফলের কথা ছেলেদের মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে বলেই পরামর্শ স্টিমাকের, 'সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সময়ে আমরা খেলেছিলাম লম্বা প্রস্তুতির পর। তাই সেসময় আমরা যে অসাধারণ ফুটবল কুয়েতের বিরুদ্ধে খেলি, সেটা মাথায় রাখা উচিত নয় ছেলেদের। কারণ এখন আমরা একেবারেই অন্যরকম পরিস্থিতির মধ্যে আছি। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ধরনের ফুটবল খেলে এসেছে সদ্য। তাই আমরা দুর্দান্ত খেলতে যাচ্ছি, এটা বললে মিথ্যা বলা হবে। বরং আমাদের কাছে এখন একমাত্র লক্ষ্য হল বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে ভালো ফল করা। আমার ছেলেদের জন্য পরামর্শ হল, কুয়েতের বিরুদ্ধে জুন-জুলাইয়ে কী হয়েছে সেটা দ্রুত ভুলে যাও এবং নতুন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হও। মনঃসংযোগ একেবারেই নষ্ট করা চলবে না। ম্যাচের জন্য এটাই হবে সঠিক পন্থা।' কুয়েতে কী ধরনের মাঠে খেলতে হবে, তা নিয়ে চিন্তায় আছেন জাতীয় দলের হেড কোচ। তিনি বলেছেন, 'খারাপ মাঠ হলে পাসিং ফুটবল এবং খেলায় গতি আনায় সমস্যা হয়। তাই কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া যাবে না এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে। তবে কীভাবে খেলতে হবে, সেটা নিয়ে আলোচনা হবে। আমরা আত্মবিশ্বাসী, সমস্যা হলে খেলার ধরন সেই অনুযায়ী পরিবর্তন করার ব্যাপারে।' এখন দেখার, কুয়েত তাঁর দলের জন্য কী ধরনের মাঠ এবং কতটা বিপজ্জনক হয়ে অপেক্ষা করছে আগামী ১৬ তারিখ।

# ব্রাজুকাদের আক্রমণে জয় রিয়াল মাদ্রিদের

**মাদ্রিদ, ১২ নভেম্বর :** চ্যাম্পিয়ন্সে আধিপত্য বজায় রাখার পর লা লিগাতেও জয়ে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ। সপ্তাহের শুরুতে লিগে রায়ো ভায়োকায়োর বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্রয়ে অস্বস্তিতে পড়েছিল রিয়াল। তবে শনিবার ঘরের মাঠে ভ্যালেন্সিয়াকে ৫-১ গোলের বড় ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়ে সঠিক ট্র্যাকে ফিরল কার্লো অ্যান্সেলোত্তির লা লিগা অভিযান। গত সপ্তাহে কাঁধে চোট পাওয়া জুডে বেলিংহ্যামকে এদিনও দলে পায়নি রিয়াল। তবে দলে এই মরশুমের গোল মেশিনকে না পেলেও তাতে কোনও অসুবিধা হয়নি লস ব্লাঙ্কোসদের। শুরুতেই দলকে এগিয়ে দেন রাইট ব্যাক ড্যানি কার্ভাহাল। যদিও এতে দমে যায়নি ভ্যালেন্সিয়া। পরপর দুটি সুযোগ পেলেও আন্দ্রে লুনিনের ক্ষীপ্রতায় তা কাজে লাগাতে পারেননি হুগো দুরো। তবে ভ্যালেন্সিয়ার রক্ষণে টানা চাপ বজায় রাখেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার ও রডরিগো। সমর্থকরা যাঁদের ব্রাজুকা জুটি নামে ডাকতে পছন্দ করেন।

৪২ মিনিটে রডরিগোর অ্যাসিস্টে বল জালে পাঠান ভিনি। ৪৯ মিনিটে ফের রডরিগোর অ্যাসিস্টে গোল করেন ভিনি। দুটি অ্যাসিস্টের পর ৫০ ও ৮৪

*জোড়া গোলের পর এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গার সঙ্গে নাচ ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের।*

মিনিটে নিজের জোড়া গোলে দলের স্কোর ৫-০ করে দেন রডরিগো। ম্যাচের শেষলগ্নে হুগো গোল করলেও তা ম্যাচের ফলে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। ম্যাচ শেষে দলের খেলায় খুশি কোচ কার্লো। তিনি বলেছেন, 'এটা আমাদের এই মরশুমে সেরা খেলা ছিল। আমাদের ভালো খেলার জন্য ভ্যালেন্সিয়া নিজেদের সেরাটা দিতে পারেনি।' এছাড়া তিনি আরও বলেন, 'শেষ দুই ম্যাচে আমরা দল হিসেবে ভালো মানের ফুটবল খেলেছি। আমরা নিজেদের ত্যাগ ও দৃঢ়তায় দলের জন্য ভালো করেছি।

## আইসিসি-র সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন রণসিংঘের

**কলম্বো, ১২ নভেম্বর :** আইসিসি-র সদস্যপদ থেকে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটকে সরানোর সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না সেই দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী রোশন রণসিংঘে। শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডের কাজে সরকার হস্তক্ষেপ করায় তারা আইসিসি-র শর্ত লঙ্ঘন করেছে, এই অভিযোগে গত শুক্রবার তাদের সদস্যপদ বাতিলের ঘোষণা করে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা।

রবিবার এর বিরোধিতা করে রণসিংঘে বলেছেন, 'আইসিসি বা অন্য কোনও ক্রিকেট বডি নির্বাসনের জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে অনেকগুলি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত জানানো হল। আইসিসি-র এই পদক্ষেপ নীতিবিরুদ্ধ। ওরা কীভাবে আমাদের দেশকে এমন শাস্তি দিতে পারে?' তিনি আরও বলেছেন, 'প্রথমে ওদের অভিযোগগুলি দেখতে হবে। তারপর সেই অনুযায়ী উত্তর দেওয়ার সুযোগ চাই। তাতেও যদি সমস্যার সুরাহা না হয়, তাহলে সুইৎজারল্যান্ডের ক্রীড়া সালিশির আদালতে যেতে হবে।'

# তিনের লক্ষ্যে

## শুভেচ্ছা

### জন্মদিন

☺ **তাপস সরকার :** আজ তোমার জন্মদিন, জীবন হোক তোমার রঙিন, সুখ যেন কোনওদিন না হয় বিলীন, দুঃখ যেন না আসে কোনওদিন। **– তোমার সোনা (নবনীতা)।**

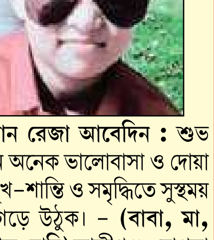

☺ **আয়ান রেজা আবেদিন :** শুভ জন্মদিনে অনেক ভালোবাসা ও দোয়া রইল। সুখ–শান্তি ও সমৃদ্ধিতে সুস্থময় জীবন গড়ে উঠুক। – **(বাবা, মা, দাদা, কাকু, দাদি) কালীগঞ্জ, চোপড়া উঃ দিঃ।**

## ইংল্যান্ডের স্কোয়াডে এক ঝাঁক নতুন মুখ

**লন্ডন, ১২ নভেম্বর :** হতাশার বিশ্বকাপ শেষ। শনিবার পাকিস্তানকে ৯৩ রানে হারিয়ে ওডিআই বিশ্বকাপের অভিযানে ইতি টানার পর ইংল্যান্ড রবিবার কলকাতা থেকে দুবাই হয়ে লন্ডনের পথে পাড়ি দিয়েছে। এরই মাঝে আগামীর ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। আগামী মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সীমিত ফরম্যাটের সিরিজ রয়েছে থ্রি লায়ন্সদের। যেখানে জস বাটলাররা তিনটি ওডিআই ও পাঁচটি টি২০ খেলবেন। আসন্ন

### নেই আর্চার

সিরিজের জন্য এক ঝাঁক নতুন মুখ ইংল্যান্ডের স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন। ওলি পোপ, জোশ টাঙ্গ ও জন টার্নার প্রথমবার সাদা বলের স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন। টাঙ্গ ও টার্নারকে ওডিআই ও টি২০–র দলে রাখা হয়েছে। বাটলারই অধিনায়ক থাকছেন। বিশ্বকাপ স্কোয়াড থেকে হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, স্যাম কুরান, লিয়াম লিভিংস্টোন ও গাস অ্যাটকিনসন ওডিআই দলে জায়গা পেয়েছেন। তবে বাদ পড়েছেন দায়িদ মালান। জায়গা হয়নি তারকা পেসার জোফ্রা আর্চারের। বিশ্বকাপে মুম্বইয়ে ইংল্যান্ডের অনুশীলনে আর্চারকে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু কনুইয়ের চোট না সারায় তাঁকে বিবেচনা করা হয়নি।

### ওডিআইয়ে ভারতের সর্বাধিক স্কোর

| স্কোর | বিপক্ষ | সাল |
|---|---|---|
| ৪১৮/৫ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ২০১১ |
| ৪১৪/৭ | শ্রীলঙ্কা | ২০০৯ |
| ৪১৩/৫ | বারমুডা | ২০০৭ |
| ৪১০/৪ | নেদারল্যান্ডস | ২০২৩ |
| ৪০৯/৮ | বাংলাদেশ | ২০২২ |

### বিশ্বকাপে ভারতের সর্বাধিক স্কোর

| স্কোর | বিপক্ষ | সাল |
|---|---|---|
| ৪১৩/৫ | বারমুডা | ২০০৭ |
| ৪১০/৪ | নেদারল্যান্ডস | ২০২৩ |
| ৩৭৩/৬ | শ্রীলঙ্কা | ১৯৯৯ |
| ৩৭০/৪ | বাংলাদেশ | ২০১১ |
| ৩৫৭/৮ | শ্রীলঙ্কা | ২০২৩ |

### ভারতের উইকেটকিপারদের বিশ্বকাপে সর্বাধিক রান

| রান | ব্যাটার | বিপক্ষ | সাল |
|---|---|---|---|
| ১৪৫ | রাহুল দ্রাবিড় | শ্রীলঙ্কা | ১৯৯৯ |
| ১০২ | লোকেশ রাহুল | নেদারল্যান্ডস | ২০২৩ |
| ৯৭* | লোকেশ রাহুল | অস্ট্রেলিয়া | ২০২৩ |
| ৯১* | মহেন্দ্র সিং ধোনি | শ্রীলঙ্কা | ২০১১ |
| ৮৫* | মহেন্দ্র সিং ধোনি | জিম্বাবোয়ে | ২০১৫ |

### চতুর্থ বা তার নীচের উইকেটে ভারতের সর্বাধিক জুটি

| রান | জুটি | বিপক্ষ | সাল |
|---|---|---|---|
| ২০৮ | শ্রেয়স আইয়ার ও লোকেশ রাহুল | নেদারল্যান্ডস | ২০২৩ |
| ১৯৬* | মহেন্দ্র সিং ধোনি ও সুরেশ রায়না | জিম্বাবোয়ে | ২০১৫ |
| ১৬৫ | বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুল | অস্ট্রেলিয়া | ২০২৩ |
| ১৪২ | বিনোদ কাম্বলি ও নভজ্যোৎ সিং সিধু | জিম্বাবোয়ে | ১৯৯৬ |
| ১৪১ | অজয় জাদেজা ও রবিন সিং | অস্ট্রেলিয়া | ১৯৯৯ |

### বিশ্বকাপে ভারতীয়দের দ্রুততম শতরান (বলের বিচারে)

| বল | ব্যাটার | বিপক্ষ | সাল |
|---|---|---|---|
| ৬২ | লোকেশ রাহুল | নেদারল্যান্ডস | ২০২৩ |
| ৬৩ | রোহিত শর্মা | আফগানিস্তান | ২০২৩ |
| ৮১ | বীরেন্দ্র শেহবাগ | বারমুডা | ২০০৭ |
| ৮৩ | বিরাট কোহলি | বাংলাদেশ | ২০১১ |

### নজরে পরিসংখ্যান

» ওডিআইয়ে এক বছরে সর্বাধিক ৬০টি ছক্কা মারলেন রোহিত শর্মা। টপকে গেলেন এবি ডিভিলিয়ার্সকে (৫৮ ছক্কা, ২০১৫)।

» অধিনায়ক হিসেবে এবারের বিশ্বকাপে সর্বাধিক ওভার বাউন্ডারি হয়ে গেল রোহিতের (২৪টি)। আগের রেকর্ডটি ছিল ইংল্যান্ডের ইয়োন মরগ্যানের (২২)।

» রোহিত দ্বিতীয় ভারতীয় ব্যাটার যিনি বিশ্বকাপের দুই সংস্করণে ৫০০ বা তার বেশি রান করলেন। চলতি বিশ্বকাপে রোহিতের রান এখনও পর্যন্ত ৫০৩।

» এক বছরে ওডিআইয়ে দ্রুততম ১৫০০ রান করার ক্ষেত্রে শচীন তেন্ডুলকার ও ম্যাথু হেডেনকে ছুঁয়ে ফেললেন শুভমান গিল। তিনজনেরই এই মাইলস্টোনে পৌঁছাতে ২৭ ইনিংস লাগল।

» দ্বিতীয় ভারতীয় উইকেটকিপার হিসেবে বিশ্বকাপে শতরান করলেন লোকেশ রাহুল। আগের রেকর্ডটি ছিল রাহুল দ্রাবিড়ের।

» বিশ্বকাপে ভারত প্রথম দল, যাদের প্রথম পাঁচ ব্যাটার এক ইনিংসে ৫০ বা তার বেশি স্কোর করল।

» নয় বছর পর একদিনের ক্রিকেটে উইকেট পেলেন বিরাট কোহলি।

« *নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে অর্ধশতরানের পর রোহিত শর্মা।*

#### বিশ্বকাপে ভারতের সর্বাধিক পঞ্চাশ প্লাস

২০২৩ (এখনও পর্যন্ত) : **২০টি**

২০১৯ : **১৯টি**

২০১১ : **১৮টি**

২০০৩ : **১৭টি**

#### বিশ্বকাপে এক ইনিংসে ভারতের সর্বাধিক ছক্কা

বারমুডা (২০০৭) **১৮টি ছয়**

নেদারল্যান্ডস (২০২৩) **১৬টি ছয়**

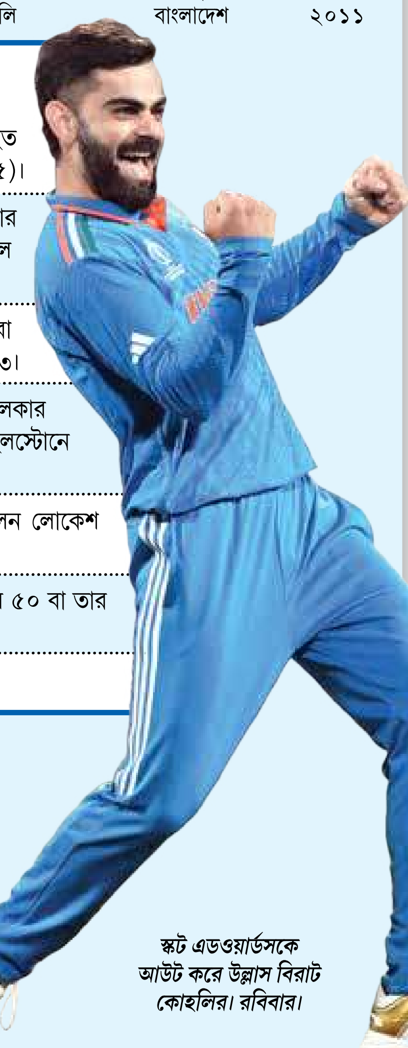

*স্কট এডওয়ার্ডসকে আউট করে উল্লাস বিরাট কোহলির। রবিবার।*

## বিশ্বকাপ জয় নিয়ে মন্তব্য শাস্ত্রীর

# এবার না হলে ১২ বছরের অপেক্ষা

**বেঙ্গালুরু, ১২ নভেম্বর :** ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে টিম ইন্ডিয়া। বিশ্বকাপে প্রথমবার টানা ৯ ম্যাচে জিতে নিজেদের পুরোনো রেকর্ড ছাপিয়ে গেল। চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে অধরা চারশো প্লাস স্কোরও রবিবার নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে পেয়ে গেল রোহিত শর্মা ব্রিগেড। বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্সে ভারতীয় সমর্থকদের তিনের স্বপ্ন আরও জোরালো হয়েছে। যা নিয়ে প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রীর সরস মন্তব্য, 'ক্রমশ গোটা দেশ পাগল হয়ে উঠছে। ১২ বছর আগে আমরা শেষবার বিশ্বকাপ জিতেছিলাম। এখনও পর্যন্ত ভারতীয় দল যে রকম খেলছে তাতে এবার ভালো সুযোগ রয়েছে।' এরপরই রোহিত ব্রিগেডকে সতর্ক করে তাঁর বার্তা, এবার ব্যর্থ হলে ১২ বছর অপেক্ষা করতে হবে। কেন এমনটা বলছেন?

শাস্ত্রীয় পর্যবেক্ষণ, '৭–৮ জন ক্রিকেটার তাদের ফর্মের শীর্ষে রয়েছে। এটা আবার ওদের শেষ বিশ্বকাপও হতে পারে। যেভাবে ওরা খেলছে, পরিস্থিতি অনুযায়ী এটাই সেরা সুযোগ। কিন্তু কোনও কারণে এবার ব্যর্থ হলে আগামী তিনটি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা ভাবতে পর্যন্ত পারবে না।'

বিশ্বকাপে প্রথম শতরানের পরও আক্ষেপ যাচ্ছে না লোকেশ রাহুলের। বলেছেন, 'লম্বা ইনিংস খেলার পর উইকেটকিপিং করতে হয় আমাকে। ম্যাচের মধ্যে থাকতে আমার ভালোই লাগে। তবে বোলাররা আমাকে প্রচণ্ড খাটায়। বিশেষত ডিআরএস নেওয়ার সময়। এজন্য আবার কোনও কৃতিত্ব ওরা আমাকে দিতে চায় না।' তাঁর কথা শুনে হেসে দেন ধারাভাষ্যকার ইয়ান স্মিথ।

শতরান নিয়ে অবশ্য রাহুলের সোজাসাপটা মন্তব্য, 'এই ইনিংসের পেছনে কোনও রকেট সায়েন্স নেই। শেষ ১০ ওভারে যে বড় শট নিতে হবে জানাই ছিল। স্কোরবোর্ডে বড় রান চাইছিলাম আমরা। ইনিংসের শেষের দিকে বল নরম হয়ে যায়। তখন ছয় মারা কঠিন। সেটাও আজ পেরেছি।'

শুধুমাত্র কোনও একজনের ওপর নির্ভর করে নয়, ব্যাটারদের সঙ্গে দাপট দেখাচ্ছেন পাঁচজন বোলারও। জসপ্রীত বুমরাহ্, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজারা যেভাবে বিশ্বকাপে নতুন–পুরোনো বলে দাপট দেখাচ্ছেন তা নিয়ে শাস্ত্রীর ব্যাখা, 'রাতারাতি এটা হয় না। ধারাবাহিকভাবে এটা করে দেখাতে হলে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। চার–পাঁচ বছর ধরে ওরা বোলিং ইউনিট হিসেবে খেলছে। সিরাজ অবশ্য তিন বছর হল দলে যোগ দিয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে ওরা জানে ধারাবাহিকভাবে সঠিক জায়গায় বল রেখে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বিপক্ষকে চমকে দিয়ে অসাধারণ কিছু করার বদলে ওরা বোলিং ইউনিট হিসেবে সেটাই করে দেখাচ্ছে।'

ভারতীয় বোলারদের পরিকল্পনা নিয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, 'এই বিশ্বকাপে ভারতীয় বোলারদের শর্ট বল করতে প্রায় দেখাই যায়নি। করলেও সেটা কোনও উদ্দেশ্যপূরণেই করা হয়েছে। বিপক্ষকে চমকে দিতেই সেটা করা হয়েছে। কিন্তু ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে স্টাম্প লাইনে বল করেছে। সিম পজিশনের জন্যই ভারতীয় পেসাররা বল মুভ করাতে পারছে। আমার তো মনে হচ্ছে, ৫০ বছরে সাদা বলের ক্রিকেটে এটাই সেরা বোলিং আক্রমণ।' শাস্ত্রী অবশ্য এদিন শুরু থেকেই দারুণ মেজাজে ছিলেন। টসের সময় নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন উইকেটকিপার ইয়ান স্মিথকে তাঁর অনুকরণে বলতে শোনা যায়, 'বেঙ্গালুরুতে স্বাগত আপনাদের। শুভ দীপাবলি সবাইকে। এবার আমরা টস করতে পারি।' যা শুনে হেসে ফেলেন শাস্ত্রী। হাসি চাপতে পারেননি ভারতীয় মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়ক অঞ্জুম চোপড়াও।

> “ এই ইনিংসের পেছনে কোনও রকেট সায়েন্স নেই। শেষ ১০ ওভারে যে বড় শট নিতে হবে জানাই ছিল। স্কোরবোর্ডে বড় রান চাইছিলাম আমরা। ইনিংসের শেষের দিকে বল নরম হয়ে যায়। তখন ছয় মারা কঠিন। সেটাও আজ পেরেছি।
>
> –লোকেশ রাহুল

*শতরান করে লোকেশ রাহুল।*

## রামিজ রাজার বিস্ফোরণ, সমালোচনায় আক্রামও

# বাবরের পাশে পিসিবি, শাদাব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বর :** হতাশা রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে ব্যর্থতার যন্ত্রণাও।

এমন মনোভাব নিয়েই আজ কলকাতা থেকে দুবাই হয়ে লাহোর পৌঁছে গেল পাকিস্তান ক্রিকেট দল। ভারতে রয়ে গেলেন শুধু হাসান আলি। আপাতত শ্বশুরবাড়িতে তিনি। সেখানেই পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আগামী ২২ নভেম্বর লাহোর ফিরবেন হাসান।

প্রত্যাশা ছিল বিস্তর। ভারতের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে পাকিস্তান সাফল্য পাবে, এমন কথা বিশ্বকাপ শুরুর আগে অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞই বলেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে বাবররা শুধুই হতাশা উপহার দিয়েছেন। দলের ব্যাটাররা ধারাবাহিকভাবে ডুবিয়েছেন। বোলাররাও ব্যর্থ হয়েছেন। আর ফিল্ডিংয়ের কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো। এমন অবস্থার মধ্যে পাকিস্তান ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক রামিজ রাজা। পাক ক্রিকেট প্রশাসনের অচলাবস্থার প্রসঙ্গ টেনে রামিজ জানিয়েছেন, এমন চলতে থাকলে পাকিস্তানের ক্রিকেট পরিকাঠামোই ধ্বংস হয়ে যাবে। রামিজের কথায়, 'আমাদের দেশের ক্রিকেটে এখন কিছুই ঠিকভাবে চলছে না। সঙ্গে রয়েছে অযথা রাজনীতিও। এমন মনোভাব ও কাজের ফল ভুগতে হচ্ছে আমাদের সবাইকেই। তাই ক্রিকেট মাঠে দলের কোনও সাফল্য নেই।'

রামিজের মতোই আর এক প্রাক্তন পাক অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রামও আজ পাকিস্তান ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অধিনায়ক বাবরের পাশে দাঁড়িয়েছেন। নিজের দেশের ক্রিকেটীয় পরিকাঠামো নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন তিনি। সঙ্গে পিসিবি–র শীর্ষ পদে থাকা ব্যক্তিদের বোর্ড চালানোর যোগ্যতাই নেই, এমন ইঙ্গিতও মিলেছে আক্রামের কথায়। কিংবদন্তি বাঁহাতি পেসার আজ বলেছেন, 'একা অধিনায়ক বাবরকে বলির পাঁঠা করার কোনও মানেই হয় না। ক্রিকেট একজনের খেলা নয়। দলের বাকিরা কী করল, সেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া আমাদের দেশে যেভাবে ক্রিকেট চলছে, সেটা মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়। এখনও আমরা সতর্ক না হলে ক্রিকেটই হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে পাকিস্তানে।'

বিশ্বকাপের মঞ্চে পাক ক্রিকেট দলের ব্যর্থতার পর অধিনায়ক বাবরকেই কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। আজ দেশে ফেরার পরই তাঁর চাকরি যেতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথাও শোনা যাচ্ছে। চাপে থাকা দলের অধিনায়কের পাশে আজ পূর্ণ সমর্থন নিয়ে হাজির হয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। 'ভুল করা কোনও অপরাধ নয়' এমন মন্তব্য করে পিসিবি কর্তারা বাবরের হয়ে ব্যাট ধরেছেন। পাক অধিনায়কের সতীর্থ শাদাব খানও একইভাবে বাবরের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দল ব্যর্থ হলেই অধিনায়ককে কাঠগড়ায় তুলে দেওয়ার প্রথার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন শাদাব। গতরাতের ইডেন গার্ডেন্সে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের শেষ ম্যাচেও হারের পর মিক্সড জোনে হাজির হয়েছিলেন শাদাব। সেখানেই বাবরের হয়ে ব্যাট ধরে তিনি বলেছেন, 'দল হিসেবে আমরা ভালো খেলতে পারিনি। আমাদের অনেক দুর্বলতা ছিল। সেগুলি প্রয়োজনের সময় ঢাকতে পারিনি আমরা। ব্যক্তিগতভাবে নিজের পারফরমেন্সেও হতাশ আমি। আসলে দল হিসেবে এতটা খারাপ করব বিশ্বকাপে, ভাবিনি আমরা। আর দল ব্যর্থ হলেই অধিনায়ককে দোষী করার পক্ষে নই আমি। বাকিরা ভালো খেলতে না পারলে একা অধিনায়ক কী করবে।'

আজ লাহোর ফেরার পর আগামী কয়েকদিন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের বিশ্রাম। আর সেই বিশ্রাম শেষে আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রস্তুতি শুরু করবেন বাবররা। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে নতুনভাবে শুরু করতে মরিয়া হয়ে রয়েছে পুরো দল। যদিও একদিনের বিশ্বকাপে ভরাডুবির পর কীভাবে বাবররা নিজেদের মেলে ধরেন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে, সেটাই এখন দেখার।

*বাবর আজমের নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ সংকটের মুখে।*

# প্রয়োজনে বিরাট ষষ্ঠ বোলার রোহিত

**সঞ্জীবকুমার দত্ত**

**কলকাতা, ১২ নভেম্বর :** উৎসবের রাত। উৎসবের মেজাজ। লোকেশ রাহুল–শ্রেয়স আইয়ারের যুগলবন্দি যে মেজাজটা বেঁধে দিয়েছিল চিন্নাস্বামীর রবিবাসরীয় টক্করে। অপেক্ষা ছিল শুধু ম্যাচ শেষের। রোহিত শর্মার বলে নেদারল্যান্ডস ইনিংসের সর্বাধিক স্কোরার তেজা নিদামানুরুর ক্যাচ মহম্মদ সামির হাতে জমা পড়তেই একেবারে অন্য চেহারা এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের।

'বন্দে মাতরম'–এর সুরে ভাসল গোটা স্টেডিয়াম। রোহিতদের জয়ে দেশাত্মবোধ, আবেগের বিচ্ছুরণ। ডাচ–হার্ডল হেলায় পেরোনো ছাপিয়ে তৃতীয় বিশ্বজয়ের স্বপ্নটাকে আরও উসকে নেওয়া। ৯–০ উচ্ছ্বাসের মাঝে রোহিত ব্রিগেডের কাছে আরও দুই ম্যাচে বিজয়রথ ছোটানোর প্রার্থনা।

সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া রোহিতের পাখির চোখও যা। তবে দলের দুরন্ত ক্রিকেটের খুশি নিয়ে ম্যাচ শেষে হিটম্যানের কথাতে শুধু সেমির ভাবনা। বাস্তববাদী রোহিত বলেছেন, 'টুর্নামেন্টের শুরুতেই বলেছিলাম ম্যাচ ধরে এগোতে চাই। ভাবনায় কোনও পরিবর্তন হয়নি। কারণ বিশ্বকাপ লম্বা টুর্নামেন্ট। ১১টি ম্যাচের হার্ডল। বিভিন্ন কেন্দ্র, ভিন্ন প্রতিপক্ষ। এখনও ৯টি ম্যাচে দল যা খেলেছে, অধিনায়ক হিসেবে আমি খুশি।'

সহজ প্রতিপক্ষ হলেও নিজেদের ক্রিকেটে ফোকাস ছিল। রোহিতের দাবি, এদিনও ক্লিনিকাল ক্রিকেট খেলেছে তার দল। সব থেকে খুশির কথা, টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত দলের প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছে। সবরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে সফল হয়েছে। প্রথম চার ম্যাচে যেমন রান তাড়া করে জয় এসেছে, তেমনই সাফল্য মিলেছে প্রথমে ব্যাটিং করেও। স্পিন, পেস, বোলিং বিভাগ ভরসা জুগিয়েছে প্রতি ম্যাচে।

প্রত্যাশা অবশ্য এখনও পূরণ হয়নি। রোহিতও জানেন গোটা দেশের দাবির কথা। বলেও দেন, 'ঘরের মাঠে খেলা। প্রত্যাশার চাপও বেশি। আমাদের হাতে যা রয়েছে, সেদিকেই আপাতত নজর দিয়েছি। পরস্পরের সাফল্য, সান্নিধ্য উপভোগ করছে সবাই। সাজঘরের যে পরিবেশ সাফল্যের অন্যতম কারণ।'

৯ জনকে দিয়ে বোলিং করানো। বিরাট কোহলির সঙ্গে রোহিতের নামের পাশেও উইকেট! বল করেছেন শুভমান গিল, সূর্যকুমার যাদবও। ভারত অধিনায়কের কথায়, ষষ্ঠ বোলারের ভাবনা সবসময় তাদের মাথায় ছিল। আজ সেটাই পরখ করে দেখার প্রচেষ্টা ছিল। আর যে ভাবনায় বিরাট তালিকায় উপরের দিকে। টানা তিন ওভার বিরাটকে দিয়ে বল করিয়ে তার ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন রোহিত।

ভারত অধিনায়ক আরও জানান, এই ধরনের ম্যাচে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা প্রয়োজন ছিল। বোলাররা যেমন চেষ্টা করেছে ওয়াইড–ইয়র্কার ফেলার। সবমিলিয়ে গ্রুপ লিগের পারফরমেন্সে অধিনায়ক হিসেবে তিনি খুশি।

৯৪ বলে অপরাজিত ১২৮ রানের সুবাদে ম্যাচের সেরা শ্রেয়স। মূলত লোকেশের সঙ্গে শ্রেয়সের দ্বিশতরানের যুগলবন্দি ভারতকে চারশোর গণ্ডি পার করে দেয়। নকআউটের আগের শতরানের আত্মবিশ্বাস নিয়ে শ্রেয়স জানান, বিশ্বকাপে কয়েকটা ম্যাচে জমে গিয়েও উইকেট ছুড়ে এসেছেন খারাপ শটে। এদিন শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে চেয়েছিলেন। লক্ষ্যপূরণ করে তৃপ্ত। যথাসম্ভব সোজা ব্যাটে খেলার চেষ্টা প্রশংসায় কুড়িয়েছে প্রাক্তনদের। শ্রেয়সের কথায়, নেটে এনিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করছেন। তারই প্রতিফলন এদিনের ইনিংসে।

# আল নাসেরের জয়ে গোল রোনাল্ডোর

**মক্কা, ১২ নভেম্বর :** ফিরেই গোল পেলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সেইসঙ্গে শনিবার সৌদি প্রো লিগে আল ওয়েহদার বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ৩–১ গোলে জিতল রোনাল্ডোর আল নাসের।

এর আগে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে আল দুহেলের বিরুদ্ধে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল পর্তুগিজ কিংবদন্তিকে। এদিন পুরো ম্যাচই খেলেন তিনি। ৪৯ মিনিটে সুযোগসন্ধানী গোল করে দলের জয় সুনিশ্চিত করেন সিআর সেভেন। বিপক্ষ ডিফেন্সের ভুল পাস ধরে দলের তৃতীয় গোলটি করেন তিনি। এর আগে ১১ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে অ্যালেক্স টেলেস ও ৩৯ মিনিটে আব্দুলেলাহ আল আমরির গোলে ঘরের দলকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেয় আল নাসের।

সৌদি লিগে চলতি মরশুমে ১৩টি গোল করে সর্বাধিক গোলদাতাদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন রোনাল্ডো। ১০টি গোল করে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন আলেকজান্ডার মিত্রোভিচ। এই জয়ের ফলে ১৩ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নাসের। সমসংখ্যক ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আল হিলাল।

# কন্যাশ্রী কাপ শুরু ১৬ নভেম্বর

**কলকাতা, ১২ নভেম্বর :** ১৬ নভেম্বর শুরু হবে মহিলাদের কলকাতা ফুটবল লিগ। 'কন্যাশ্রী কাপ' নামে পরিচিত প্রতিযোগিতাটির প্রথম দিন ইস্টবেঙ্গল খেলবে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব খেলবে নিউ আলিপুর সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন পশ্চিম থানে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, পশ্চিম থানে - এর একজন বাসিন্দা মঞ্জুলা উমাকান্ত ভাসাইকর - কে 06.09.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 96A 47071 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "একজন মহিলা হিসাবে আমি খুব স্বচ্ছ উপায়ে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি, এই ধরনের সুযোগ তৈরি করার জন্য ডিয়ার লটারির প্রশংসা করা উচিত। এটি আমাকে ও আমার পরিবারে সদস্যদের অনেক আনন্দিত করেছে। এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ আমাকে সাহায্য করবে আমার পরিবারে আর্থিক উন্নতি করতে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

₹২.৫০ কোটির সদ্য বিজেতা

ডিয়ার রাখি বাম্পার ২০২৩ লটারি তে

সুনিতা নাগপাল
কারনাল, হরিয়ানা
ড্র এর তারিখ: ০৯.০৯.২০২৩
টিকিট নং : ৪৫২৩২৭

এখন বিক্রি চলছে!
পাঞ্জাব স্টেট ডিয়ার দিওয়ালি বাম্পার ২০২৩
ড্র এর তারিখ ১৮-১১-২০২৩ সন্ধ্যা ৬ টা থেকে
গ্যারান্টিড
বিজেতার জন্য প্রথম পুরস্কারের পরিমাণ
₹৭.৫০ কোটি
₹2.5 Crores x 3 Prizes
প্রথম পুরস্কার ড্র হবে শুধুমাত্র বিক্রি হওয়া টিকিটের মধ্যে
টিকিট মূল্য ₹500
"আরও অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার"
বিশদে জানতে ফোন করুন
টোল ফ্রি: 1800 103 6711 (WB)

**সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার।** স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in